CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 April 2022 ■ আগরতলা ৬ এপ্রিল, ২০২২ ইং ■ ২২ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মিটার অটো

পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় আজ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে মিটার অটোরিক্সা, ই-চালান এবং ইন্টিগ্রেটেড রোড অ্যাক্সিডেন্ট ডাটাবেস প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। ছবি নিজস্ব।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে বিরোধীদের হট্টগোলে উত্তাল সংসদ

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.)।। জ্বালানি তেল-সহ পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে বিরোধী সদস্যদের স্লোগান এবং হৈ-হট্টগোলের জেরে ফের উত্তাল হল সংসদ। মঙ্গলবার সংসদের উভয়কক্ষে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধীরা। তুমুল হইচইয়ের কারণে লোকসভার অধিবেশন দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি করা হয়। রাজ্যসভায় এদিন পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ছাড়াও ওষুধের দাম বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলের সাংসদরা।

উভয় ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানাতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা। কিন্তু, তাতে সাড়া দেননি রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। রাজ্যসভার বিরোধী নেতা ও কংগ্রেস সাংসদ মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, প্রতিদিনই পেট্রোল, ডিজেল, এলপিজি, পিএনজি ও ওষুধের দাম বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনার দাবি জানাচ্ছেন বিরোধীরা। তিনি বলেছেন, মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও আলোচনায় রাজি হচ্ছে না সরকার। নাইডুকে এদিন খাড়গে বলেছেন, আপনি যদি আমাদের সুযোগ না দেন, তাহলে কোথায় কথা বলব? নাইডু জানান, এই সংক্রান্ত বিষয়ে এপ্রোপ্রিয়েশন বিল এবং অর্থ বিলের উপর আলোচনার সময় সদস্যরা উত্থাপন করেছিলেন।

প্রসঙ্গত, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম উপর্যুপরি বেড়েই চলেছে, ক্রমেই মধ্যবিত্তের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দুই জ্বালানি তেল। বিগত ১৫ দিনে এই নিয়ে ১৩ বার মহার্ঘ্য পেট্রোল ও ডিজেল। মঙ্গলবার দিল্লিতে লিটারে ৮০ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম, ডিজেলও দামি হয়েছে ৪০ পয়সা। দিল্লিতে পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত দাম যথাক্রমে, ১০৪.৬১ টাকা ও ৯৫.৮৭ টাকা। কলকাতায় লিটার পিছু আরও ৮৩ পয়সা বেড়ে ১১৪.২৮ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে পেট্রোলের দাম। এখনও পর্যন্ত এটাই পেট্রোলের সর্বোচ্চ দর কলকাতায়। কলকাতায় এদিন এক লিটার বিক্রি হয়েছে ৯৯.০২ টাকায়। আগের দিনের থেকে ৮০ পয়সা বেশি।

মুম্বইয়ে ৮৪ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম ও ডিজেলের দামও বেড়েছে ৮৫ পয়সা, মুম্বইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত দাম যথাক্রমে, ১১৯.৬৭ টাকা ও ১০৩.৯২ টাকা। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে চেন্নাইতেও। তামিলনাড়ুর রাজধানীতে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১১০.০৯ টাকা ও ডিজেল ১০০.১৮ টাকা। এই নিয়ে মোট ১৫ দিনের মধ্যে ১৩ দিনই দামি হল জ্বালানি। এই কয়েকদিনের মধ্যে লিটারে ৯-টাকা পর্যন্ত বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম।

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধকে দায়ী করলেন পরিবহণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধকে দায়ী করলেন ত্রিপুরার পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়। তাঁর কথায়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে ভারত সরকার। নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না হলে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে ভাববে ত্রিপুরা সরকার, বলেন তিনি।

আজ আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরিবহন মন্ত্রী বলেন, পেট্রোল-ডিজেলের লাগাতর মূল্যবৃদ্ধিতে তৈরী সমস্যা সম্পর্কে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। মূলত, রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের কারণেই আমাদের মূল্যবৃদ্ধির স্বীকার হতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে। তাঁর দাবি, ওই যুদ্ধের প্রভাব গোটা বিশ্ব অনুভব করছে। স্বাভাবিকভাবে ওই প্রভাব থেকে আমাদের বাদ যাওয়া সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, পেট্রোল-ডিজেলের অনেক আগেই দাম বাড়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অনেক চেষ্টা করে মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। কিন্তু, পরিস্থিতি নিয়ন্তন্তর্নের বাইরে চলে যাওয়ায় মূল্যবৃদ্ধিকে আটকানো যাচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, সারা দেশ এখন ওই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে চিন্তায় রয়েছে। ওই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খোজা হচ্ছে। তাতে তাঁর ধারণা, কিছুদিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে। এদিন তিনি বলেন, পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে মোটর শ্রমিক ভীষণ আর্থিক লোকসান হচ্ছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তাই, শীঘ্রই মূল্য নিয়ন্ত্রণে না আসলে পরিবহন ভাড়া নিয়েও ত্রিপুরা সরকার ভাববে। সকলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বইমেলার সামাপ্তি দিনে সাংবাদিক সাহিত্যিক পুরস্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। আগামী বছরের প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আজ সমাপ্ত হলো ১২দিনব্যাপী ৪০তম আগরতলা বইমেলা। উল্লেখ্য, মেধা ও মননের উৎসব বলে পরিচিত আগরতলা বইমেলা গত ২৫ মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যার পরিসমাপ্তি ঘটলো আজ। প্রত্যেক বারের মতো এবারও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য রাজ্যের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বদের বইমেলার মঞ্চে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

শিক্ষা সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের বিকাশে অবদানের জন্য এবছর মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে চিত্তরঞ্জন দেববর্মাকে (স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ)। পুরস্কার হিসেবে উত্তরীয়, স্মারক, মানপত্র দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য অটল বিহারী বাজপেয়ী আজীবন স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সম্পাদক সঞ্জীব দেব। সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জাতীয় সংহতি পুরস্কার পেয়েছেন ডঃ মনোজ কান্তি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসুস্থ রাজ্যপাল, উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় স্থানান্তর, খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। ত্রিপুরার রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়েছে। এদিন দিল্লি থেকে আগরতলায় ফিরেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়ে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

সোমবার সন্ধ্যায় বার্ধক্যজনিত রোগের কারণে রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্যকে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। তাঁর বয়স বর্তমানে ৮২ বছর। গতকাল থেকে তিনি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। কিন্তু উন্নত চিকিৎসর জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যসভার সাংসদ পদেশপথ নিলেন ডা. মানিকসাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন ডা. মানিক সাহা। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রসঙ্গত, ডা. মানিক সাহা বর্তমানে প্রদেশ সভাপতির দায়িত্বেও রয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার সংসদভবনে শপথ নেওয়ার পর এক টুইট বার্তায় ডা. সাহা লেখেন, মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদে আমাকে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছে এবং আজ সংসদের উচ্চকক্ষে সাংসদ হিসেবে শপথ নিয়েছি। সাথে তিনি সংসদে ত্রিপুরার সার্বিক বিষয় উত্থাপনের সুযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বইমেলার ভূমিকা রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বইমেলার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বইমেলার মধ্য দিয়ে সমাজে স্নিগ্ধতা ও সৌহার্দ্যতা আসে। বইমেলা তাকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে। আর্থিক ব্যবস্থার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থাও হয় তাতে। আজ সন্ধ্যায় হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত ৪০তম আগরতলা বইমেলার সম্মাপনা জ্ঞাপন ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতের আত্মা। বইমেলার মধ্য দিয়ে আমাদের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি বিকশিত হয়।

বইমেলা প্রাঙ্গণে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মঞ্চে আয়োজিত বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বইমেলায় সংস্কৃতি তখনই থাকবে যখন রাষ্ট্র স্বমহিমায় থাকবে। সংস্কৃতি এই মাটিতেই রয়েছে। এই মাটিকেই আমাদের ধরে রাখতে হবে। তিনি বলেন, সংস্কৃতির বিকাশে সরকার যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছে। ৪০তম আগরতলা বইমেলা সফলভাবে আয়োজন করার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর প্রশংসাও করেন তিনি। তিনি বলেন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর শিল্পকলা ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও এক যুবক গ্রেফতার চাম্পাহাওয়রে অসমের পর অস্ত্র মামলায় জড়িত বিহারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। অসমের বদরপুর থানায় রুজুকৃত অস্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বিহারের এক বাসিন্দাকে আজ ত্রিপুরা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অসম পুলিশের প্রদত্ত তথ্য ও আবেদনের ভিত্তিতে খোয়াই জেলার চাম্পাহাওর থানার পুলিশ নালিয়াবাড়ি থেকে জনৈক ইন্দ্রজিৎ যাদবকে আজ মঙ্গলবার গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর আশ্রয়দাতা বাড়ির মালিককেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কারণ, ওই বাড়িতে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। দুজনের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা পুলিশ এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করেছে।

এ-বিষয়ে খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী বলেন, অসম পুলিশ বিহারের খাগারিয়া জেলার বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ যাদবের বিষয়ে তথ্য পাঠিয়ে তাঁকে গ্রেফতারের আবেদন জানিয়েছিল। ওই তথ্যের ভিত্তিতে আজ সকালে চাম্পাহাওর থানার পুলিশ তাঁদের দুজনের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

নালিয়াবাড়ি থেকে ইন্দ্রজিৎ যাদবকে গ্রেফতার করেছে। সাথে তাকে আশ্রয় দানকারী বাড়ির মালিককেও পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। কারণ ওই অভিযানে গিয়ে পুলিশ গাঁজাও উদ্ধার করেছে। তিনি জানান, ওই বাড়ি থেকে ২৫ কেজি উদ্ধার হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত রবিবার অসমের করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থানায় ইন্দ্রজিৎ যাদবের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। রবিবার রাতে বদরপুর রেলওয়ে জংশনে ৭.৬৫ বোরের চারটি পিস্তল এবং আটটি ম্যগাজিন সহ দুই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একইদিনে তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/বিলোনীয়া, ৫ এপ্রিল ।। রাজ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। একইদিনে তিনটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার খবর মিলেছে। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার রামনগর সাত নম্বর রোডে এক মহিলা ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন। আত্মঘাতী মহিলার নাম ইরা আচার্য।

পরিবারের সদস্যরা ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করেন। চিতার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় রামনগর আউট পোষ্টের পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যায়। জানা গেছে, ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। পারিবারিক সূত্রে খবর, কুলাঙ্গার ছেলে প্রতিদিনই আকণ্ঠ মদ্যপান করে মায়ের উপর নির্যাতন চালাত। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন মা। কুলাঙ্গার পুত্রকে গ্রেপ্তার এবং কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এধরনের ঘটনাকে সামাজিক অবক্ষয়ের অন্যতম নজির বলেও এলাকার জনগণ অভিহিত করেছেন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার মনুরমুখ দাসপাড়ায় ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছেন এক জেল পুলিশ কর্মী। আত্মঘাতী জেল পুলিশ কর্মীর নাম আশিস দাস। জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরেই রোগে ভুগছিলেন। বেশকিছুদিন জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বাড়িতে এসে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পরিবারের লোকজনদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক দূর্ঘটনায় অন্তঃসত্ত্বা মহিলা সহ দুজনের মৃত্যু, আহত আরও দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ এপ্রিল ।। পৃথক জায়গায় দুর্ঘটনায় নিহত ২ ও আহত ২জন। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজে যান দুর্ঘটনায় প্রান হারালো এক ব্যক্তি ও আহত দুই।

জোলাইবাড়ীথেকে টি আর ০৩ ই ১৭৩৭ নাম্বারের গাড়ীকরে ঘর তৈরির সামগ্রী নিয়ে শিলাছড়ীর উদ্দ্যেশ্যে যাবার পথে কোয়াইফাং বাজার সংলগ্ন এলাকায় গাড়ী নিয়ন্ত্রন হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পরে। এতেকরে এই দুর্ঘটনায় শতনু মগ (২৩) ঘটনাস্থলে প্রান হারায়। অপরদিকে এই দুর্ঘটনায় আহত হয় ইশান ত্রিপুরা (৪০) ও নোয়াক্রি মগ (৩৫)। অপরদিকে শান্তির বাজার মহকুমার বগাফা এলাকায় পা পিছলে দুর্ঘটনার কবলে পরে ৩ মাসের এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। দুর্ঘটনার পর মহিলাকে শান্তির

বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলাকে মৃতবলে ঘোষনাকরে। জানাযায় মৃত মহিলার নাম মমিতা রিয়াং। এই দুর্ঘটায় মহিলার অকাল প্রয়ানে সমগ্র এলাকাজুরে শোকের ছায়া নেমেএসেছে।

উপ-নির্বাচনে সুদীপ-আশিসকে প্রার্থী করতে চাইছে কংগ্রেস, তবে অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। উপ-নির্বাচনে সুদীপ রায়বর্মণ এবং আশিসকুমার সাহাকে ময়দানে নামাতে চাইছে প্রদেশ কংগ্রেস। তেমনি, বিজেপি-বিরোধী জোট নিয়ে নির্বাচন ঘোষণার পর সিদ্ধান্ত হবে বলে জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। তবে, সুদীপ রায়বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা উপ-নির্বাচনের ঝক্কি নিতে চাইবেন বলে মনে করছে না রাজনৈতিক মহল। কেননা, অতীতের দিকে তাকালে স্পষ্ট দেখা যাবে, উপ-নির্বাচনে ফলাফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাসকের ঝুলিতে পড়েছে।

সুদীপ রায় বর্মন

আশীষ কুমার সাহা

ত্রিপুরায় কংগ্রেস হারানো জমি খুঁজে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই, লাগাতার কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে অস্তিত্বের জানান দিতে চাইছে। ইদানীংকালে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সারা ত্রিপুরা চষে বেড়াচ্ছেন। মানুষের কাছে তাঁরা আবেদন রাখছেন, বিজেপির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন এবং আবারও পরিবর্তনের চেষ্টা করুন। এ-বিষয়ে এআইসিসি সম্পাদক জরিতা লেইতফাং বলেন, প্রদেশ কংগ্রেস কোনও কাজ অসমাপ্ত রাখবে না। তাই, গ্রামস্তরে গিয়ে মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, সাধারণ মানুষ প্রতিবাদী হতে চাইলেই তাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে। শাসকদল বিজেপি গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। তবে, মানুষ এখন এগিয়ে আসছেন। তাঁর আরও অভিযোগ, বাইক বাহিনী মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। সেই মানুষই আগামী দিনে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন, দাবি করেন তিনি। ত্রিপুরাবাসীর কাছে তাঁর আবেদন, সময় এসেছে আওয়াজ তুলুন, পরিবর্তনের চেষ্টা করুন।

এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা বলেন, সর্বভারতীয় কর্মসূচির অন্তর্গত আগামী ৭ এপ্রিল মূল্যবৃদ্ধি এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হবে। তাঁর কথায়, বিজেপির শাসনে দ্রব্যমূল্যের রেকর্ড বৃদ্ধি হয়েছে। তাতে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এরই প্রতিবাদে কংগ্রেস সর্বভারতীয় কর্মসূচির সাথে শামিল হচ্ছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, আগামী ১১ এপ্রিল কংগ্রেসের আদিবাসী সংগঠন রাজনৈতিক কনভেনশনে অংশ নিচ্ছে। জনজাতিদের অর্থনৈতিক বিকাশে ত্রিপুরা সরকারের অনীহার বিরুদ্ধে ওই কনভেনশনে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা স্থির করবে। এদিন তিনি জানান, প্রদেশ কংগ্রেস উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত। চারটি কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন নিশ্চিত এবং একটি কেন্দ্রে রাজনৈতিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ১৭৯ ◻ ৬ এপ্রিল ২০২২ ইং ◻২২ চৈত্র ◻বুধবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা সময়ের দাবি

স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও নারীদের অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। আমাদের দেশ এখনো পুরুষতান্ত্রিক। একাধারে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার কারণেই দেশের নারীরা সঠিক অবস্থানে বিচরণ করিতে পারিতেছে না। এর দায় আমরা কোনোভাবেই এড়াতে পারি না।মেয়েদের কথা ইতিহাসে উপেক্ষিত। আরও বেশি উপেক্ষিত মেয়েদের উপর সংঘটিত পুরুষদের যৌন অপরাধ ও হিংসা। তাহা যেন এতই জলভাত যে, আলাদা করিয়া বলিবার দরকার পড়ে না। অথবা হয়তো কাজ করে গোপন এক অপরাধবোধ। ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক সংঘাত বা বিশ্বের ইতিহাসকে নাড়া দেওয়া কোনও বড় ঘটনা যেমন প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নারীর প্রতি যৌন হিংসা প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। অথচ ইতিহাস-বইয়ের পাতায় লেখা থাকে না সে কথা। অথবা দু'লাইন লিখেই দায় সারিয়া ফেলা হয়।ছোটবেলা থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কথা আমরা ইতিহাস-বইয়ে পড়িয়া আসিয়াছি। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও মেয়েরা যৌন অত্যাচারের শিকার হইয়াছিলেন, তাহা সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠিয়া আসিয়াছে।

তথাকথিত প্রগতিশীল পশ্চিমি দেশগুলির দিকে চোখ ফিরানো যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সেনারা রাশিয়ার মাটিতে সে দেশের মেয়েদের বেলাগাম যৌন নির্যাতন করিয়াছিল। আবার রাশিয়ার রেড আর্মিও জার্মান মেয়েদের ছাড়িয়া কথা বলেনি। হাজার হাজার জার্মান মহিলা গণধর্ষণের শিকার হইয়াছিলেন, ভোগ করিয়াছিলেন অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের যন্ত্রণা। সেনারা ছিল রাষ্ট্রের মদতে পুষ্ট। রাষ্ট্র সাম্যবাদী হোক বা ফ্যাসিবাদী, মেয়েদের উপর অত্যাচারে কেউ কাহারও থেকে কম যায়নি। কেউ কেউ নিজের ও পরিবারের সম্মানের কথা চিন্তা করিয়া আত্মহত্যার পথ বাছিয়া নিয়াছেন। বাকিরা নীরব থাকিয়াছেন, অন্তরালে সরাইয়া নিয়াছেন নিজেদের। ১৯৮০-র দশক থেকে মূলত খ্রিস্টান মহিলা এবং নারীবাদীদের মাধ্যমে প্রথম এই বিষয়ে লেখালিখি ও আলোচনা শুরু হয়।নব্বইয়ের দশক থেকে সেই পুঞ্জিত ক্ষোভ ও ক্রোধ ধূমায়িত হইয়া আসে লাভাস্রোতের মতো।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ভয়াবহ মন্বন্তর দেখা দেয়। অনাহারক্লিষ্ট পরিবারের বহু মেয়ে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশনি সংকেত উপন্যাসে মেয়েদের চালের লোভ দেখিয়ে গৃহত্যাগী হইতে প্ররোচিত করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়। নিজের ও পরিবারের খিদে মিটাইবার জন্য যে বহু মেয়ে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার এক মর্মান্তিক চিত্র পাওয়া গিয়াছে। বিশেষত সেনাবাহিনীর ভারতীয় ও বিদেশি সৈনিকদের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির মাধ্যমে বহু দরিদ্র কৃষিজীবী পরিবারের মেয়ে জীবনধারণের পথ বাছিয়া নিয়াছিলেন। ''ক্ষুধার অন্যতম বলি হইল ওই কৃষক মেয়েদের ইজ্জত। দেশভাগের সময় দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পায় 'শত্রু' সম্প্রদায়ের মেয়েদের উপর যৌন নির্যাতনের মাধ্যমে। তাঁহাদের 'সম্মান' হরণ করিয়া, 'সতীত্ব' নাশ করিয়া প্রতিশোধ নিতে চায় তাহারা, দুর্বল করিয়া দিতে চায় প্রতিপক্ষকে। একটি সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের বীজ যেন লুকিয়ে আছে তাদের মেয়েদের দেহের শুচিতার মধ্যে, আর তা নষ্ট করতে পারলেই প্রতিপক্ষকে কাবু করে ফেলা যায়। তাই দেশভাগের আগে ও পরে দলে দলে মেয়েরা ধর্ষিত, নিগৃহীত হন। স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় নির্যাতিতা নারীর হাহাকার। যে কোনও রাজনৈতিক সংঘাত বা আন্দোলনের পরিস্থিতিতে নারীদেহের উপর নির্বিচারে আক্রমণ চলে। হিংসার শিকার হন মেয়েরা। অবশ্য তাহা মেয়েদের দমাইতে পারে না সব সময়। আজও মেয়েদের দিনযাপনের অঙ্গ এই হিংসা। মেয়েদের যন্ত্রণার কথা নারীবাদী গবেষকদের কলমে উঠিয়া আসিলেও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে ইতিহাসের পঠনপাঠনে বিশেষ ঠাঁই পায় না। ইতিহাসের পুরুষকেন্দ্রিক, পিতৃতান্ত্রিক চরিত্র অব্যাহত থাকে।

দেশে জনগণনা হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে, ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : এবার দেশের জনগণনাও হবে ডিজিটাল মাধ্যমে। মঙ্গলবার সংসদে ঘোষণা করে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। এই ডিজিটাল জনগণনায় নিজেদের তথ্য নিজেরাই আপডেট করতে পারবেন আমজনতা। এমনটাই জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

এদিন সংসদে নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন,"দেশে প্রথমবার জনগণনা হতে চলেছে ডিজিটালি। সাধারণ মানুষের কাছেও নিজেদের তথ্য আপলোড করার সুযোগ থাকছে।" তিনি আরও জানিয়েছেন,"২০২১ জনগণনার অধীনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করোনার জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে আছে।" সূত্রের খবর, কেন্দ্র চাইছে ডিজিটাল এবং আগের মতো কাগজে-কলমে নথিভুক্তিকরণ। দুই মাধ্যমেই জনগণনা হোক। তবে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে সেনসাস এখনই শুরু হচ্ছে না। আপাতত মোদী সরকারের ফোকাস ডিজিটাল মাধ্যমেই। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ধাক্কা শেয়ার বাজারে, পতন সূচকের

মুম্বই, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : ফের ধাক্কা শেয়ার বাজারে। মঙ্গলবারও পতন হল সূচকের। সেনসেক্স ৪৩৫.২৪ পয়েন্ট পড়ে বন্ধ হয় ৬০,১৭৬.৫০ পয়েন্টে। নিফটির সূচক ৯৬ পয়েন্ট পড়ে বন্ধ হয় ১৭,৯৫৭.৪০ পয়েন্টে। চিন্তায় বিনিয়োগকারীরা।

এদিন এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, এইচডিএফসি, বাজাজ ফিনান্স, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, কোটাক মাহিন্দ্রার শেয়ারের পতন ঘটে। লাভের মুখ দেখেছে আদানি পোর্টস, এনটিপিসি, টাটা মোটর্স, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন, টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, রুশ-ইউক্রেন সংঘাতের জেরে শেয়ার বাজারে চলছে অস্থিরতা। দালাল স্ট্রিটের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের শেয়ারবাজারেও এই সংঘাতের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। তবে স্বস্তির বিষয়, সোনার দাম গত চারদিন ধরে এক রয়েছে। ২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম মঙ্গলবার ছিল ৪৭,৮০০ টাকা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত মানকাচরের ভারত-বাংলা সীমান্তবর্তী এলাকা

মানকাচর (অসম), ৫ এপ্রিল (হি.স.) : সোমবার রাতে সংঘটিত প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার মানকাচরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে তছনছ হয়ে গেছে সীমান্তবর্তী পাথুরিয়া, ঝাওডাঙা, কুচনিমারা গ্রামের শতাধিক পরিবারের বসতবাড়ি। এর মধ্যে গাছ ভেঙে সাতটি চার চাকার গাড়িও চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে গেছে। অসংখ্য বিদ্যুৎ পরিবাহী খুটি ভেঙে পড়ায় বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

গতকাল সোমবার রাত প্রায় ৮-টা নাগাদ মানকাচরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পাথুরিয়া, ঝাওডাঙা এবং কুচনিমারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড়। মানকাচরের পশ্চিম প্রান্তে বাংলাদেশ থেকে ধাবিত ঘূর্ণিঝড় ও ভারী বৃষ্টিপাতের কবলে পড়ে ওইসব এলাকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রায় তিন ঘণ্টার ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে শতাধিক পরিবারের ঘরবাড়ি ভূপতিত হয়ে গেছে। এছাড়া গ্যাস এজিন্সি সহ বহু বসতঘরের ছাউনি দূর-দূরান্তে উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছে ঝড়। অসংখ্য গাছ-গাছালি উপড়ে গৃহস্থদের বাড়িঘর ও রাস্তায় পরে। রাস্তায় গাছ পড়ে যাওয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে পড়েছে। একইভাবে বিদ্যুৎ পরিবাহী খুটি ভেঙে পড়ায় বৃহত্তর এলাকা হয়ে পড়েছে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন।

তবে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও মোট সাতটি চার চাকার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

'সুবুদ্ধিবিলাস' রাজশেখর বসু করকমলে....

শোভনলাল চক্রবর্তী

সৈয়দ মুজতবা আলি রাজশেখর বসুকে লেখা এক চিঠিতে মন্তব্য করেছিলেনত্ত ''আপনার সমস্ত পাণ্ডুলিপি যদি হারিয়ে যায় আমাকে বলবেন, আমি স্মৃতি থেকে সমস্ত লিখে দেব।'' তার গনের কেমন আকর্ষণ, এ থেকেই স্পষ্ট।

এমনিতে হাসির গল্প লেখার বিপদ আছে। পাঠক ভাবেন, হেসেই কাজ শেষ, অনেক সময়ই তলিয়ে দেখেন না। কিন্তু রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামের হাসির গল্পে সামাজিক মন থেকে ব্যক্তিমন সবই ধরা পড়েছে ভাষার জাদুতে। ''কিঞ্জলী'', ''হনুমানের স্বপ্ন, মানুষ জাতির কথা'', ''থুত্তরী মায়া'' ''কৃষ্ণকলি'', ''নীল তারা'', ''আনন্দীবাঈ'', ''চমৎকুমারী'' ইত্যাদি গল্পের ভিতরেই ছড়িয়ে আছে এমন হাজার 'ঐশ্বর্য। পাঠক জানেন, গল্পগুলো আস্বাদে কেমন আরাম -স্বস্তি।

প্রমথনাথ বিশী লিখছেন- ''শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'' গল্প প্রকাশিত হওয়া মাত্র (১৯২২) বাঙালির পাঠকের কান ও চোখ সজাগ হয়ে উঠল, এ আবার কে এল? (Curtain Raiser) হিসাবে গল্পটি অতুলনীয়। এক গল্পেই আসর মাত।

এর পরে আর পাঠকের উৎসাহে ভাটা পড়ার কোনো অবকাশ দেননি রাজশেখর, থুড়ি পরশুরাম। তখন তিনি এই নামে লেখেন। ৪২ বছর বয়সে প্রথম লেখা ছাপছেন, আর তাতেই হইচই ফেলে দিচ্ছেন বাঙালি পাঠক সমাজে। আগে কিছু লিখেছেন? বিজ্ঞাপন আর ক্যাটালগ ছাড়া কিছু নয়, অন্তত ছাপার জন্য নয়। কেন লিখছেন? প্রথম গল সম্পর্কে গড়ে ওঠে, আবার ডুবেও যায়। অসাধু ব্যবসায়ীদের সেই ব্যঙ্গচিত্র আঁকাই তাঁর উদ্দেশ্য। আর ছদ্মনামঃ? আসলে ''ভারতবর্ষ, পত্রিকার জন্য সম্পাদক জলধর সেন গল্প দিতে বলেছিলেন, স্বনাম ব্যবহারে আপত্তি ছিল রাজশেখরের, তাই এই ব্যবস্থা। সেদিন কোনও কারণে বাড়িতে তারাচাঁদপরশুরাম স্যাকরা এসেছিল। সেই নামটাই লেখায় বসিয়ে দেন। এর মধ্যে কোনো পৌরাণিক কটাক্ষ বা শ্লেষ নেই, এমনকী তা যে এর পরে স্থায়ী হতে পারে, তাও ভাবেননি। আসলে, সাহিত্যজগতে রাজশেখরের প্রবেশই হঠাৎ।

মনে রাখা দরকার, যে বয়সে অধিকাংশ লেখক মধ্যপর্বে পৌঁছে যান, সে বয়সে রাজশেখরের আত্মপ্রকাশ। পাঠকসমাজ তৈরি করা, তাদের রুচিতে অভ্যস্ত করানো, এটাই ট্র্যাডিশন। তা না, দুম করে মধ্যগগনে সূর্য উঠে পড়লে মুশকিল বইকি! অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের ''দুর্গেশনন্দিনী'' বা মধুসূদনের ''মেঘনাদবধ কাব্য''ও এমন আকস্মাৎই ছিল। তাদের মতো রাজশেখরও চমক হয়ে থেকে যাননি। এর পরে ''গড্ডালিকা, আর ''কজ্জলী'' বইলে লিখেছেন এগারোখানা গল্প। আর ধীরে ধীরে শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, চাটুজ্যে,লাটুবাবু,নাদু মল্লিকেরা বাঙালি জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ।

ওদিকে বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজও চলছে পুরোদমে। শ্রমিক ও কারিগরের সঙ্গে সানিধ্য ফুটে উঠেছে কলমে। মিশতেন। চমতকুমারী বইয়ে 'ভূষণ পাল' গল্পে সে প্রসঙ্গে আসছে। তবু ''বিচিন্তা প্রবনন্থে লিখছেন, তাকে মোটেওরসায়নিক সাহিত্যিক'' বলা চলে না। দুই কাজ এক সঙ্গে সামলালেও ওই সম্বোধনে ঘোর আগত্তি। আসলে ব্যক্তি স্রষ্টার পেরে সৃষ্টি নির্ভর করে, এমন মনেই করতেন না রাজশেখর। ''সাহিত্যিকের ব্রত'' প্রবন্ধে লিখছেন, ''লেখক নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী বা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী হতে পারেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে যোগবলের প্রভাব মানতে পারেন না সোভিয়েত তন্ত্রের একান্ত অনুরাগী হতে পারেন-লেখকের রচনায় তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উল্লেখ থাকত পারেন, কিন্তু রস-বিচারের সময় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না।''

এমনকি নিজেকে ''রসসাহিত্যিক'' বলতেও ঘোর আপত্তি ছিল রাজশেখরের। বলতেন ''রসসাহিত্যিক আবার কী; আমি কি হাড়িতে রস ফুটিয়ে তৈরি করি।'' উল্লেখ করতেই হয়, রানায় দারুণ আগ্রহ ছিল রাজশেখরের। চমৎকার আচার বানিয়ে বয়ামে বয়ামে সাজিয়ে রাখতেন। তবে চেনা রান্নায় রাজশেখরকে চেনা মুশকিল। তাঁর ''সিগনেচার'' আবিষ্কারে। হেঁসেলের সুবিধের জন্য বানিয়েছিলেন তরল মশলা। শিশিতে ভরে রেখে দিতেন, প্রয়োজন মতো কাজে লাগাতেন। এক্সপেরিমেন্ট করে বানিয়েছিলেন জিলিপির পুডিং আর কুমড়োর স্যান্ডউইচ। আরও অনেক খুঁটিনাটি কাজ জানতেন রাজশেখর। এক জীবনে এত কিছু শিখেছিলেন কি করে, সেটা অবশ্যই বিস্ময়ের। রাজশেখর নাকি নিজেকে জ্যাক অব অল ট্রেডস মাস্টার অব নান, বলতেন। কিন্তু আমরা জানি তিনিত্ত ''জ্যাক অব জ্যাক অব অল ট্রেডস মাস্টার অব ফিউ''। জানেন সব কিছু এবং পারেনও অনেক কিছু। কী কী পারতেন? গোনার জন্য তৈরি করেছিলেন অ্যাবাকাস। বই বাঁধাতে পারতেন,

কাজের জন্য ফাইল নিজেই বানিয়ে নিতেন। নিজে হাতে সেলাই করে নিতেন ক্যান্দিসের ব্যাগ। নিজের পোশাক নিজে কাচতেন। দাড়ি কামিয়ে ব্রেড রোদে দিতেন। যে সাদা তাতে অনেক পকেট থাকত, চশমা-পেনসিল-ইরেজার-ছুরি রাখার ব্যবস্থা।

এত কাজ করতে গেলে নিজেকে শৃঙ্খলিত করাও জরুরি। কঠিন নিয়মে জীবনযাপন বেঁধেছিলেন রাজশেখর। কোথাও বেড়াতে গেলে রেলের কামরায় রাজশেখরের করে দেওয়া ছক অনুযায়ী এক ভৃত্য সব জিনিসপত্র সাজিয়ে দিত। সঙ্গে থাকত ছোট মই, মেরামতির প্রয়োজন হলে নিজেই সারতেন। খুব খুঁতখুতে ছিলেন। দরজা-জানালার রং হত শুকনো পাতার মতো, চুনকামে নীল রং ব্যবহার করতেন নী ত্ত সংস্থার জন্য কাজ করে টিয়েছেন রাজশেখরের গল্প গড়ে।

একবার দ্বারভাঙা ঘুরে এসে চন্দ্রশেখর বসু বললেন, ''ফটিকের নাম ঠিক হয়ে গেছে।'' মহারাজ লক্ষীশ্বর সিংহবললেন, ''তোমার দ্বিতীয় ছেলের নামও একটা শেখর হবে নাকি?'' দ্বারভাঙার রাজা আশীর্বাদ করেছেন, তিনিই ছেলের শিরে আছেন, ছেলের নাম হল রাজশেখর। রাজশেখর দ্বারভাঙায় আসে সাত বছর বয়সে। ছ'বছরের বড় শশীশেখর তখন বাবার বাস্ক তেথকে ''বেগাম'' সিগারেট চুরি করে খায়। ভাই একটু বড় হতেই সে বলে, ''ওরে ফটিক, একটা সিগারেট টান দিকি, এতে ভারি মজা!'' রাজশেখরের অবশ্য বিশ্রী লাগল, একটু টেনেই ফেলে দিল। বৃদ্ধ বয়সে দিল্লিতে এক অপারশেনের সময় রাজশেখরকে অন্যমনস্ক করতে ডাক্তার সিগারেট খাওয়ার পরামর্শ দেওয়ায় তিনি বলেছিলেন, ''খাই না। ... আমার দাদা একবার লুকিয়ে খাইয়েছিল ছেলেবেলায়'' ডাক্তার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, হিউ অট টু হ্যাভ কন্টিনিউট ইট!'' প্রবল রোগাযন্ত্রণাতেও হো হোকরে সে কী হাসি! নেশা ছিল না, আট বছর বয়সে আফিম খাওয়ার পাটও চুকিয়ে দিয়েছিল। কারণ ঘৃণা। কলে ইঁদুর পড়লে মারত না, ছেড়ে দিত। দেখেশুনে কেউ বলেছিলেন, ছেলে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেবে। অনেক পরে আমিষ নিরামিষ প্রবন্ধে অঘোর দত্তের বয়ানে শোনা যায়, যদি জেরা কর কেন রুচি হয় না, তবে ঠিক উত্তর দিতে পারব না। হয়ত পাকযন্ত্রের গড়ন এমন যে আমিষ সয় না কিংবা পুষ্টির জন্য দরকার হয় না। হয়তো ছেলেবেলায় এমন পরিবেশে ছিলাম বা এমন কিছু দেখেছিলাম শুনেছিলাম বা পড়েছিলাম যার প্রভাব স্থায়ী হয়ে আছে।

জীবনের প্রথম সাত বছর মুঙ্গের জেলার খড়গপুরে কাটে রাজশেখরের। ১৮৮৮ সালে দ্বারভাঙা আসার পরে রাজ স্কুলে ভর্তি হন, ১৮৯৫-এ এন্ট্রান্স পাশ। সেই স্কুলে তখন তিনিই একমাত্র বাঙালি ছাত্র। ১৮৯৫ থেকে '১৭ দু'বছর পাটনা কলেজে ফার্ট আর্টস পড়েন। এবার বাঙালি সহপাঠীর সংখ্যা জনাদশেক। লেখাপড়ার সঙ্গে কিছু সাহিত্য-আলোচনারও সূত্রপাত ঘটল। ১৮৯৭-এ কলকাতা এসে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হলেন, দু'বছর পরে কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্সে সেকেন্ড ক্লাস অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করলেন। পরের বছর কেমিস্ট্রিতে এম এ পরীক্ষায় ফার্স্ট হলেন। এর পরে আবার বিএল পড়া। কিন্তু মাত্র তিন দিন আদালতে গিয়েই মোহভঙ্গ। জীবনের মোড় বদলাল ১৯০৩ সালে আচার্য প্রযুললচনর রায়ের সঙ্গে আলাপে। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের রসায়নবিদ বা কেমিস্টের পদে যোগ দিলেন রাজশেখর। তিন বরের মধ্যে সংস্থার সর্বময় কর্তা হয়ে বসলেন। ১৯৩২ সালে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত সংস্থার জন্য প্রাণপাত করে কাজ করলেন। ভগ্রসস্থর কারণে অবকর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাই টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসর হিসেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংস্থার জন্য কাজ করে গিয়েছেন। রাজশেখরে গল্প পড়ে প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন, ''এই বুড়ো বয়সে তোমার গল্প পড়িয়া হাসিতে হাসিতে ৫৭০০৫ হইয়াছি।'' সাহিত্যে হাসি ঝরলেও ব্যক্তিগত জীবন আমোদ-আহদে কাটত না তার। ১৯৩৪ সালে রাজশেখরের জীবনে সম্ভবত বড় দুর্ঘটনাটি ঘটে যায়। ১৭ এপ্রিল কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মেয়ে ও জামাইয়ের মৃত্যু হয়। মনের ভিতরে গভীর আঘাত পেয়েছিলেন রাজশেখর, বাইরে তার প্রকাশ প্রকট ছিল না। উঠিয়া রথে বসে সীমন্তিনী/ বিদ্যুৎপ্রতিমা সম। শিরে হানি'' কর/ বলে যম- কী করিলে কী করিলে দেবী!/ নামো নামো এ রথ তোমার তরে নয়।'' এই ঘটনার আট বছর পর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ঘটনার পরে সমবেদনা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন চারুচনদ্র উাচার্য। বেদনাহত রাজশেখরের প্রত্যুত্তর ''মন বলছে, নিদারুণ দুঃখ, চারিদিকে অসংখ্য চিহ্ন ছড়ানো, তার মধ্যে বাস করে স্থির থাকা যায় না। বুদ্ধি বলছে, শুধু কয়েক বছর আগে পিছে... এবারে শোক সেজন্য মনে হয় এই অন্তিম বয়সেও সামলাতে পারব।'' চিঠির শেষে গীতার বাণীও জুড়ে দিয়েছেন, যার সারমর্ম দুগে তিনি উদগ্ন হন না, বিষয়সুখে নিস্পৃহ থাকেন, যার রাগ-ভয়-ক্রোধ নিবৃত্ত হয়েছে, সেই মননশীল পুরুষই স্থিতপ্রজ্ঞ।

দশ রকম বিপদের ভিতরেও দশ হাতে কাজ করে গিয়েছেন রাজশেখর। তিনি সত্যিকারের এক স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ। তাই হয়ত খুব নীরবে কাজ করার ক্ষমতা ছিল রাজশেখরের। তার জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত হল এমন এক কাণ্ডের ইতিবৃত্ত, যা এত কাল কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। অরবিন্দ ঘোষ, বারীণ ঘোষের নেতৃত্বে মানিকতলা বোমা মামলার ঘটনায় বোমার ফরুলা এবং যাবতীয় মালমশলা সরবরাহ করতেন রাজশেখর। ধরা পড়লে সোজা সেলুলার জেল, তবু নির্ভয়ে কাজ করে গিয়েছেন। এবং নীরবে। কাউকে না জানিয়েও যে দেশেশ কাজে ব্রতী হওয়া যায়, নাতনি আশা সে খবর দূরদর্শনে প্রকাশ না করলে কেউ কখনও জানতে পারত না। ১৪ নম্বর পার্শিবাগান লেন ছিল বসু ভাইদের পৈতৃক বাড়ি। সেখানে এক বিরাট আড্ডা বসত, মধ্যমণি মেজভাই রাজশেখর। মজলিশ প্রত্যেক দিনই গমগম করে উঠত। কত নামকরা ডাক্তার, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, ইতিহাসবিদ সেখানে আসতেন। যদুনাথ সরকার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দপাধ্যায়ের মতো মানুষেরা হাজির হতেন। মজলিশে চা, দাবা, তাসেরসঙ্গে চলত মনঃস্তত বিজ্ঞান, শিল্প, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। আড্ডার একটা নামও ছিল- ''উৎকেন্দ্র সমিতি''। প্রথমে একটা ইংরাজি নাম ছিল, পরে তা বদলে নাম দেন রাজশেখর। রবীন্দ্রনাথের যেমন তেমনই ''উৎকেন্দ্র সমিতি রাজশেখর এখানে প্রাণ খুলে ককা বলার সুযোগ পেতেন, আবার লেখার প্রচুর রসদ সংগ্রহ করতেন এখান থেকেই। পরশুরামের গল্পেও এর উল্লেখ পাই-ত্ত '' বিরিঞ্চিবাবা'' গল্পের চৌদ্দ নম্বর হাবশীবাগান লেন। ১৬ মার্চ ১৯৬০। সম্ভবত জীবনের একমাত্র সাক্ষাৎকারটি দিয়েছিলেন রাজশেখর বসু। ৮০ বছরের জন্মদিনের ঠিক দু'দিন আগে। তখন তিনি সাবধানী। ক্ষোভ, অনুযোগ কিংবা বিতর্কমূলক কোনো প্রসঙ্গ আসতেই বলেছিলেন, এসব কথা টুকবেন না। এসব কথা শুধু আপনার এবং আমার মধ্যে। এখন এই বয়সে, আমি আমার বন্ধুদের কাউকেই ক্ষুণ করতে চাই না।'' তাই হয়ত এমন বিপুল বৈচিত্রযমর জীবন কাটিয়েও, একাধানের রসায়নবিদ ও রসসাহিত্যিক হওয়া সত্বেও, কোনো স্মৃতিকথা বা জীবনচরিত লেখেননি। শেষ বয়সে, ১০ জানুয়ারি ১৯৬০, এক সংবর্ধনাসভায় রাজশেখর বলেন-''আসলে আমি আধা মিস্ত্রী, আধা কেরানী। অভিধান মহাভারত অনুবাদ কেরানীর কাজ।'' আর নিজের গল্প লেখা কী ভাবে হল সে সব কাজ? চলিতভাষা ব্যবহার করে এবং নানা জটিলতা ও দুরূহতা পরিহার করে রামায়ণ কাহিনিকে তিনি যেন প্রায় উপন্যাসের মতো আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। তিন বছর পরে হাত দেন আরও দুরূহ মহাভারত অনুবাদের কাজ। বিপুলায়তন পুরাণ-কাব্যের নির্যাস অটুট রেখে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন রাজশেখর। অন্যদিকে বাংলা বানানের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে একটি অভিধান তৈরি করার জন্য ভাষা-উৎসাহী ও ভাষাপ্রা রাজশেখরকে অনুরোধ করেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। একা এ কাজ সম্ভব নয়, তাই সহযোগী হন সুরেশচন্দমজুমদার ও শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। যে সমস্ত শব্দের একাধিক বানান আছে, তার তালিকা তৈরি করেন। বানান নির্বাচনের মতামত চেয়ে তালিকা পাঠিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যোগেশ বিদ্যানিধি, প্রমথ চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাসরীর কাছে। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় ''চলন্তিকা'' প্রথম মুদ্রণে শব্দের তালিকা ২৬,০০০, পরে ৩০,০০০। সব সময়ে ব্যবহারের উপযোগী এইত্ত অভিধান বাঙালির ঘরে ঘরে শোভা পেতে লাগল। স্বীকৃতি এর রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেত্ত ''এতদিন পরে বাঙলা ভাষার অভিধান পাওয়া গল।'' বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দেওয়ার পরে নিজের এই আগ্রহকে খুব কার্যকরীভাবে ব্যবহার করেছিলেন রসায়নবিদ রাজশেখর। তাতে রসায়নের কী উপকার হয়েছিল, সে হিসাব বিজ্ঞানীরা করবেন। কিন্তু বাংলা ভাষার যে দুর্দান্ত একটা লাভ হয়েছিল, এ নিয়ে সন্দেহ নেই।

তৎসম, তত্তব, ইংরেজি ও বাংলা মিশিয়ে জিনিসের নিত্যনতুন নামকরণ করতেন তিনি। ''কীটনাশক পদার্থ'' হল মারকীট?, ''সুগন্ধ-সার'' বা এসেন্স হল ''কনসেন্ট'', ডায়াবেটিসের ওষুধ' হল ''ডায়াবিনল'', ''কাশির ওষুধ'' হল ''কাসাবিন'', স্নায়ুসিন্ধকারী ওষুধ' হল ''কোয়াটিন'' ''আইওডিন প্রলেপ বা মলম'' হল ''আইডোলেপ'' ''বোরিক মলম? হল ''বোরালেপ'। এরকম অসংখ্য ওষুধ, রাসায়নিক ও প্রসাধনী শুধু কাজের গুণে নয়, নামের গুণেও জনপ্রিয় হয়। এগুলি যখন বিজ্ঞাপন হিসেবে পত্রিকার পাতায় বেরত, তখন সেই বয়ানও নিজে হাতে লিখতেন রাজশেখর। অফিসের খাতায় সইও করতেন বাংলায়। ডেসপ্যাচ স্লিপাকে লিখতেন ''যা-পত্র'' ''ভিজিটিং অর্ডার স্লিপাকে দ্র. পত্র। রাজশেখরের কৃতিত্ব, অসংখ্য পরিভাষা সৃষ্টি করা। তবে তাঁর নিজের জন্যও একটি নাম জুটেছিল, সৌজন্যে সুনীতিকুমার-ত্ত ''সুবুদ্ধিবিলাস''। সুরুচি, শৃঙ্খলা আর বুদ্ধির এক আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছিল এই মানুষটির মধ্যে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ঋতুরাজ বসন্তকে খোলা চিঠি

কাঞ্চন বসু

প্রিয় বসন্ত, ঘড়ির কাঁটার মতো চলতে চলতে সময়ের গণ্ডিতে যখন থেমে গেলাম তখন তুমি ডাকলে তোমার কুহু কুহু রবে। কী করে বরণ করি তোময়। শূন্যের বৃত্তে আমি এখন আবর্তিত হই। ভেসে বেড়াই কালো মেঘের সারথি হয়ে। তুমি হয়ত জানো না, পঞ্চাশ বছর ধরে আমি অপেক্ষায় থেকেছি তোমার জন্য। অথচ, এত বছর পর যখন তুনি এলে তখন আমার ক্ষীণদৃষ্টি। এলে আমার কপালের ভাঁজে। এলে আমার ভগ্ন হৃদয়ে। কোথায় রাখব তোমায় বল? তুমি হয়ত জানো না, আমি ক্ষণে ক্ষণে ডুবে যাই ঢেউহীন নদীর কান্নার নোনাজলে। যেখানে মাছেরাও আসে না প্রজননের বেলায়-অবেলায়।

জীবনের ক্যানভাসে সাতরঙে সাজিয়েছিলাম একসময় তোমাকে। সায়রে কল্লোলে ভাসতাম তোমাকে নিয়ে। শরতের পেঁজা তুলোর মতো মেঘে নাও ভাসাতাম। গোধুলি আবিরে রাঙিয়ে যেত মন। কাশফুলের পরশে পরশে আঁকতাম তোমায় দু'চোখে মাখতাম প্রেমের অঞ্জন। প্রেমের আগুনে তুষের মতো পুড়তাম নিজে। সে কী ভালো লাগা। কী শিহরণ। আজ যখন এত বছর পর এলে আমার কাছে তখন তোমায় আর কী শোনাই বলো। তুব্যও তুমি নাছোড়। শুনতে চাও আমার কথা। তবে, আজ আমি তোমাকে শোনাবো আমার কথা। পারবে তো তুমি সইতে।

ঘাসের মতো পায়ের আঘাত আমাকে সহ্য করতে হয় প্রতিনিয়ত। বুকের উপর পথ করে হেঁটে চলে পথিকেরা। আমার ইচ্ছেগুলো দলি হয় তাঁদের পায়ের চাপে। একটু একটু করে আঘাতে আঘাতে সঙ্কুচিত করে আমার রক্তপ্রবাহ। হাত পোড়া, পা পোড়া, সেই পোড়ানো তাপে আমার হৃদয় রাখি। হৃদয় পোড়া সুগন্ধী মাখি প্রতিদিন। তুমি কি শুনেছ? কচি সবুজ পাতার আড়ালে ঝারা পাতার কান্না? দেখছ কি? সবুজ শিকড়েণ গভীরতা? প্রৌঢ়ত্তেবর বিগলিত আঁখিতে শ্রাবণের বারিধারা? শিশিরে ঝরে যাওয়া শিউলির কান্না? তুমি কি শুনতে পাও ঝরা পাতার মর্মর শব্দে ভাঙনের সুর?

ভৌতিক সুরে হুতো প্যাঁচা কাঁদে গ্রেনেড হামলায়। বৈষয়িক চাহিদার নগ্ন হাত আমার মনুষ্যত্বকে হরণ খরেছে। শহরের নিয়ন আলোয় তরুণ-তরুণীরা পান করছে সুরা। চোখে -মুখে তেজ নেই। থাঁদের রক্তে বারুদ ফোঁটে না। যোনি ছেঁড়া রক্তে পরিতৃপ্ত দু'পাওয়ালা অমানুষের দল। ধর্মের চাদরে ঢেকে যায় বিজ্ঞানের আলো। আমার ঈশ্বর বকধার্মিকদের পদতলে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হয়। ঈশ্বরও পালিয়ে ভেড়ায় ইউক্রেনের গর্ভবতী নারী ও শিশুদের মতো। কাচের মতো ভাঙছে পরিবার, ধর্মষ বর্ণ, গোত্র, সমাজ, রাষ্ট্র। ভাঙছে বিশ্ব নিকিল। সেখানে তুমি আর আমি কি করতে পারি বেলো। কিছু কিছু দুঃখ আছে, যা সাগরের মতো প্রাণবন্ত দেওয়ালে পেরেক পোঁতার মতো বিদ্ধ হয়ে থাকে জীবনের মসৃণ দেওয়ালে। যেটা দেখলে আঁতকে উঠি মুহূমুহূ। বিশ্বনিখিল পান করছে কার্বন, নিকোটিনের বিষ। জলোচ্ছ্বাসের মতো ফুঁসে উঠছে মৃত্যুর নগরা। রাশিয়া, ইউক্রেনের নির্লজ্জ আগ্রাসনে বইছে মৃত্যুর ঢেউ। সভ্যতার আণালে ভিতর-বাহির পড়ুছে চিতার আগুনে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধাহত সময় সৈনিক, নিরীহ মানুষ। দেখো, সাগরের জলরাশি খণ্ড খণ্ড তামায় পরিণথ হয়েছে পারমাণবিক বিস্ফোরণে।

তোমার শরীরেও এখন লাশপোড়া গন্ধ। সারা বিশ্বের আখাস বারুদের কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্তনাদ-বেদানার সুর হয়ে ভাসছে বাতাসে। নীড়হারা পাখিরা ঘুরতে ঘুরতে আছড়ে পড়ে পোড়ামাটিতে।

তবুও আমি বেঁচে আছি, তোমার অপেক্ষায়। তুমি কী জানো, সংসারগুলোতে এখন প্রতিনিয়ত চলছে ভাঙানের হোলিখেলা। ভাঙছে পরিবার, ভাঙছে সম্পর্কষ হৃদয়ের টান আর নেই। প্রেমে নেই চুম্বকের আকার্ষণ শক্তি। আছে বিস্ফোরণ। প্রেমে এখন হেমলকের বিষ। এখন কারও অপেক্ষায় ভেজে না শাড়ির আঁচল। হাড়াভাঙা খাঁটুনি রোগে ভোগা স্ত্রীকে ছুঁড়ে ফেলা হয় নির্জন গৃহকোণে। প্রেমিক এখন খুঁজে বেড়ায় অভিনব প্রেমিকার মিলনের ঘর্মান্ত শরীরের গন্ধ। ক্ষুধার্ত নিশিগন্ধা ছুটে বেড়ায় রাতের আঁধের। ধর্ষিতা শিশু নারীর যোনির রক্তে ভিজে আমার গেরুয়া সবুজ পতাকা। তাই তো বসুমতী খেন প্রতিদিন জন্ম দেয় হাজারো অবাঞ্ছিত সন্তান। ভেবেছিলাম বিবেক, মনুষ্যত্ব, মূল্যাবোধের জায়গা মানুষ ঘটনের করাখানার এককোণে হয়ত তোমাকে একটু ঠাঁই করে দিতে পারব। তাই চৈত্রের খরায় উত্তপ্ত পথ মাড়িয়ে ঘুরেছিলাম দুয়ারে দুয়ারে। পায়ের তলার বড় বড় ফোস্কাগুলির জ্বালা-যন্ত্রণা সয়েছিলাম নীরবে। কিন্তু দেখলাম সমাজ তৈরির কারিগর বিবেকরা মেরুদণ্ড ভেঙে মুক তুবড়ে পড়ে আছে সরীসৃপদের মতো। নিউরণগুলি নষ্ট হয়ে গেছে অনেক আগেই। ক্যালাসিয়ামের অভাবে দু'একজনের ক্ষয়ে যাওয়া মেরুদণ্ড নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে চলেছে। তুমি শুনে বিস্মিত হবে, প্রাসাদময় বাড়িগুলোও এখন আমাকে দেখে বিদ্রুপের হাসি হাসে।

তুমি কি জানো, মাঝে মাঝে আমার কী মনে হয়? মনে হয় এই কলুষিত পৃথিবী ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন করে গড়ি। আমার আত্মর অন্তর্ভেদী আর্তনাদে প্রকম্পিত হয় আকাশ-বাতাস। আবার থমকে যায়। নান না জানা প্রাণীগুলো পদতলে পিষ্ট হওয়ার ভয়ে। জানি না, কী করব। আমি জানি আমার এই চিঠি পড়তে পড়তে তুমি হয়ত অধৈর্য্যে হয়ে পড়বে। তাই তোমার ধৈর্য্যের বিচ্যুতি ঘটাতে আর চাই না। তবুও বলি, হে ঋতুরাজ, আজও ভালোবাসি তোমায়। ভালোবাসব তোমায় আজীবন। জীবন প্রদীপটা যদি হঠাৎ করে নিভে না যায়। তোমায় নিয়ে আবার সাজাবো প্রেমের বাসর। আমি স্বপ্ন দেখি একটু আশায়, একটু ভালোবাসায়। ভরাতে চাই ভালোবাসার ফুলের বাগান যেখানে তোমার আমার ভালোবাসার বাগানে পাখির ডাকে ভরে উঠবে। সবুজে সবুজে নতুন করে একটি সুন্দর পৃথিবী। ফসলের হাসিতে হাসবে বিস্তৃত সবুজ মাঠ। কৃষক-শ্রমিক হাসবে নতুন সুর্যোদয়ে। তুমি অপেক্ষায় থেকো।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় পকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

১৩ নং ত্রিপুরা এনসিসি ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে উত্তর জেলার শহিদ জওয়ানের পরিবারের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হয়। মূলত এনসিসির উদ্যোগে 'শহিদো কো শত শত নমন" কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

রমেশ স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কান্তি কুমার চক্রবর্তী প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ এপ্রিল।। দীর্ঘ দুবছর কিডনি জনিত সমস্যায় রোগ ভোগের পর আজ রাত্রি আনুমানিক নয়টায় উদয়পুরের রমেশ স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কান্তি কুমার চক্রবর্তী পরলোক গমন করেন। কিডনি জনিত সমস্যার ফলে গত কিছুদিন ধরে কান্তি কুমার চক্রবর্তীর অবস্থা খারাপ ছিলো। শেষ মুহূর্তে একদিন পর পর ডায়ালিসিস করতে হতো। অবশেষে আজ ওনার অবস্থা বেগতিক খারাপ হওয়ায় প্রথমে উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উনাকে আগরতলা জি বি হাসপাতালে রেফার করেন।

আগরতলা জি বি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে আই এল এস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ রাত্রি আনুমানিক নয়টায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। উনি ছিলেন চির কুমার। বিয়ে সাধী করেননি। রমেশ স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের মৃত্যু সংবাদে গোটা উদয়পুর মহকুমা শোকের ছায়া নেমে এসেছে উনার মৃত্যুতে রাজ্য একজন নাট্য ব্যক্তিত্ব, সুশিক্ষক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে হারালো। উদয়পুরের প্রতিভাবান নাট্য ব্যক্তিত্বরা হারালো একজন নাট্য অভিভাবককে। ওনার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে উদয় পুর পুরপরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার গভীর শোক ব্যক্ত করেন ও পরিবার পরিজনদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। আগামী কাল ওনার নিথর দেহ উদয়পুরের ভাণ্ডার পাড় এলাকায় ওনার নিজ বাড়িতে আনা হবে। গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গুয়াহাটি পুর নিগমের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী বিজেপি মনোনীত তিন প্রার্থী

গুয়াহাটি, ৫ এপ্রিল (হি.স.) : ৬০ আসনের গুয়াহাটি পুর নিগমের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন ৫, ৬ এবং ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী যথাক্রমে সঞ্জয় দাস, সুতপা সরকার এবং স্মিতা রায়।। বিজয়ী তিনজনকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

আগামী ২২ এপ্রিল সকাল ৭.৩০ থেকে বিকেল ৪.৩০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ভোটগ্রহণ। ভোটের গণনা ও ফলাফল ঘোষণা হবে ২৪ এপ্রিল। প্রসঙ্গত, এর আগে ১৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণের দিন ধার্য করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অলোক কুমার। কিন্তু অসমের প্রধান উৎসব রঙালি বিহুর পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি, অগপ এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভোটের ওই দিন পরিবর্তন করতে আর্জি জানানো হয়েছিল। ওই আর্জির ভিত্তিতে পরবর্তীতে ২২ এপ্রিল ভোট এবং ২৪ এপ্রিল গণনা বলে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশন দফতর সূত্রের খবর, এবার গুয়াহাটি পুর নিগম নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮২৯। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩,৯৬,৮৯১, মহিলা ভোটার ৩,৯৯,৯১১ এবং তৃতীয় লিঙ্গে ভোটার ২৭ জন। ভোটকেন্দ্র থাকবে ৭৮৯টি। এবার ভোটাররা ভোট দেবেন ইভিএমে। কোভিডের নির্দেশিকা মেনে ভোটদান এবং গণনা অনুষ্ঠিত হবে। রাত ৯.০০টা থেকে পরেরদিন সকাল ৬.০০ পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় রাজনৈতিক দলের ৩০ জন নেতা প্রচার অভিযান চালাতে পারবেন। এদিকে গুয়াহাটি পুর নিগমের নির্বাচনে ৫০ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তফশিলি জাতির জন্য চারটি ওয়ার্ড সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ৬ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড মহিলা এবং ১৯ ও ৩১ নম্বর ওয়ার্ড পুরুষের জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া তফশিলি জনজাতির জন্য তিনটি ওয়ার্ড সংরক্ষণ করা হয়েছে। এগুলি পুরুষের জন্য ২৭ এবং মহিলাদের জন্য ২৩ ও ৫১ নম্বর ওয়ার্ড সংরক্ষিত থাকবে।

বিভিন্ন দল ও নির্দলীয় ২১২ জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২০৮ জনের মনোনয়ন বৈধ বলে গণ্য করে বাকি চারজনের মনোনয়ন নাকচ করা হয়েছে। বাতিল প্রার্থীরা যথাক্রমে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দলীয় প্রার্থী মধুমিতা চক্রবর্তী জানা, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী দীপক প্রসাদ, ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী অসম জাতীয় পরিষদের পিঙ্কি বরপূজারি এবং ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রার্থী কামাখ্যা পান্ডে।

করিমগঞ্জ সহ বরাকের তিন জেলায় নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের কৃত্রিম সংকট

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ সহ বরাকের তিন জেলায় নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের কৃত্রিম সংকট দেখা দিয়েছে। করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুল যাদব (আইএএস) বলছেন, জেলায় স্ট্যাম্পের কোনও অভাব নেই। অথচ সরকার অনুমোদিত ভেন্ডারদের কাছে প্রয়োজন মতো স্টাম্প মিলছে না। তবে স্ট্যাম্পের নির্ধারিত মূল্যের চাইতে অধিক মূল্যেন দিলে অনায়াসে কালোবাজারে নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প মিলছে। করিমগঞ্জে অসাধু ভেন্ডাররা কালোবাজারে স্টাম্প বেশি দামে বিক্রি করছেন বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। একশো টাকার স্ট্যাম্প দেড়শো থেকে দুশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কার্য সম্পাদনের জন্য সাধারণ জনগণ বাধ্য হয়ে দ্বিগুণ দামে স্টাম্প ক্রয় করছেন। অভিযোগ জানানোর কোনও জায়গা নেই বলে ভুক্তভোগীরা আক্ষেপ প্রকাশ করছেন।এদিকে খোদ জেলাশাসক বলছেন, স্ট্যাম্পের অভাব নেই। আর অন্যদিকে জেলা ট্রেজারি আধিকারিক বলছেন সাপ্লাই কম থাকায় স্ট্যাম্প বেশি করে ভেন্ডারদের দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। জেলাশাসক এবং ট্রেজারি আধিকারিকের কথায় কোনও মিল নেই। এ নিয়ে জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র জেলাব্যাপী তীব্র ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে।

ইন্ডিয়ান স্টাফ অ্যাক্ট (আসাম অ্যামেন্ডমেন্ট) ২০২১- এর পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের রীতিমতো মাথায় হাত উঠেছে। নতুন সংশোধিত আইন অনুসারে এখন থেকে ১৫ কিংবা ২০ টাকার নন জুড়িশিয়াল স্ট্যাম্প দিয়ে আদালতে অ্যাফিডেভিট করা বেআইনি এবং এ ধরনের মূল্যের স্ট্যাম্পে অ্যাফিডেভিট করা হলে অ্যাফিডেভিটটি মূল্যহীন হয়ে পড়বে। রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে গ্যাজেট নোটিফিকেশন জারি করে আসাম স্ট্যাম্প অ্যাক্ট সংশোধন করার কথা ঘোষণা করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে নন জুড়িশিয়াল স্ট্যাম্পের মূল্যমান নির্ধারিত করে ব্যবহার করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে নোটিফিকেশন। যার ফলে অক্টোবর মাস থেকে আইনটি লাগু হয়েছে। এই নতুন সংশোধনী আইন শুধু অসমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ফিশারি থেকে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা পাথারকান্দির আদমটিলায়

পাথারকান্দি (অসম), ৫ এপ্রিল (হি.স.) : সুবিচারের প্রত্যাশা নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েও উপযুক্ত বিচার পেলেন না এক মৎস্য চাষি। উল্টে বিবাদী পক্ষকে পরোক্ষ ভাবে সহায় করে তাদেরকে দিয়ে ফিশারি থেকে মাছ ধরিয়ে নিতে সহায়তা করেছেন জনৈক পুলিশ কর্তা। এই অভিযোগের ভিত্তিতে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে পাথারকান্দির আদমটিলায়।

এ ঘটনায় ফের ১৩ জনের বিরুদ্ধে পাথারকান্দি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ফিশারি মালিক আব্দুল জলিল। মঙ্গলবার থানায় প্রদত্ত এফআইআরে তিনি লিখেছেন, দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর ধরে আদমটিলার মোহনগুল এলাকায় তাঁর মালিকানাধীন দুটি মাছ চাষের ফিশারি রয়েছে। এগুলোতে তিনি যথারীতি মাছও চাষ করে আসছেন। কিন্তু চার বছর আগে ফিশারির মালিকানা নিয়ে পড়শি গ্রামের কয়জনের সাথে তার ঝগড়া বিবাদ হয়। তখন এ ব্যাপারে অনুষ্ঠিত হয় সালিশি সভা। সালিশি সভায় ডেমারক্যাশন না হওয়া পর্যন্ত উভয় পক্ষকে ফিশারিতে নামতে বারণ করা হয়।

কিন্তু গত শুক্রবার বাড়ুয়াইল গ্রামের ১৩ থেকে ২০ জন লোক প্রকাশ্য দিবালোকে হাতে লাঠিসোটা সহ ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার একটি ফিশারির বাঁধ কেটে জল বের করে দেয়। এতে বাধা দিতে চাইলে তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দেন পড়শি গ্রামের লোকেরা। পরে বিষয়টি তিনি কলকলিঘাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সুশীল সিনহাকে অবগত করেন। পুলিশ কর্তা তদন্তের নামে তাঁর কাছ থেকে নগদ দুহাজার টাকা নিলেও পরের দিন এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের পরিবর্তে ওই পুলিশ কর্তা দলবল নিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত থেকে বিবাদি পক্ষকে পরোক্ষ মদত করায় তাঁরা দলবদ্ধভাবে ফিশারির সব মাছ ধরে নিয়ে যায়। এদিকে ঘটনার তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও বিষয়টির কোনও সুরাহা না হওয়ায় আজ মঙ্গলবার ফের একবার সুবিচারের আশায় পাথারকান্দি থানার ওসির কাছে লিখিত নালিশ জানান আব্দুল জলিল। এতে তিনি ১৩ জনকে দায়ী করে প্রায় সাত লক্ষ টাকার মাছ চুরি করার অভিযোগ করেছেন।অন্যদিকে দু হাজার টাকা উৎকোচ নেওয়ার বিষয়ে পুলিশ কর্তা সুশীল সিনহাকে প্রশ্ন করলে তিনি অভিযোগটি সর্ববৈ মিথ্যা ও ভিত্তিহিন বলে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন।

বরপেটার সত্র-নামঘরে চুরি, পুলিশের জালে তিন চোর

বরপেটা (অসম), ৫ এপ্রিল (হি.স.) : নিম্ন অসমের বরপেটার সত্র ও নামঘরে চুরির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ভগবান মজুমদার নামের কুখ্যাত এক চোরকে জালে তুলেছে পুলিশ। তার সঙ্গে পাকড়াও করা হয়েছে সামাদ উদ্দিন এবং রুহুল আহমেদ নামের আরও দুই চোরকে। তাদের ঘরে হানা দিয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছে মন্দিরের বহু চুরি সামগ্রী।

নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাতে বরপেটা সদর থানার পুলিশ শহরের গণককুচিতে নিজের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে সত্র ও নামঘরে সংগঠিত চৌর্যকার্যে জড়িত মূল অভিযুক্ত ভগবান মজুমদারকে। তার ঘর থেকে চিনপরা ভিটিথান থেকে চুরি যাওয়া পিতলের কড়াই, চালনি ইত্যাদি সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশের অভিযানকারীরা। কেবল তা-ই নয়, ভগবান মজুমদারের ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তালা ভাঙার সরঞ্জাম। প্রসঙ্গত, বরপেটা সত্রের মূল প্রবেশদ্বারে দারোয়ান হিসেবে কর্মরত ছিল ভগবান মজুমদার।

এদিকে ভগবান মজুমদারের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তার দুই সহযোগী গহেরপাম গ্রামের সামাদ উদ্দিন এবং গান্ধীনগরের রুহুল আহমেদকেও তাদের ঘর থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ধৃত সামাদ উদ্দিন চুরির কাঁসার পাত্র, পিতলের বহু সামগ্রী সর্থেবাড়িতে নিয়ে বিক্রি করেছে বলে সন্দেহ করছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত গত কয়েকদিন ধরে বরপেটা শহর ও সংলগ্ন এলাকায় একের পর সত্রে চুরির ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। এতে চোরের দল এলাকাবাসীদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি করেছিল। সম্প্রতি সত্রনগরী বরপেটা শহরের সত্র-নামঘরে চুরির ঘটনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

এমন-কি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত সৃষ্টিকারী কার্যের বিরুদ্ধে বরপেটা সত্র প্রাঙ্গণে আগামীকাল ৬ এপ্রিল দু-ঘণ্টার বিক্ষোভ-অবস্থান কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল। এদিকে সত্রের পূর্ববর্তী দারোয়ান ভগবান মজুমদার চুরির সঙ্গে জড়িত খবরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে বরপেটায়।

জিএসটি রিটার্নের নামে কোটি কোটি টাকার প্রতারণা পলাতক দেবাশিস সাহার বিরুদ্ধে হাফলং থানায় এজাহার

হাফলং (অসম), ৫ এপ্রিল (হি.স.) : জিএসটি-র নামে কোটি কোটি টাকার প্রতারণা করে হাফলং থেকে পলাতক দেবাশিস সাহার বিরুদ্ধে হাফলং থানায় এজাহার দাখিল করেছেন ভুক্তভোগীরা। দীর্ঘদিন থেকে জিএসটি ট্যাক্স রিটার্নের নামে জালিয়াতি করে আসছিল দেবাশিস সাহা নামের ওই ব্যক্তি। ডিমা হাসাও জেলার বেশ কিছু ঠিকাদারের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছিল জিএসটি রিটার্নের নামে। কিন্তু গ্রাহকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে সেগুলি সরকারের কাছে জমা করেনি দেবাশিস।

দীর্ঘদিন থেকে দেবাশিস সাহা এভাবে ট্যাক্স রিটার্নের নামে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিল। কিন্তু এই জালিয়াতি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যে আসে তখন, যখন বেশ কয়েকজন ঠিকাদার দেখেন তাঁদের জিএসটি-র টাকা সরকারের খাতায় জমা পড়েনি। ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় হাফলং শহরে দেবাশিস সাহার এসডি অ্যাসোসিয়েট নামের প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ঠিকাদাররা উত্তপ্ত করে তুলেছিলেন। খবর পেয়ে হাফলং থানার ওসি দেবাশিস সাহার প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তাকে থানায় নিয়ে আসেন।

কিন্তু যাদের সঙ্গে জিএসটি রিটার্নের নামে প্রতারণা হয়েছে সেই সব ঠিকাদার তাদের টাকা ফিরিয়ে পাবার আশায় হাফলং থানায় কোনও এজাহার না দিয়ে দেবাশিসের সঙ্গে এক সমঝোতা করেন।

দেবাশিস ওই সব ঠিকাদারকে এক মাসের মধ্যে তাদের টাকা ফিরিয়ে দেবে বলে স্টাম্প পেপারে স্বাক্ষর করে।এর মধ্যে দেবাশিস সাহা গত ৭ মার্চ রাতে পরিবার সহ হাফলং ছেড়ে পালিয়ে যায়। তার পর ঠিকাদাররা দেবাশিসের খোঁজে অনেক দৌড়ঝাঁপ করেও কোনও সন্ধান বের করতে পারেনি। তাই বাধ্য হয়ে সোমবার ওই সব ঠিকাদার হাফলং থানায় দেবাশিস সাহার বিরুদ্ধে এক এজাহার দাখিল করেছেন। এজাহারের ভিত্তিতে হাফলং পুলিশ দেবাশিসের বিরুদ্ধে ২১/২২ নম্বরে আইপিসির ৪২০ ধারায় মামলা রুজু করেছে মঙ্গলবার।

উমর খালিদের বাঙালি প্রেয়সী বনজ্যোৎস্নার ঘটনায় সচেতন করলেন তথাগত রায়

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : তিহাড় জেলে বন্দি উমর খালিদের বাঙালি প্রেয়সী বনজ্যোৎস্নার ঘটনায় সচেতন করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

মুম্বাইয়ের বাসিন্দা রিতার টুইট মঙ্গলবার রিটুইট করেছেন তথাগত রায়। তাতে লেখা, "এতো লাভ জিহাদ মনে হচ্ছে বাবা মাএর দুর্ভাগ্য পড়তে পাঠিয়েছিলেন জেএনইউ-তে, তো প্রেম করার জন্য জিহাদী মিললো যদিও এই জিহাদীর জেলের বাইরে আসার সম্ভাবনা কম তাহলে মেয়েটা সুটকেসে বন্ধ হয়ে মৃত অবস্থায় নর্দমায় পড়ে থাকার সম্ভাবনাও কম।"তথাগতবাবু টুইটারে লিখেছেন, ''আবার বলছি। এইজন্যেই ছোট্ট মেয়েদের বাবা-মাদের বলি, তিন বছর বয়স থেকে ওদের ঠিকটা শেখান। না হলে এই বনজ্যোৎস্নার বাবা-মায়ের মতই অবস্থা হবে।"

এই সঙ্গে প্রকাশিত একটি লেখা যু করেছেন তথাগতবাবু। তাতে লেখা, ''নাম বনজ্যোৎস্না লাহিড়ি। কিন্তু এখন জীবনেই যেন জ্যোৎস্না নেই তিহাড় জেলে বন্দি উমর খালিদের বাঙালি প্রেয়সীর। তিহাড়ে কী খেতে দেয় কে জানে! আমিষ তো মোটেই নয়। কিন্তু উমর যে নিরামিষ খেতেই পারেন না। সব সময় মাছ, মাংস চাই-ই চাই। সে কথা ভেবেই গলা দিয়ে ভাল করে খাবার নামতেই চায় না বনজ্যোৎস্নার।

নিজের মুখেই বনজ্যোৎস্না সে কথা জানিয়েছেন 'মিড ডে' পত্রিকার কাছে। একই সঙ্গে জানিয়েছেন, এখন কথা বলতে হয় জেল কর্তৃপক্ষের মেপে দেওয়া মিনিট পাঁচেকে। কারার আড়ালে কেমন করে উমরের দিন কাটে, সে সব জানলেও কথাবার্তায় একটুও ভেঙে পড়ার ছায়া নেই বনজ্যোৎস্নার। বরং তিনি বলছেন, "শক্ত না থাকলে আমি বাঁচতেই পারব না।"

দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন কেটে গিয়েছে। দিল্লি দাঙ্গায় জড়িত থাকার অভিযোগে সেই ২০২০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয়েছিল জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উমরকে। বনজ্যোৎস্নার 'মনের মানুষ'কে। সেই থেকে উমরের ঠিকানা দিল্লির তিহাড় জেল। বার বার জামিনের আবেদন নাকচ হয়েছে। রায়দান স্থগিত থেকেছে গত ফেব্রুয়ারিতে। আর সম্প্রতি জানা গিয়েছে তিহাড়-বাসের মেয়াদ এখনই শেষ হচ্ছে না উমরের।"

দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইস্তফা দিলেন শ্রীলঙ্কার নয়া অর্থমন্ত্রী

কলম্বো, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটে বেসামাল অবস্থা শ্রীলঙ্কায়। সেদেশের মন্ত্রীসভার ২৬ জন সদস্য পদত্যাগ করেন। সোমবার নতুন করে দায়িত্ব নেওয়ার পরের দিনই ইস্তফা দিলেন নয়া অর্থমন্ত্রী আলি সাবরি।

সোমবার সেদেশের মন্ত্রীসভার ২৬ জন সদস্য পদত্যাগ করা নিয়ে মাহিন্দা রাজাপাক্ষের সরকারকে কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা প্রেমদাসা। সোমবার ফের শ্রীলঙ্কার নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে, সেখানেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভাঙন ধরে। সোমবার শ্রীলঙ্কার অর্থমন্ত্রী পদে বহাল হন আলি সাবরি। নতুন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিতে না নিতেই মঙ্গলবার তিনি ইস্তফা দেন। শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতবয়া রাজাপাক্ষের কাছে নিজের ইস্তফা পত্র জমা দেন সাবরি। যেখানে তিনি জানান, বর্তমানে দেশের যা অবস্থা, তাতে তিনি দায়িত্বভার সামলাতে পারবেন না। প্রেসিডেন্ট যাতে তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে নিযুক্ত করেন।

প্রসঙ্গত, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আকাশছোঁয়া দামে করুণ দুর্দশার মধ্যে শ্রীলঙ্কার নাগরিকরা। চালের দাম ২২০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম এবং এক কিলোগ্রাম গুঁড়ো দুধ বিক্রি হচ্ছে ১৯০০ টাকা দরে। ফলের দামও আকাশছোঁয়া। মঙ্গলবার কলম্বোর একটি বাজারে আপেল বিক্রি হয়েছে ১০০০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম, নাশপাতি বিক্রি হয়েছে ১৫০০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম দরে। মানুষের হাতে টাকা নেই। ঠিকমতো বিদ্যুৎ নেই, খাবার নেই, অগ্নিমূল্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম, সবমিলিয়ে দুর্দশার মধ্যে শ্রীলঙ্কার নাগরিকরা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

দেওয়ানপাশায় আগুনে পুড়ে ছাই গৃহস্থের বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ এপ্রিল।। উত্তরের ধর্মনগর মহকুমাধীন দেওয়ানপাশা গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুরে ছাই গৃহস্থের বসত ঘর। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ছয় লক্ষাধিক টাকা।জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ সানীয় গ্রামের চার নং ওয়ার্ডে ঘটনাটি ঘটে এই অগ্নিকাণ্ড।বাড়ির মালিক সত্যজিৎ গোস্বামী জানান, এদিন সন্ধ্যায় উপাসনায় রাধারমণ আশ্রমে গিয়েছিল স্বামী ও স্ত্রী।সেখানে ফোন মারফৎ খবর পান বাড়িতে আগুন লাগার।খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে যান গৃহস্থ। ততক্ষণে স্থানীয় জনগণ ধর্মনগর দমকল অফিসে খবর দিলে অকুস্থলে ছুটে যায় দমকলের একটি ইঞ্জিন।যদিও দমকল কর্মীরা আসার আগে স্থানীয় মানুষ আগুন নেভাতে সর্ব শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্থানীয় মানুষ থেকে জানা যায় দমকল বাহিনী পৌছার পূর্বেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় একটি বসত ঘর। জানা গেছে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে গৃহস্থের আসবাবপত্র, ছয়টি গাড়ির কাগজ,যাবতীয় নথিপত্র, চল্লিশ হাজার টাকা সহ তিন ভরি স্বর্ণালংকার। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ছয় লক্ষাধিক টাকা। তাছাড়া বর্তমানে তাদের শরীরের কাপড় ছড়া আর কিছুই অবশিষ্ট বেঁচে নেই এই অগ্নিকাণ্ডে।তবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ফলে আগুনের সুত্রপাত বলে প্রাথমিক ধারনা।

অফিস অব দ্য কমান্ডেন্ট ঃ ১৩০ ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ, গকুলনগর

জেলা - সিপাহীজলা (ত্রিপুরা)

নিলামি বিজ্ঞপ্তি

এ মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, প্রচুর সংখ্যা / পরিমানে সামগ্রী সাধারণ নিলামে বিক্রি করা হবে ০৮ এপ্রিল, ২০২২ সকাল ১০টায় বিএসএফ ক্যাম্পাস, গকুলনগর, পোঃ বিশালগড়, জেলা - সিপাহীজলা (ত্রিপুরা)-৭৯১১০২।

ক্রম নং	বিবরণ
১	অব্যবহার যোগ্য প্রতিরক্ষা সামগ্রী।
২	অব্যবহার যোগ্য বিভিন্ন সামগ্রী/ বাসনপত্র।
৩	অব্যবহার যোগ্য ওয়েলফেয়ার সামগ্রী।
৪	অব্যবহার যোগ্য কমোনিকেশন সামগ্রী।
৫	অব্যবহার যোগ্য মোটর ট্রান্সপোর্ট সামগ্রী
৬	অব্যবহার যোগ্য রেশন সামগ্রী।
৭	অব্যবহার যোগ্য ম্যাগাজিন সামগ্রী।
৮	অব্যবহার যোগ্য প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া সামগ্রী।

২। সমস্ত অনুমোদিত বিডাররা নিলামে অংশ নিতে পারবে।

৩। সমস্ত আগ্রহী বিডারদের অবশ্যই নথিভুক্ত করতে হবে। কমান্ডেন্ট, ১৩০ ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ এর কাছে অকশনের এক ঘন্টা পূর্বে বিডারদের অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে প্যানকার্ড, ভোটার আইডি এবং ১৫ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট জমা করতে হবে সিকিউটিরি মানি হিসেবে এই বরাবরে— কমান্ডেন্ট, ১৩০ ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ যা পে হবে এসবিআই, বিশালগড় শাখায়।

৪। সফল বিডারদের পুরো টাকা এবং জিএসটি সহ নগদে সাথে সাথে দিতে হবে নিলাম শেষ হওয়ার।

৫। চূড়ান্ত এবং সফল বিডারদের পৌছানো এবং ফেরত আসার ক্ষেত্রে যে টাকা খরচ হবে তা বিডারদেরই বহন করতে হবে।

৬। যদি চূড়ান্ত পর্যায়ে বিডাররা সামগ্রীর টাকা প্রদান করতে ব্যর্থ হন তাহলে জমাকৃত আরনেস্ট মানি ফেরত দেওয়া হবে না।

৭। ১৩০ ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ গকুলনগরের স্টোর থেকে পণ্য সামগ্রী নিয়ে আসার জন্য পরিবহন খরচ বাবদ কোনো টাকা পয়সা দেওয়া হবে না।

৮। নিলাম বিভাগের নিয়মনীতি এবং শর্তাবলী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত এবং নিলাম বাতিল সংক্রান্ত ঘোষণা কোনো কারণ না দেখিয়ে দিতে পারেন কমান্ডেন্ট, ১৩০ ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ।

৯। সমস্ত বিডারদের নিলামের সময় আয়করের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে।

১০। সমস্ত বিডারদের নিয়ে আসতে হবে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নথি (টিন নং, প্যান / জিএসটি নং)

১১। অকশন নোটিশ দেখা যাবে ওয়েবসাইট ঃ www.bsf.nic.in

১২। সমস্ত কোভিড বিধিনিষেধ মানা হবে।

সংখ্যা: নিলামী সূচনা / ১৩০বিএন/২০২২/২০০৮-৪৬
তারিখ ১৯ মার্চ, ২০২২

স্বাক্ষর
(এস কে জেনা, ডেপুটি কমান্ডেন্ট প্রোভ)
১৩০ ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ

davp 19110/11/0005/2223

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গরমে ঘামের দুর্গন্ধ? এ সব মানলে আর হবে না

গরমের সময় এই একটা সমস্যায় জেরবার হন অনেকেই। ঘামের দুর্গন্ধ অনেকে এর হাত থেকে মুক্তি পেতে,নানা রকম ডিওডোরেন্ট বা পারফিউম ব্যবহার করেন বটে, তবে সব সময় এর ফল পাওয়া যায় না। আসলে, ঘাম একটি স্বাস্থ্যকর এবং প্রাকৃতিক উপায়। এটি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয় এবং শরীরের তাপমাত্রাও বজায় রাখে। অনেকেই ভাবেন যে ঘামের কারণে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, আসলে তা নয়। আপনার ত্বকে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়া শরীরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। এটি কাটিয়ে ওঠার জন্য কী কী উপায় রয়েছে দেখে নিন।

কুইজ খেলুন, কয়েন জিতুন

মার্চের এই হাঁসফাঁস গরমে এমনিতেই নাভিশ্বাস। হাওয়া অফিস বলছে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়ায়। চাদিফাটা গরমে জেরবার হচ্ছেন সকলেই। তার উপর যদি বাসে বা ট্রামে কারোর ঘামে-নাওয়া শরীর থেকে আসতে থাকে উৎকট দুর্গন্ধ (ক্ষদ্রত্মা জ্ঞত্মদ্রন) , তাহলে তা সহ্য করাটা খুবই মুশকিল। কেবল গণপরিবহনই নয়, ঘামের তীব্র গন্ধে (ক্ষদ্রত্মা জ্ঞত্মদ্রন) বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে অফিস, বাড়ি-সবেতেই। আর যদি ঘামের গন্ধে (ক্ষদ্রত্মা জ্ঞত্মদ্রন) দম বন্ধ অবস্থার জন্য আপনি নিজেই দায়ী হন, অর্থাৎ সোজা ভাষায় বলতে গেলে আপনার গায়েই যদি সেই বাজে গন্ধ থাকে, তাহলে তো বিপদ! আপনি নিজে যেমন বিব্রত হবেন, তেমনি আপনার পরিবার-পরিজন, সহকর্মী বা পরিচিত জনেরাও অসস্বস্তি বোধ করবেন। গ্রীষ্মকালে বেশ কিছু সমস্যায় ভুগতে হয় যার মধ্যে রয়েছে ব্রণ, তৈলাক্ত ত্বক, ঘামের দুর্গন্ধ ইত্যাদি। ঘামে বাজে গন্ধ হওয়াটা একটা রোগ বটে। সেটা থাকলে অবশ্যই চিকিতকের কাছে যাওয়া উচিত। কিন্তু তা না হলেও সাধারণ ঘামের গন্ধ (ক্ষদ্রত্মা জ্ঞত্মদ্রন) থেকে মুক্তি পেতেই সচেতন থাকা আবশ্যক। এটি এমন একটি বিষয় যা আপনার ব্যক্তিত্বের উপরও প্রভাব ফেলে। অনেকেই এর থেকে মুক্তি পেতে, বিশেষত গরমের সময় নানা রকম ডিওডোরেন্ট বা সুগন্ধি ব্যবহার করেন বটে। কিন্তু এটা সব সময় কার্যকরী ফল নাও দিতে পারে। এর থেকে মুক্তির জন্য গরমকালে নীচের পাঁচটি বিষয়ে খেয়াল রাখুন, মেনে চলুন

লেবু

লেবুকে অনেক কিছুর জন্যই সেরা।

এটি আপনার ত্বকের পিএইচের ভারসাম্য আরও ভালো করে।

একটি লেবু কেটে অর্ধেকটা আন্ডারআর্মে ঘষে নিন। আপনি চাইলে কর্ন স্টার্চ এবং লেবুর রস মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করতে পারেন। হাতে, পায়ে, আন্ডারআর্মে বা সারা শরীরে লাগান। প্রয়োগ করার পরে, ১০ মিনিটের জন্য এভাবে রেখে দিন।

এর পরে স্নান করুন, আপনাকে সারাদিন সতেজ রাখবে এবং কোনও গন্ধ থাকবে না।

টমেটো

তরকারির রং বাড়াতে টমেটো খুবই উপকারী। তবে এতে ঘামের গন্ধও দূর হবে। এর জন্য দুই থেকে তিনটি টমেটোর রস বের করে স্নানের জলের বালতির দিয়ে নিন। এবার ওই জল স্নানেরর জন্য ব্যবহার করুন। যদি হাত-পা থেকেও দুর্গন্ধ হয়, তাহলে এই জলে হাত-পা ৩০ মিনিট রাখুন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটিতে অ্যান্টিসেপটিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কোনও গন্ধ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সহায়তা করে। পাতে এই ৫ খাবার রাখুন বলিরেখা আসবে না, ৫০-এর পরও পাবেন ঝকঝকে ত্বক!

বেকিং সোডা

বেকিং সোডা খুবই উপকারী একটি জিনিস। রান্নাঘর বা ব্যাগের গন্ধ দূর করতে এটি ব্যবহার করা হয়।

ট্যালকম পাউডারের মতো এটি ব্যবহার করতে পারেন। পায়ে বা আন্ডারআর্ম থেকে দুর্গন্ধ হলে তা লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। তারপর ভেজা ওয়াইপের সাহায্যে মুছে ফেলুন। আপনি চাইলে পানি স্প্রেও করতে পারেন। ১ কাপ জলে ১ চা চামচ বেকিং সোডা মিশিয়ে নিন। এবার পারফিউমের মতো স্প্রে করুন। আপনি এটি আপনার পায়ে স্প্রে করতে পারেন। এতে দুর্গন্ধের সমস্যা দূর হবে। হাত দিলেই ঝরছে চুল? সমস্যা মেটাতে মেনে চলুন মা-ঠাকুমাদের তৈরি এই ঘরোয়া প্রতিকার

গ্রিন টি

গ্রিন টি কেবল ডার্ক সার্কেলের জন্য ব্যবহার করা হয়, তা নয়। আপনার ঘামে যদি দুর্গন্ধ থাকে তাতেও দারুণ কাজ করে। এরজন্য একটি প্যানে জল বসিয়ে গরম করে নিন। এবার এতে গ্রিন টি পাতা দিয়ে ফুটিয়ে নিন। ফুটে উঠলে গ্যাস বন্ধ করে ঠান্ডা হতে দিন। এবার এই চা পাতা সমেত জলে একটি তুলোর বল ডুবিয়ে শরীরে লাগান। যেখানে অতিরিক্ত ঘাম হয়, সেখানে ঘষে দিন।

৩০ বছর ধরে রাত ৮টায় ঘুমান, ভোর ৪টায় ওঠেন

বলিউড তারকা অক্ষয় কুমার কেবল অভিনয়ই নয়, ফিটনেসের কারণেও দারুণ জনপ্রিয় তাঁর ভক্তদের কাছে। ৫৪ বছর বয়সেও কীভাবে ধরে রেখেছেন তাঁর এই শরীরের গঠনতা নিয়ে তরুণদের আগ্রহের শেষ নেই। ৩০ বছর ধরে অক্ষয় রাত আটটায় ঘুমান, ভোর চারটায় ঘুম থেকে ওঠেন।

সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যেই রাতের খাবার খান। এরপর ভারী কিছু খান না। সকালে উঠেই ব্যায়াম করেন। পার্কার, ওয়েট লিফটিং, কিক বক্সিং, ইয়োগা ও সাঁতার কাটাএগুলো অক্ষয় নিয়ম মেনে প্রতিদিন করেন। সবচেয়ে কম সময়ে সিনেমার শুটিং শেষ করার ব্যাপারেও নামডাক আছে তাঁর। এ জন্য বছরে তিনি চারটি সিনেমায় অভিনয় করতে পারেন। আর বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন শো, এনডোর্সমেন্টএগুলো তো আছেই।

এই বলিউড তারকার ফিটনেসের অন্যতম দিক হলো তাঁর খাবার। প্রতিদিন কী খান অক্ষয়, যা তাঁকে

রেখেছে তরুণ। আর সেই টোটকা জানতে ভক্তদের চেষ্টার কমতি নেই। কিছুদিন আগেই অক্ষয়ের শেফ প্রকাশ্যে আনলেন বছরের পর বছর কোন খাবারগুলো তাঁর ডায়েটে রেখেছেন অক্ষয়। একনজরে দেখে নেওয়া যাক সেই খাবারগুলো কী।

অক্ষয় কুমার ও স্ত্রী টুইঙ্কেল খান্না

অক্ষয় কুমার ও স্ত্রী টুইঙ্কেল খান্নাছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

অক্ষয় পুরোপুরি ভেগান নন। মাঝেমধ্যে মাছ, মাংসও খান। তবে ডায়েট অনুসরণ করতেই বেশি পছন্দ করেন তিনি। পাশাপাশি ঘরে তৈরি খাবার খেতে ভালোবাসেন। শুটিংয়ে ডিব্বা নিয়ে যান। সেই ডিব্বা থেকে বের হয় ঘরে বানানো স্বাস্থ্যকর সব খাবার।

চিনি, ভাজাপোড়া, পেঁয়াজ, রসুন ও বেশি ঝালযুক্ত খাবার খান না তিনি। তেল খুবই কম খান। তাঁর খাদ্যতালিকায় থাকে শাকসবজি, বাদাম, বিভিন্ন বীজ ও শক্তিশালী সব ভেষজ উপাদান। সিনেমার প্রচারণায় যতবার কপিল শর্মা শোতে গিয়েছেন, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে দিব্যি একটার পর একটা কলা খেয়েছেন। নিয়ম করে দেশি, মৌসুমি ফল খান অক্ষয় কুমার।

সকালের ব্যায়ামের পর নাস্তায় চিড়া খান। তবে বাড়তি শক্তির জন্য এতে থাকে বেরি ও অ্যাভোকাডো এ ছাড়াও চিড়ার সঙ্গে খান বাদাম। মাঝেমধ্যে কলা আর আমও থাকে।

অনেক কম ভক্তই জানেন অক্ষয় দুপুরের খাবারে ভেগান ডায়েট অনুসরণ করেন। মেইন কোর্সের জন্য তিনি পছন্দ করেন পামকিন থাই টফু কারি। দুপুরে তিনি সব সময়েই ভাত খান। আর এর সঙ্গে রাখেন সতে সবজি। যদিও তিনি পাঞ্জাবি। তবে স্বাস্থ্যকর জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে রাজমা, ছোলা বাটোরার মতো জনপ্রিয় মশলাদার পাঞ্জাবি খাবারকে তিনি বাদ দিয়েছেন খাবারের তালিকা থেকে।

খাবার, ঘুম, ব্যায়াম আর পর্যাপ্ত পানি এসবই অক্ষয়ের ফিটনেসের রহস্য খাবার, ঘুম, ব্যায়াম আর পর্যাপ্ত পানি এসবই অক্ষয়ের ফিটনেসের রহস্য ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে মিষ্টি খাবারে খুব বেশি আসক্ত নন অক্ষয়। কিন্তু মাঝে মাঝে ডায়েটে পরিবর্তন আনতে ডেজার্ট খেতে পছন্দ করেন। সে ক্ষেত্রে বাদাম ও ব্লু বেরি দেওয়া বিস্কুট রাখেন ডায়েটে। এতে পাওয়া যায় পুষ্টি। কিন্তু থাকে না কোনো ধরনের ফ্যাট।

মুচমুচে, মজাদার, স্বাস্থ্যকর চিপস

মুচমুচে, মজাদার, স্বাস্থ্যকর চিপস সিনেমা হলে বা ঘরের নেটফ্লিক্স সেশনে মচমচে কিছু সঙ্গী না হলে সিরিজ বা মুভি দেখার আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়। আবার এদিকে একগাদা তৈলাক্ত, লবণাক্ত আলুভাজা গলাধঃকরণ করে শরীরের বারোটা বাজতেই থাকে। তাই একটু খুঁজে নিয়ে কিনে ফেলা যায় হেলদি চিপসের প্যাকেট। অন্তর্জাল ঘেঁটে অনায়াসে বানিয়ে ফেলা যায় বেকড ভেজিটেবল চিপস। নিজের পছন্দমতো আরও সব উপকরণ দিয়েও চিপস বানিয়ে খেতে কে বারণ করেছে! এমনই কিছু মচমচে স্বাস্থ্যকর চিপসের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

১. শস্যের চিপস

বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর খাদ্যশস্য, যেমন গম, লাল আঁশসহ চাল, যব, কিনোয়াএসব ব্যবহার করে কোনো রকম অতিরিক্ত প্রসেসিং ছাড়াই বেক করে বানানো হয় হরেক রকম চিপস। খাদ্যশস্যের পুরোটাই ব্যবহার করা হয় বলে এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার থাকে। তবে এতে ক্ষতিকর ফ্লেভার যোগ করলেই সব ভন্ডুল হয়ে যাবে।

জনপ্রিয় হচ্ছে শস্যের চিপস

জনপ্রিয় হচ্ছে শস্যের চিপসছবি: পেক্সেলস ডটকম

২. কাঁচকলার চিপস

ভারতের দক্ষিণাঞ্চল, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়ায় যুগ যুগ ধরে মসলাদার কাঁচকলার চিপস একটি ঐতিহ্যবাহী স্ন্যাকস হিসেবে প্রচলিত আছে। কলায় আলুর তুলনায় অনেক বেশি খনিজ লবণ পাওয়া যায় বলে এই চিপস বেশি পুষ্টিকর। এতে থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পটাশিয়াম, আয়রন ও খাদ্য---আঁশ। একে তেলে না ভেজে বেক করে, শুকিয়ে বা ডিহাইড্রেট করে নিলে চিপসটি আরও স্বাস্থ্যসম্মত হতে পারে। পরিবেশনের সময় চাট মসলা, গোলমরিচ ইত্যাদি ছিটিয়ে নেওয়া হয়।

সহজেই বানানো যাবে কলার চিপস

সহজেই বানানো যাবে কলার চিপস ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

৩. কেইল চিপস

বিশ্বব্যাপী সম্প্রতি সুপারফুড হিসেবে পাতাজাতীয় সবজি কেইলের কদর আকাশচুম্বী। ক্রুসিফেরাস গোত্রীয় এই গাঢ় সবুজ বা বেগুনি পত্রপল্লবকে পাতাকপিই বলা যায়। কেইলে আছে প্রচুর ভিটামিন এ, কে, বি৬। প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ, ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, পটাশিয়াম আর কপারও মেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে। এই কেইলের তাজা পাতা ধুয়ে, শুকিয়ে, সৈন্ধব লবণ আর গোলমরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে অলিভ অয়েল স্প্রে করে বেকিং শিটে ছড়িয়ে ৩০০ ডিগ্রিতে ২০ মিনিট বেক করে নিন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল মচমচে, সুস্বাদু আর অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর কেইল চিপস।

৪. বিভিন্ন রকমের সবজির চিপস

দুনিয়াজুড়ে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের স্ন্যাকিংয়ের জন্য আজকাল হালের ক্রেজ হয়ে উঠছে বেক বা ডিহাইড্রেট করা সবজির চিপস। রঙিন মিষ্টি আলু বা ইয়াম, শালগম, গাজর, বিট ইত্যাদি রুট ভেজিটেবল তো বটেই, বেগুন, বরবটি আর বাঁধাকপি দিয়েও বানানো যায় চিপস। সবজির রং ও ফ্লেভার ঠিক রাখতে পারলে এতে সিজনিং হিসেবে সামান্য লবণই সেরা।

সবজির চিপস এখন ট্রেন্ডে

সবজির চিপস এখন ট্রেন্ডে ছবি: পেক্সেলস ডটকম

৫. সামুদ্রিক শেওলার চিপস

চিপস হিসেবে তেমন প্রচলিত না হলেও ক্রিসপি সি উইড বা নরি এখন রামেনের বাটিতে বা সুশির আবরণে খুবই পরিচিত একটি খাবার। ক্রিসপি সি উইড বা সামুদ্রিক শেওলার চিপস সারা পৃথিবীতে স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে খুবই সমাদৃত। এতে ঠাসা আছে ভিটামিন এ, বি, সি ও কে। এ ছাড়া এতে যথেষ্ট পরিমাণ জিংক, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন ছাড়াও আছে অতি প্রয়োজনীয় আয়োডিন। প্রচুর অ্যান্টি---অক্সিডেন্ট থাকায় সুপারফুড হিসেবে এর কদর রয়েছে। মচমচে সি উইড চিপস খেতেও খুবই উপাদেয়।

দুধে ঘি মিশিয়ে খেয়েছেন কখনও

আজকালকার অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা এবং দুষণযুক্ত পরিবেশে স্বাস্থ্য সমস্যার কোনও কমতি নেই। একটার পর একটা শারীরিক সমস্যা লেগেই থাকে। সুস্থ থাকতে আমরা নানান উপায় অবলম্বন করে থাকি। শরীরচর্চা, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, এছাড়া আরও কত কিছুই না করি। স্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকা থেকে দুধ এবং ঘি-ও বাদ পড়ে না। ঘি এবং দুধ পৃথক ভাবে খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে আমরা সকলেই ওয়াকিবহল। কিন্তু জানেন কি দুধের সঙ্গে ঘি মিশিয়ে খাওয়াও স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারি? অবাক হচ্ছেন? ভাত, রুটির সঙ্গে ঘি খেতে আমরা অভ্যস্ত। রান্নার স্বাদ বাড়াতেও ঘি এর তুলনা হয় না। তবে এক গ্লাস উষ্ণ দুধে ঘি মিশিয়ে খাওয়া হলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। রাতে ঘুমানোর আগে পান করুন এই পানীয়টি, স্বাস্থ্যের নানান সমস্যা দূর হবে! জেনে নিন, রোজ রাতে ঘি দুধ পানের উপকারিতা - ১) পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করে

এক গ্লাস দুধে এক চামচ ঘি পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে, দুধের সঙ্গে ঘি নিঃসরণকে উদ্দীপিত করে, ফলে হজমে উন্নতি হয়। তাছাড়া এটি হজম সংক্রান্ত সমস্যা যেমন কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটে ফোলাভাব সারাতেও অত্যন্ত সহায়ক।

২) মেটাবলিক রেট উন্নত করে

মেটাবলিক রেট উন্নত হওয়া মানে শরীরের এনার্জি আরও বেড়ে যাওয়া। দুধের সঙ্গে ঘি খেলে মেটাবলিজম উন্নত হয়। তাছাড়া এটি শরীর থেকে সমস্ত ক্ষতিকারক টক্সিন বের করে দিতেও অত্যন্ত সহায়ক।

৩) জয়েন্টের ব্যথা কমায়

আজকের দিনে বেশিরভাগ মহিলাই জয়েন্টের ব্যথায় ভোগেন। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে রাতে ঘুমোনোর আগে দুধের সঙ্গে ঘি মিশিয়ে খেতে পারেন। ঘি এক ধরনের লুব্রিকেটর হিসেবে কাজ করে এবং এটি জয়েন্টের প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে। আর দুধ হল ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ, যা হাড়কে মজবুত করতে সহায়তা করে।

৪) অনিদ্রার সমস্যা দূর করে

আপনার কী অনিদ্রার সমস্যায় ভুগছেন? তাহলে ঘুমানোর আগে এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ দুধের সাথে এক চামচ ঘি মিশিয়ে পান করুন, দারুণ ঘুম হবে! ঘি এবং দুধের মিশ্রণ অনিদ্রার সমস্যা নিরাময় করতে সহায়ক। এটি পান করলে দ্রুত ঘুম আসে।

৫) ওজন বৃদ্ধি করে

আপনার কী ওজন কম? তাহলে প্রতিদিন রাতে দুধের সঙ্গে ঘি মিশিয়ে খাওয়া শুরু করুন। ঘিতে উপস্থিত ফ্যাট ওজন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

৬) গর্ভবতী মায়েদের জন্য উপকারি

ঘি দুধ গর্ভবতী মায়েদের জন্যও উপকারি। এই পানীয় শিশুর বিকাশে সহায়তা করে এবং গর্ভাবস্থায় শরীরকে যথেষ্ট শক্তি প্রদান করে।

৭) ত্বক উজ্জ্বল করে

ঘি এবং দুধ উভয়ই প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার, তাই ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে। ত্বকের শুষ্কভাব দূর করে এবং ত্বককে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত করে তোলে। রোজ ঘি দুধ পান করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা ফিরবেই ফিরবে!

৮) সেক্স লাইফ উন্নত করে

নিয়মিত ঘি দুধ খেলে সেক্স লাইফেও উন্নতি হয়। এটি বীর্য উতপাদন, সেক্স ড্রাইভ এবং যৌন শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই মিশ্রণটি ডাক্তাররাও অনেক সময় সুপারিশ করে থাকেন।

চুল পড়ছে, কমেছে ঘনত্ব?

চুল পড়ছে, কমেছে ঘনত্ব? তাহলে ঘরোয়া ব্রাহ্মী তেল করবে এর সমাধান চুলে চিড়ুনি দিলেই হল, মুঠো মুঠো চুল উঠে আসে হাতে। ঘনত্ব কমেছে। কার্যত, লম্বা চুলের সখ চুকেছে। এখন পাতলা চুল নিয়ে কী বাঁধব আর খুলে রাখলেই যে কোথা দিকে টাক দেখা যাবে তা নিয়ে চিন্তার শেষ নেই। আপনি কি ঠিক এমনই একটা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তাহলে এই প্রতিবেদন আপনার জন্য।

চুল পড়ার অন্যতম কার্যকারী ঘরোয়া উপায় হল ব্রাহ্মী তেল। ব্রাহ্মীর মধ্যে অ্যালকালয়েড আছে, যা প্রোটিন কাইনেসের ক্রিয়াকলাপ বাড়ায়। মাথার ত্বকে মালিশ করবার জন্য তেল হিসেবে লাগানো যায়। চুলের জন্য ব্রাহ্মী তেল খুবই কার্যকারীঃ এই তেল চুল পড়া প্রতিরোধ করে। এটা চুলের বৃদ্ধি বাড়ায়। এটা অস্বস্তি ও চুলকানির হাত থেকে মাথার ত্বককে রেহাই দেয় এবং খুশকি হওয়া কমায়। তেল তৈরির জন্য প্রয়োজন আমলকি, ব্রাহ্মী শাক ও তিলের তেল। প্রথমে আমলকি থেতো করে নিন। এরপর ব্রাহ্মী শাক থেতো করে নিন। এরপর আমলকি ও ব্রাহ্মী শাক ফুটন্ত জলে ফেলুন এবং ২০ মিনিট ফুটতে দিন। লাল হওয়ার পর ভালো ভাবে মিশে গেলে এবং জল কমে এলে নামিয়ে নিন। কাপড়ের মধ্যে মিশ্রণটি নিয়ে ভালো করে ছেকে নিন। এবার ওই তরলের সমান তিলের তেল দিন। তারপর অল্প আঁচে ফুটে দিন। যখন দেখবেন পুরো মিশে গিয়েছে দুটি মিশ্রণ এবং ঘন হয়ে গিয়েছে। গাঢ় রঙ এসেছে। তখন নামিয়ে আরও একবার ছেকে নিন। তৈরি ব্রাহ্মী তেল।

সুখবর যে ৪টি তেল আপনাকে আকর্ষণীয় ত্বক পেতে সাহায্য করবে

নরম, কোমল ও সুন্দর ত্বক পেতে প্রতিটি নারীরই চেষ্টার কমতি থাকে না। কিন্তু জানেন কি, আপনি আপনার ত্বক আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন কেবলমাত্র তেল ব্যবহার করেই! নিশ্চয়ই অবাক হয়েছেন? তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সত্যিই চার রকমের তেল আপনার ত্বককে ভালো রাখবে একদম জাদুর মতো।

এসব তেল প্রাকৃতিক হওয়ায় এর কোনো পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই।

বরং এই চার তেল ভীষণ কার্যকর। চলুন জেনে নেয়া যাক সেই চার তেলের গুণ ও ব্যবহার সম্পর্কে-

লবঙ্গ তেল

ত্বকের বলিরেখা দূর করতে লবঙ্গ তেল ব্যবহার করতে পারেন। এতে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদান রয়েছে। রাতে ঘুমানোর আগে লবঙ্গ তেল ম্যাসাজ করলে ত্বক উজ্জ্বল হয়। লবঙ্গ তেলের সঙ্গে ভিটামিন ই অয়েল মিশিয়ে ত্বকে ম্যাসাজ করুন নিয়মিত।

বাদামের তেল

বাদামের তেল ত্বকের জন্য খুবই উপকারী। এতে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এছাড়া বাদামের তেলে ভিটামিন এ পাওয়া যায়, যা ব্রণ নিরাময়ে সহায়তা করে। এই তেল নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের আর্দতা বজায় থাকে।

ক্যাস্টর অয়েল

কেবল চুল ঘন করতেই যে ক্যাস্টর অয়েল ব্যবহৃত হয় সেটা নয়। ত্বকের যত্নেও এই তেল অনন্য। ক্যাস্টর অয়েলে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ব্রণ কমাতে সহায়তা করে। এছাড়া ক্যাস্টর অয়েল অ্যান্টি-এজিং হিসেবে কাজ করে। ত্বকের বলিরেখা কমায় এটি। ক্যাস্টর অয়েলের সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে মুখে সরাসরি ম্যাসাজ করুন। কিছুক্ষণ পর ধুয়ে ফেলুন।

নারকেল তেল

নারকেল তেলে লিনোলিক অ্যাসিড পাওয়া যায়, যা ত্বককে ময়শ্চারাইজ করতে সহায়তা করে। এছাড়াও এই তেলে লোরিক অ্যাসিড রয়েছে, যা ত্বকের পুষ্টি জোগায়। রাতে মুখ পরিষ্কার করে কয়েক ফোঁটা নারকেল তেল নিয়ে মুখে ম্যাসাজ করুন। এটি ত্বকের কালো দাগ কমাবে।

কনস্টেবল থান সিংয়ের পাঠশালায় বেড়ে উঠছে স্বপ্ন

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): কথিত আছে যে অন্ধকারে থাকে সেই বোঝে অন্ধকারে থাকার যন্ত্রণা। পেশায় পুলিশ কনস্টেবল, যিনি নিজেও একসময় অস্থির জীবনের মধ্য দিয়ে সময় কাটিয়েছেন, তিনি চাইছেন কোনও দরিদ্র শিশু যেন অন্ধকারে না থাকে। সেও যেন বড় স্বপ্ন দেখতে পারে এবং নিজের জীবনে অনেক কিছু করতে পারে। এমনই ভাবনাচিন্তা করতে করতে ৬ বছর আগে একটি বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন কনস্টেবল থান সিং। ''হিন্দুস্থান সমাচার''-এর সঙ্গে কথোপকথনে কনস্টেবল থান সিং বলেছেন, লালকেল্লার আশেপাশে কাজ করা শ্রমিকদের সন্তানরা রাস্তায় ময়লা কুড়োচ্ছিল। সেই সমস্ত শিশুদের দেখে তিনি ব্যথিত হন, ভাবতে থাকেন এই সময়ে যাঁদের হাতে বই থাকা উচিত তাঁদের হাতে আবর্জনার থলে! কনস্টেবল থান সিং শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে মনস্থির করেন এবং সেই সমস্ত ছোট শিশুদের একত্রিত করতে শুরু করেন।

প্রথম দিকে অনেক শিশুর বাবা-মা প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু থান সিং তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। তাঁর সেই প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফলও হয় এবং শিশুরা তাঁর স্কুলে আসতে শুরু করে। থান সিং বলেছেন, প্রথম দিকে মাত্র দুই থেকে তিনটা শিশু বিদ্যালয়ে এসেছিল, কিন্তু তিনি হাল ছাড়েনি। রাস্তায় এমন ধরনের শিশুদের খোঁজ শুরু করেন তিনি। ধীরে ধীরে শিশুর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

স্বপ্ন পূরণ করতে যাবে স্কুলে

থান সিং আরও জানিয়েছেন, তাঁর লাগাতার প্রচেষ্টার পরে, উত্তর জেলার ডিসিপি সাগর সিং কলসী দিল্লি সরকারের সঙ্গে কথা বলেন। যাতে এই শিশুরা স্কুলে যেতে পারে। কনস্টেবল থান সিং-এর স্কুলে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০টি শিশু পড়াশোনা করছে। এর মধ্যে ২০টি শিশুকে ডিসিপি সাগর সিং কলসী স্কুলে ভর্তির জন্য ঠিক করেছিলেন। তিনি শিশুদের ভর্তির জন্য দিল্লি সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, যাতে এই সমস্ত শিশুরা সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করতে পারে।

দারিদ্রতা খুব কাছ থেকে দেখেছেন কনস্টেবল থান সিং

২০১০ সালে দিল্লি পুলিশে নিযুক্ত হওয়া কনস্টেবল থান সিং বলেছেন, তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে মীরাবাগে থাকতেন। সেটি ছিল জে জে ক্লাস্টার এলাকা। তাঁর সময়ে ভালোমতো আলোও পেতেন না। আশেপাশের লোকজনকে সেই অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে দেখেন তিনি। অথবা বলা যায় সেই সময় পথ দেখানোর কেউ ছিল না। দিনে বাবার সঙ্গে কাপড় প্রেস করার পর দুপুরে স্কুলে যেতেন।

আর্থিক অনটনের কারণে পড়াশোনার সময় তাঁকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অতীতের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে কনস্টেবল থান সিং মনস্থির করেন, অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানো ওই শিশুদের অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা দেবেন তিনি। যাতে তাঁরা সঠিক ও ভুল বুঝতে পারে।

দুপুর আড়াইটা থেকে পাঁচটা অবধি চলে পাঠশালা

কথোপকথনের সময় কনস্টেবল থান সিং জানান, শুরুতে অনেক সমস্যা হয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তীকালে তিনি একজন কলেজ ছাত্রকে খুঁজে পান। সেই কলেজ ছাত্রকে নিয়ে তিনি এই সমস্ত শিশুদের পড়াতে থাকেন। তিনি দুপুর আড়াইটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শিশুদের পড়ান।

অনেক কলেজের ছাত্ররাও শিশুদের পড়াতে আসে

কনস্টেবল জানিয়েছেন, এখন ধীরে ধীরে অনেকেই তাঁর পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। মাতা সুন্দরী কলেজ থেকেও কিছু ছাত্র-ছাত্রী আসেন তাঁর পাঠশালায়, যারা এই সমস্ত শিশুদের শিক্ষা প্রদান করছে। তাঁদের মধ্যে এক ভাই-বোনও আছে, যারা স্নাতক প্রথম বর্ষে পড়ছে। থান সিং ভাই ও বোনকে পড়াশোনার জন্য চার হাজার টাকা দেন। সেই অর্থের সাহায্যে তাঁরা নিজেদের পড়াশোনা আরও জোরদার করতে পারবে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার দিকেও খেয়াল রাখা হয়

থান সিং শিশুদের দিনে দুই থেকে তিন ঘণ্টা শুধুমাত্র পড়াশোনার পাঠ দেন না, এই সময়ে শিশুদের খেলাধুলা, দাবা, ফুটবল ইত্যাদি খেলাও শেখান। থান সিং-এর এই স্কুলটি সেই সমস্ত শিশুদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, যাঁদের পরিবার খোলা আকাশের নিচে থাকে।

৩ থেকে ১৫ বছরের শিশুরা এখানে পড়াশোনা করেন

কনস্টেবল থান সিং জানান, এই স্কুলে ৩ বছর থেকে ১৫ বছরের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। এতে করে অধিকাংশ শিশু অপরাধের পথে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে বলে তাঁর বিশ্বাস। তারা কোনটা সঠিক এবং কোনটা ভুল তা জানতে পারবে। একই সঙ্গে এই শিশুরা শীঘ্রই স্কুলে ভর্তিরও সুযোগ পাবে এবং কঠোর পরিশ্রমে এগিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

ভারতে ১৮৪.৮৭-কোটির ঊর্ধ্বে টিকাকরণ, কোভিড-টেস্ট নিরন্তর কমছে

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): কোভিড-টিকাকরণ অভিযানের আওতায় নতুন মাইলফলকের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৬ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৬৮ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৮৪.৮৭-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৮৪,৮৭,৩৩,০৮১ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। দেশ যখন সুস্থতার দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন কোভিড টেস্ট নিরন্তর কমছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ৪,৬৬,৩৩২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭৯,১৫,৪৬,০৩৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৪,৬৬,৩৩২ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৯৫ জন।

ইস্তফা দিতে নারাজ শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট, সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিলেই ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রস্তুত

কলম্বো, ৫ এপ্রিল (হি.স.): শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দিতে রাজি নন তিনি, মঙ্গলবার দলীয় সদস্যদের জানিয়ে দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষ। তবে, পার্লামেন্টে ১১৩ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যেই দল প্রমাণ করতে পারবে তাঁদের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। জন বিক্ষোভের মধ্যেই সোমবার রাজনৈতিক বৈঠক করেছেন গোতাবায়া রাজাপক্ষ।

শ্রীলঙ্কা পার্লামেন্টে মোট আসন সংখ্যা ২২৫, সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্য ১১৩টি আসন। দেশে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেই গত রবিবার পদত্যাগ করেছেন শ্রীলঙ্কার ২৬ জন মন্ত্রী। এই আর্থিক সঙ্কট মোকাবিলার জন্য বিরোধীদের আহ্বান পর্যন্ত জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জানিয়ে দিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করতে তিনি রাজি নন, কিন্তু কোনও দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারলেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন তিনি।

চণ্ডীগড় প্রসঙ্গে পঞ্জাবের প্রস্তাব একেবারেই অসাংবিধানিক : দীপেন্দর হুডা

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): চণ্ডীগড় ইস্যুতে পঞ্জাবের প্রস্তাবকে ''অসাংবিধানিক'' আখ্যা দিলেন কংগ্রেস নেতা ও রাজ্যসভার সাংসদ দীপেন্দর হুডা। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে দীপেন্দর হুডা বলেছেন, চণ্ডীগড় ইস্যুতে পঞ্জাব যে প্রস্তাব এনেছে তা অসাংবিধানিক। দীপেন্দর হুডা আরও বলেছেন, 'চণ্ডীগড়ের বিষয়ে পঞ্জাবের প্রস্তাব সেই আইনের লঙ্ঘন করে সে আইনের অধীনে ১৯৬৬ সালে পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং হিমাচল প্রদেশ গঠিত হয়েছিল।'

পঞ্জাব সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে হুডা বলেছেন, রাজ্যের অধিকার কেউ যাতে হরণ করতে না পারে সেই অঙ্গীকার করবে হরিয়ানা। তিনটি বিষয় দীর্ঘমেয়াদে ঝুলে রয়েছে, প্রথমত সুতলেজ-যমুনা সংযোগ খাল থেকে জল, দ্বিতীয়ত চণ্ডীগড় রাজ্যের বিষয় এবং সর্বশেষে পঞ্জাবের হিন্দি-ভাষী অঞ্চল, যাকে আমরা হরিয়ানাভি বলে দাবি করেছি।'

শুরু হল মহিলার ভিডিয়ো কলে সিপিএম নেতাকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকির তদন্ত

হুগলি, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : সাইবার মাধ্যমে চন্দননগরের সিপিএম নেতা গোপাল শুক্লর কাছ থেকে টাকার দাবির তদন্ত শুরু করল পুলিশ। চুঁচুড়ায় চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম থানায় সোমবার রাতে তিনি এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেন।

সূত্রের খবর, একটি বৈঠকে ছিলেন গোপালবাবুর ফেসবুক মেসেঞ্জারে একটি অচেনা নম্বর থেকে কল আসে। ধরতেই এক মহিলার নগ্ন ছবি ভেসে ওঠে। মোবাইল স্ক্রিনের এক কোনে গোপাল বাবুর ছবি, ভিডিও কলে যেমনটা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাইবার অপরাধী অপর প্রান্তে, তাই ব্ল্যাকমেল করার ফাঁদ পাতে। সামাজিক বদনাম হওয়ার ভয়ে অনেকে টাকা দিতে রাজি হন।

এক্ষেত্রে ভয় না পেয়ে গোপাল সোজা পুলিশে অভিযোগ করেন। প্রথমে চন্দননগর থানায় যান। সিপিএমের যুব নেতা গোপাল জানান, অচেনা নম্বরে ভিডিও কল ধরতেই বিপত্তি। পায়েল রেড্ডি নামে এক জনের অ্যাকাউন্ট থেকে কল আসে এবং গোপালকে ব্ল্যাকমেল করা হয়। সাইবার অপরাধের বিষয়টা তাঁর জানা ছিল। তাই টাকা দেননি। তবে সামাজিক সম্মান বাঁচাতে যে কেউ এই ফাঁদে পা দিতে পারেন। গোপাল বলেন, ''তড়িঘড়ি ঘটনাটি ফেসবুকে জানিয়ে বন্ধুদের সতর্ক করি। সাইবার থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।''হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক মেসেঞ্জারে অচেনা নম্বর থেকে আসা ভিডিও কল ধরলে এমন ফাঁদে পা দিতে পারেন যে কেউ। কয়েক সেকেন্ডের নগ্ন ভিডিও দেখানোর পরেই শুরু হয় ব্ল্যাকমেল। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম অথবা টুইটারের মতো নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকার দাবি করে সাইবার অপরাধীরা।

চন্দননগর পুলিশের পক্ষ থেকে লাগাতার সতর্কতামূলক প্রচার করা হচ্ছে সাইবার অপরাধের ফাঁদে পা না দিতে। তা-ও দেখা যাচ্ছে অনেকে নিজেদের অজান্তে বা অজ্ঞতার কারণে এই ফাঁদে পা দিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন। সাইবার অপরাধ দিন দিন বাড়তে থাকায় চন্দননগর পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলকে থানায় পরিণত করা হয়েছে। যেখানে ওসি একটি দল অপরাধ দমনে কাজ করছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় প্রতি দিন এই ধরনের অভিযোগ জমা পড়ছে।

সাইবার ক্রাইম থানা থেকে সম্প্রতি 'সাইবার লাইটস রিস্ক ভিশন' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে মোবাইল সিম কার্ড কেনা থেকে স্মার্ট ফোন ব্যবহার করলে কী কী ভাবে প্রতারণার শিকার হতে পারেন, তা ছোটো ছোটো ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। ব্যাঙ্কে প্রতারণা, এটিএম ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডে প্রতারণা, মোবাইলে অ্যাপ ডাউনলোড করিয়ে প্রতারণা, পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে প্রতারণা এবং 'সেক্সটরশন'-এর মতো বিষয়ের শিকার যাতে না হন সাধারণ মানুষ, তার জন্য সচেতন করা হয়েছে। অনেকে সচেতন হয়েছেন, আবার অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা স্মার্ট ফোন ব্যবহার করলেও কী ভাবে অপরাধের শিকার হয়ে যাবেন, তা বুঝতে পারছেন না। তাঁদের এই ইউটিইউব দেখতে উৎসাহ দিচ্ছেন সাইবার থানার আধিকারিকরা। এই চ্যানেল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সাবস্ক্রাইব করা যায়।

টিপের অধিকারের আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা নিয়ে মেয়েদের বাঁচার অধিকারের আন্দোলনের ডাক তসলিমার

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : ''টিপ পরার অধিকারের আন্দোলন থেকেই না হয় শুরু হোক সব রকম স্বাধীনতা নিয়ে মেয়েদের বাঁচার অধিকারের আন্দোলন।'' সামাজিক মাধ্যমে এই আবেদন করেছেন তসলিমা নাসরিন। তিনি লিখেছেন, ''সুবর্ণা মুস্তাফা বিখ্যাত মহিলা। তিনি যদি শিক্ষিকা লতা সমাদ্দারকে এক মৌলবাদী পুলিশের অপমান অপদস্থ করার বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদে প্রতিবাদ না করতেন, সোশ্যাল মিডিয়ায়, পত্র পত্রিকায়, টিভিতে এ নিয়ে খবর হতো না। কেউ পোস্টার নিয়ে রাস্তায় প্রতিবাদ করতে বেরোতো না।

মেয়েরা বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত অপমানিত হচ্ছে। ঘরে বাইরে, অফিসে আদালতে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে, হাটে মাঠে ঘাটে, বাসে ট্রেনে, লঞ্চে সর্বত্র। কটি অপমানের প্রতিবাদ হয়? মেয়ে হয়ে জন্মেছে, সে কারণে পেতে হচ্ছে অবজ্ঞা, উপেক্ষা, হেনস্থা, নির্যাতন। টিপ অতি তুচ্ছ বিষয়। টিপ পরলেই বাঙালি সংস্কৃতি টিকে থাকবে, তা না হলে নয়, এ ঠিক কথা নয়। প্রতিটি মেয়ে নির্বিঘ্নে টিপ পরলেও বাঙালি সংস্কৃতির মাথা লক্ষ্য করে অনেক আগেই বড় এক কোপ বসানো হয়ে গেছে। সে কারণে আমরা চারদিকে দেখছি বাঙালি মেয়েদের মাথায় আরবীয় সংস্কৃতির হিজাব, বোরখা।

টিপ পরার অধিকার যেমন চাই, যা কিছু পরারও তো অধিকার চাইতে হবে, সমুদ্র সৈকতে বিকিনি পরার অধিকার, রাস্তায় মিনিস্কার্ট পরার অধিকার, শর্টস পরার অধিকার, লো-কাট শার্ট পরার অধিকার, মোদ্দা কথা লুঙ্গি গেঞ্জি ঘোড়ার ডিম অর্থাৎ যা-ইচ্ছে-তাই পরার অধিকার। এবং একই সঙ্গে না-পরার অধিকারও চাইতে হবে। হিজাব বোরখা না পরার অধিকার, ওড়না নামের বাড়তি কাপড় না পরার অধিকার। নানা কিছু করা এবং না করার অধিকারও চাইতে হবে। যেখানে খুশি সেখানে যাওয়ার অধিকার, যার সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে, তার সঙ্গে মেশার অধিকার, রোজার সময় ক্যাফে রেস্তোরাঁয় খাওয়ার অধিকার, এবং অতি অবশ্যই নিরাপত্তার অধিকার। নামাজ না পড়ার অধিকার, রোজা না করার অধিকার, যা করতে ইচ্ছে করে না, তা না করার অধিকার, পুরুষের এবং ধর্মের শাসন না-মানার অধিকার। মানার এবং না-মানার প্রচুর অধিকার থেকে বাংলাদেশের মেয়েরা ভয়াবহ রকম বঞ্চিত।''

শিলচরে কংগ্রেস ভবনের পর হাতাহাতি করিমগঞ্জের ইন্দিরা ভবনে, সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত বিধায়ক কমলাক্ষ

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ এপ্রিল (হি.স.) : কথায় আছে দুর্দিনে সকল মতভেদ ও মতানৈক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। কারণ একমাত্র একতাই পুনরায় প্রতিষ্ঠা পেতে সহায়তা করে। কিন্তু শতাব্দি-প্রাচীন কংগ্রেস সমগ্র দেশের সঙ্গে বরাক উপত্যকায়ও বহুল প্রচলিত এই প্রবাদ থেকে কোনও শিক্ষা নিতে পারেনি। রাজ্যসভা নির্বাচন নিয়ে শতাব্দি-প্রাচীন কংগ্রেস অন্তর্কোন্দলে জর্জরিত। যে কোনও দলে মতান্তর থাকতেই পারে। কিন্তু মতান্তর মনান্তরে পরিণত হলে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। শতাব্দি-প্রাচীন কংগ্রেস দল মনান্তরের ফলে অন্তর্জলি যাত্রার দিকে ধীরে ধীরে ধাবিত হচ্ছে। গতকাল দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের দরুন শিলচরের জেলা কংগ্রেস ভবন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এর রেশ কাটতে না-কাটতেই আজ মঙ্গলবার সকালে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে করিমগঞ্জের দলীয় জেলা সদর কার্যালয় ইন্দিরা ভবন।

প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ এবং জেলা সভাপতি সতু রায়ের উপস্থিতিতেই রণক্ষেত্রের রূপ নেয় ইন্দিরা ভবন। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, দলীয় দুই কর্মকর্তার মধ্যে সৃষ্ট সংঘাত আটকাতে গিয়ে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে মাথায় অল্পবিস্তর আঘাতপ্রাপ্ত হতে হয়। জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় কর্তৃক জারিকৃত দলীয় একটি চিঠিই এই ঘটনার মূল কারণ।

রাজ্যসভা নির্বাচনে দলীয় বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদ ব্যালট পেপারে সংখ্যায় ১ (এক)-এর পরিবর্তে ইংরেজি বর্ণাক্ষরে ''ওয়ান'' লিখেছিলেন। এতে তাঁর ভোটটি বাতিল বলে বিবেচিত হয়। সিদ্দেক ইচ্ছাকৃতভাবেই এমনটা করে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে নিজের সমর্থন জানিয়েছেন। এই অভিযোগে দলীয় কর্মী সমর্থকরা জেলার বিভিন্ন স্থানে সিদ্দেক আহমেদের কুশপুতুল দাহও করছেন। এ ব্যাপারে জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় দলের পক্ষ থেকে একটি চিঠি ইস্যু করেন। দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে এই চিঠিতে সতু রায় নির্দেশ দেন, দক্ষিণ করিমগঞ্জ ব্লকে সিদ্দেকের কুশপুতুল দাহ করে এর ছবি সদর কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। সতু রায় কর্তৃক ইস্যু করা এই চিঠির সূত্র ধরেই মঙ্গলবার সকালে ইন্দিরা ভবন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

ইন্দিরা ভবনের অফিস সুপারিনটেনডেন্ট ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী চিঠির বিষয়বস্তু ঠিক হয়নি বলে জেলা সভাপতি সতু রায়কে বলেন। এভাবে চিঠি ইস্যু করাও উচিত হয়নি বলেও জেলা সভাপতিকে বলেন ফয়েজ আহমদ চৌধুরী। সে সময় বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ সহ জেলা কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীগণও জেলা কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন। জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (অর্গানাইজেশন) পঙ্কজ নাগ এ নিয়ে ফয়েজ আহমদের বিরোধিতা করেন। জেলা সভাপতি নির্দিষ্ট কোনও ব্লককে এভাবে চিঠি লিখতে পারেন না।

এটা দলীয় অনুশাসনের মধ্যে পড়ে না। এই বিষয়গুলোই জেলা সভাপতিকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন অফিস সুপারিনটেনডেন্ট ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী। কিন্তু পঙ্কজ নাগ জেলা সভাপতির পক্ষ নিয়ে ফয়েজ আহমেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং জেলা সভাপতি কর্তৃক ইস্যুকৃত চিঠিটি ঠিক আছে বলে জোর গলায় বলতে থাকেন পঙ্কজ। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়। কেউ কারও পক্ষ ছাড়তে রাজি নন। এক সময় উভয়ের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ শুরু হয়। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ এবং জেলা সভাপতি সতু রায়ের সামনে দলীয় দুই পদাধিকারীর মধ্যে তুমুল বচসা চলতে থাকলেও উভয়ে তখন পর্যন্ত নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি একসময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

এতক্ষণ ধরে উভয়ের মধ্যে চলতে থাকে তুমুল বাদানুবাদ। তা পরে হাতাহাতির পর্যায়ে চলে আসে। বিধায়ক ও জেলা সভাপতি তখন পর্যন্ত বিষয়টি সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেননি বলে সে সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুকদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি অন্য মোড় নিয়ে নেয়। উত্তেজিত পঙ্কজ নাগ এবং ফয়েজ আহমদ চৌধুরী চেয়ার ও লাঠি হাতে নিয়ে একে অপরের দিকে তেড়ে আসেন। সঙ্গে চলে অশালীন গালিগালাজ। ঘটনা চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার পর বিধায়ক ও জেলা সভাপতির সম্বিৎ ফিরে। চেয়ার হাতে নিয়ে তেড়ে আসা পঙ্কজ নাগকে আটকাতে গিয়ে বিধায়ক কমলাক্ষ সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে একসময় বিধায়কের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীকেও মাঠে নামতে হয়। দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত অন্যান্য কর্মী সমর্থকদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। পরবর্তীতে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির বিষয়টি শীঘ্রই দলের ভিতরেই সমাধান করা হবে বলে উভয় পক্ষকে শান্ত করেন জেলা সভাপতি সতু রায়।

বিধায়ক কমলাক্ষ নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, বিষয়টি পঙ্কজ এবং ফয়েজের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। সামান্য ব্যাপার নিয়ে উভয়ের মধ্যে সাময়িক উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ভুল বোঝাবুঝি খুব শীঘ্রই দূর হয়ে যাবে বলে দাবি করেছেন বিধায়ক কমলাক্ষ। দলের মিডিয়া সেলের চেয়ারম্যান শুভঙ্কর দাস দলীয় নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে এক বার্তায় দলের এই দুঃসময়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

ভারত সম্পর্কিত বিকৃত তথ্য প্রচার! ২২ ইউটিউব চ্যানেল ব্লক কেন্দ্রের, তালিকায় ৩টি টুইটার অ্যাকাউন্টও

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও জনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিকৃত তথ্য প্রচারের অভিযোগে ২২টি ইউটিউব চ্যানেল ব্লক করল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক জানিয়েছে, ওই ২২টি ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে ১৮টি ভারতীয় এবং চারটি পাকিস্তানকেন্দ্রিক চ্যানেল রয়েছে। এছাড়াও তিনটি টুইটার অ্যাকাউন্ট, একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এবং একটি নিউজ ওয়েবসাইটও ব্লক করা হয়েছে। এই বছরের শুরুতেই ৩৫টি ইউটিউব চ্যানেল এবং দু''টি ওয়েবসাইট ব্লক করেছিল তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। তারপর আবার এপ্রিল মাসেই ২২টি ইউটিউব চ্যানেল ব্লক করল ভারত সরকার। অভিযোগ, ওই ইউটিউব চ্যানেলগুলি বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের লোগো ব্যবহার করছে। শুধু তাই নয়, তারা দর্শকদের বিভ্রান্ত করতে উল্টোপাল্টা থাম্বনেল ব্যবহার করে। বিকৃত তথ্য দেওয়ার অভিযোগেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

নিগেন লেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করলেন ওমর, লোকসভায় বিষয়টি উত্থাপন করলেন ফারুক

শ্রীনগর, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : শ্রীনগরের নিগেন লেক পরিদর্শন করলেন জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সহ-সভাপতি ওমর আব্দুল্লাহ। শনিবার পুড়ে যাওয়া হাউসবোটের মালিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। অন্যদিকে, নিগেন লেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি লোকসভায় উত্থাপন করেছেন লোকসভার সাংসদ ও ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ।

সোমবার ভোররাতে নিগেন লেকের কোনও একটি হাউসবোটে আগুন লাগে, আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী আরও ৬টি হাউসবোটে। আগুনে পুড়ে যায় ৭টি হাউসবোট। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন হাউসবোটের মালিকরা। ওমর আব্দুল্লাহ এদিন টুইট করে জানিয়েছেন, পুড়ে যাওয়া হাউসবোটের মালিকদের সঙ্গে দেখা করতে নিগেন লেকে গিয়েছে। পর্যটকদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে বলে তাঁকে জানানো হয়েছে। লোকসভায় এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন ফারুক আব্দুল্লাহ। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আর্থিক সাহায্যের অনুরোধ করেছেন তিনি।

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আকাশছোঁয়া দাম, করুণ দুর্দশার মধ্যে শ্রীলঙ্কার নাগরিক

কলম্বো, ৫ এপ্রিল (হি.স.): চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটে বেসামাল অবস্থা শ্রীলঙ্কায়। সঙ্কটের দরুণ দেশে মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছুঁয়েছে। চালের দাম ২২০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম এবং এক কিলোগ্রাম গুঁড়ো দুধ বিক্রি হচ্ছে ১৯০০ টাকা দরে। ফলের দামও আকাশছোঁয়া। ফলের দামও অগ্নিমূল্য। মঙ্গলবার কলম্বোর একটি বাজারে আপেল বিক্রি হয়েছে ১০০০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম, নাশপাতি বিক্রি হয়েছে ১৫০০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম দরে।নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আকাশছোঁয়া দামে করুণ দুর্দশার মধ্যে শ্রীলঙ্কার নাগরিকরা। বিক্রেতারা জানিয়েছেন, ৩-৪ মাস আগে আপেল বিক্রি হয়েছিল ৫০০ টাকা প্রতি কেজি ধরে, কিন্তু এখন বিক্রি হচ্ছে ১০০০ টাকা প্রতি কেজি দরে। মানুষের হাতে টাকা নেই। ঠিকমতো বিদ্যুৎ নেই, খাবার নেই, অগ্নিমূল্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম, সবমিলিয়ে দুর্দশার মধ্যে শ্রীলঙ্কার নাগরিকরা।

জয়সেলমের-এ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ৩, অসুস্থ আরও ৫ জন

জয়সেলমের, ৫ এপ্রিল (হি.স.): রাজস্থানের জয়সেলমের জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন ৩ জন। এই ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও ৫ জন। তাঁদের মধ্যে একজনকে সঙ্কটজনক অবস্থায় যোধপুরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি ৪ জন স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হতাহতরা সকলেই বাসের ওপরে বসে গন্তব্যে যাচ্ছিলেন। সেই সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। মঙ্গলবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে জয়সেলমের জেলার পোলজি ডেয়ারির কাছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মেলায় যাচ্ছিল একটি বাস। বাসের ছাদে বসেছিলেন কয়েকজন। পোলজি ডেয়ারির কাছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ৮ জন। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। ডাঃ ভি কে বর্মা জানিয়েছেন, একজনকে সঙ্কটজনক অবস্থায় যোধপুরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি ৪ জন স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সঞ্জয় রাউতের সম্পত্তি অ্যাটাচ করল ইডি, শিবসেনা নেতা বললেন আমি ভয় পাই না

মুম্বই, ৫ এপ্রিল (হি.স.): শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন সম্পত্তি সংযুক্ত (অ্যাটাচ) করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ১,০৩৪ কোটি টাকার পাত্র চল জালিয়াতির তদন্তে নেমে এই পদক্ষেপ করেছে ইডি। তবে, শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, তিনি মোটেও ভীত নন। ইডি জানিয়েছে, গুরু আশিস কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের প্রাক্তন পরিচালক প্রবীন রাউত, সঞ্জয় রাউতের সম্পত্তি, তাঁর স্ত্রী বর্ষা রাউতের দাদরের আবাসন এবং বর্ষা রাউত ও সুজিত পাটকরের স্ত্রী স্বপ্না পাটকরের যৌথ আলিবাগ প্লট, মোট ১১.১৫ কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত করা হয়েছে।

ইডি-র এই পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, 'আমি মোটেও ভয় পাচ্ছি না, আমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করুন, আমাকে গুলি করুন অথবা জেলে ঢুকিয়ে দিন, সঞ্জয় রাউত হলেন বালাসাহেব ঠাকরের অনুসারী এবং একজন শিব সৈনিক, আমি লড়াই করব এবং সবার মুখোশ খুলে দেব। আমি চুপ থাকার নই, তাদের নাচতে দাও। সত্যের জয় হবে।'

কেরলে দৈনিক সংক্রমণ কমে ৩৫৪, ফের মৃত্যুহীন দক্ষিণের এই রাজ্য

তিরুবনন্তপুরম, ৫ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা নিরন্তর কমছে। মঙ্গলবার সারাদিনে কেরলে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫৪ জন, এই সময়ে কারও মৃত্যু হয়নি। সুস্থতার সংখ্যা অনেকটাই বেশি, মঙ্গলবার সারাদিনে সুস্থ হয়েছেন ২৮২ জন। কেরলের স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিনে জানিয়েছে, মঙ্গলবার কেরলে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫৪ জন, মৃত্যু হয়নি কারও। সুস্থ হয়েছেন ২৮২ জন। তবে, তথ্যের অভাবে আগে যুক্ত না হওয়া ৩টি মৃত্যু ও কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন গাইডলাইন অনুযায়ী ৬৪ জনের মৃত্যু যুক্ত করা হয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৮,১৯৬-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে কেরলে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২,৫০৭ জন।

ভারতে বিমান ভ্রমণের সময় অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে : সিভিল এভিয়েশনের মহাপরিচালক অরুণ কুমার

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : ভারতে বিমান ভ্রমণের সময় অবশ্যই মাস্ক পরতে হবেই। দিল্লি এবং মুম্বাই শহরে লোকেরা মাস্ক পরে নাও থাকতে পারে, তবে বিমানবন্দরে এবং দেশে ফ্লাইটে ওঠার সময় মাস্ক ব্যবহার করা এখনও গুরুত্বপূর্ণ। বিবৃতি দিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন সিভিল এভিয়েশনের মহাপরিচালক অরুণ কুমার।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত বছর মার্চ মাসে, ডিজিসিএ বলেছিল যে যাত্রীরা যারা ফ্লাইটে মাস্ক পরতে অস্বীকার করবেন, তাদের নামিয়ে দেওয়া হবে এবং অবাধ্য বলে বিবেচিত হবেন। এই নিয়মটি এখনও প্রযোজ্য রয়েছে। তাই ভ্রমণের সময় মাস্ক পরা, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অবশ্যই দরকার। করোনায় সংক্রমণ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে। তাই মহারাষ্ট্রে মাস্কের বাধ্যতা তুলে নিয়েছে, তাই জনসাধারণের কাছে এটি পরার প্রয়োজন নেই। রাজ্যে বিবাহ, জিম, হোটেল এবং বাসগুলিতে মাস্ক পরতে হয় না। দিল্লিতেও মাস্ক পরে না এমন লোকেদের শাস্তি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে।

লোয়াইরপোয়া সমবায়ের প্রকাশিত শেয়ারহোল্ডার তালিকায় ওজর-আপত্তির শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল

বাজারিছড়া (অসম), ৫ এপ্রিল (হি.স.) : অসম সমবায় সমিতির ২০০৭/২৬/৩-এর নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার মাধ্যমে লোয়াইরপোয়া সমবায় সমিতির শেয়ার হোল্ডারদের নতুন তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই তালিকা সকলের দেখার জন্য বিভাগীয় কার্যালয়ে টাঙানো হয়েছে। প্রকাশিত তালিকায় কোনো ওজর-আপত্তি থাকলে বা কোনও সভ্যজ অথবা সভ্যাীর মৃত্যুম হলে তাঁর পরিবর্তে যোগ্যয উত্তরাধিকারী শেয়ার গ্রহণ করতে পারেন।

সে অনুয়ায়ী ইচ্ছুকদের আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকারি ছুটির দিন ছাড়া যে কোনও কর্মদিবসে সকাল দশটা থেকে চারটার মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল করতে বলা হয়েছে। ৩০ এপ্রিলের পর এ ব্যানপারে আর কোনও ওজর-আপত্তি, নাম সংযোজন বিয়োজন ইত্যারদি দাবি গ্রহণ করা হবে না। এক প্রেস বার্তায় খবরটি জানিয়েছেন লোয়াইরপোয়া সমবায় সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে শংকরপ্রসাদ লোহার ও মানসরঞ্জন হোমচৌধুরী।

আগরতলা পুর নিগমের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

দৈনিক কোভিড-সংক্রমণ কমে ৭৯৫ ভারতে ফের কিছুটা বাড়ল মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমতে কমতে ৮০০-র নীচে নেমে এল, তবে শেষ ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার) ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭৯৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৫৮ জন রোগীর। ভারতে এই মুহূর্তে দৈনিক সংক্রমণের হার ০.১৭ শতাংশ।

সোমবার সারাদিনে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১, ২০,৫৪-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৫৪৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৩ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৬ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৬৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৮৪,৮৭,৩৩,০৮১ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৮ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২১,৪১৬ জন (১.২১ শতাংশ)। সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,২৮০ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৪,৯৬,৩৬৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৬ শতাংশ।

বোরোডিয়াঙ্কায় রুশ নৃশংসতা নাৎসি অত্যাচারকেও লজ্জা দেবে : জেলেনস্কি

কিয়েভ, ৫ এপ্রিল (হি.স.): ইউক্রেনের শহর বুচায় রুশ বাহিনীর নৃশংসতা দেখে কেঁদেছে গোটা বিশ্ব। রুশ বাহিনী যে আরও ভয়ানক নৃশংসতা চালিয়েছে তা মঙ্গলবার জানালেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি জানালেন, বুচার থেকেও ভয়াবহ অবস্থা ইউক্রেনের শহর বোরোডিয়াঙ্কার। এমন নৃশংসতা যা ৮০ বছর আগের নাৎসি অত্যাচারকেও লজ্জা দেবে।

একটি ভিডিও বার্তায় জেলেনস্কি দাবি করেছেন, বোরোডিয়াঙ্কায় অত্যাচারিত এবং নিহত সাধারণ নাগরিকের সংখ্যা বুচার থেকে কয়েক গুণ বেশি। এই এলাকাগুলিতে রুশ বাহিনী যে ভাবে নৃশংসতা চালিয়েছে, তা ৮০ বছর আগের নাৎসি অত্যাচারকেও লজ্জা দেবে। উল্লেখ্য, গত রবিবারই ইউক্রেনের বুচা শহরে রুশ সেনার অত্যাচারের ভয়াবহতা প্রকাশ্যে আসে। একের পর এক গণকবর, ৩০০-রও বেশি নাগরিকের মৃত্যু, মৃত মহিলাদের শরীরে পোড়া স্বস্তিক চিহ্নের দাগ এমনকি ১০ বছরের বালিকার গোপনাঙ্গে আঘাত এবং অত্যাচারের চিহ্নও স্পষ্ট। যা দেখে কেঁদেছে গোটা বিশ্ব।

মঙ্গলবার ভিডিও বার্তায় ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, “বুচার মতো বোরোডিয়াঙ্কা এবং অন্যান্য শহরগুলির মানুষ কী ভাবে রুশ বাহিনীর হাতে অত্যাচারিত হয়েছেন তার যাবতীয় তথ্য সংবাদমাধ্যমের সামনে আনতে চাই আমরা। আমরা চাই, সাংবাদিকরা এই সব শহরে আসুন। গোটা বিশ্বকে জানান রাশিয়া আমাদের প্রিয় ইউক্রেনের কী অবস্থা করেছে।”

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করা গণতন্ত্র ও সমাজের জন্য অপরিহার্য : সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করা গণতন্ত্র এবং সমাজের জন্য অপরিহার্য। দলীয় সাংসদদের এই বার্তাই দিলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। মঙ্গলবার সকালে ১০ জনপথে দলের একটি বৈঠকের পৌরহিত্য করেন কংগ্রেস সংসদীয় পার্টি (সিপিপি)-র চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক চলাকালীন সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, ‘আমাদের পুনরুজ্জীবন কেবল আমাদের একার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, বরং গণতন্ত্র এবং সমাজের জন্যও এটা অপরিহার্য।’

এদিন বিরোধীদের ‘ভয় দেখানো’-র জন্য সোনিয়া গান্ধী সরকারে থাকা এনডিএ জোটকে তোপ দাগেন। পাশাপাশি এদিন দলীয় সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে সোনিয়া দাবি করেন, ইউক্রেন থেকে ফিরিয়ে আনা মেডিকেল শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত শীঘ্রই নিশ্চিত হওয়া দরকার। এদিনের বৈঠকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধী, পি চিদম্বরম, অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২৪ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীর সফরে প্রধানমন্ত্রী, কাশ্মীরি পন্ডিতদের সঙ্গে হতে পারে কথা মোদীর

জম্মু, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : চলতি মাসের শেষের দিকে জম্মু-কাশ্মীর সফরে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এটাই হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সরকারি সফর। বিজেপি সূত্রে মঙ্গলবার জানা গিয়েছে, জম্মু-কাশ্মীর সফরে এসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কাশ্মীরি পন্ডিতদের হতে পারে কথা। জম্মু-কাশ্মীর বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অশোক কৌল জানিয়েছেন, আগামী ২৪ এপ্রিল জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষ্যে জম্মু-কাশ্মীরের সাম্বাতে স্থানীয় প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলনে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। অশোক কৌল জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী এবং কাশ্মীরি পন্ডিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি বৈঠকের জন্য প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সামনে নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর এই সফর সম্পর্কে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

পঞ্চভূতে

● আটের পাতার পর

হয়েছেন। প্রথমে উনার কফিনবন্দি দেহ নিয়ে দুই ছেলে সহ আত্মীয়-স্বজন ধর্মপ্রাণ ভক্ত সকলে মিলে বাবার মন্দির প্রদক্ষিণ করা হয়। ছেলে বাড়িতে এসে পৌঁছনোর খবর পেয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে হাজার হাজার জনগণ মূহুর্তরে মধ্যে মন্দির প্রাঙ্গনে এসে হাজির হয়। অশ্রু সিক্ত নয়নে শেষ বিদায় জানান তাদের সকলের প্রিয় সমাজসেবীকে। মূল মন্দিরের পাশেই ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে উনার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

বিগত ৮ বছরে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে ভারতের সামুদ্রিক সেক্টর : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): জাতীয় সামুদ্রিক দিবসে ভারতের গৌরবান্বিত সামুদ্রিক ইতিহাসকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে ভারতের আর্থিক প্রগতির ক্ষেত্রে সামুদ্রিক সেক্টরের গুরুত্বও দৃষ্টিগোচরে আনলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, বিগত ৮ বছরে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে ভারতের সামুদ্রিক সেক্টর এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

৫ এপ্রিল দিনটি জাতীয় সামুদ্রিক দিবস হিসেবে পালিত হয়। মঙ্গলবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ’বিগত ৮ বছরে বন্দর-কেন্দ্রিক উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বন্দরের ক্ষমতা সম্প্রসারণ করা এবং বিদ্যমান সিস্টেমগুলিকে আরও দক্ষ করে তোলা। ভারতীয় পণ্যের নতুন বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে জলপথ ব্যবহার করা হচ্ছে।’ প্রধানমন্ত্রী টুইটে আরও জানান, ’অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার জন্য সামুদ্রিক সেক্টরকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি সামুদ্রিক ইকো-সিস্টেম এবং বৈচিত্র্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে, যে জন্য ভারত গর্বিত।’

জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি নিশ্চিত করার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাবে পুলিশ : ডিজিপি

শ্রীনগর, ৫ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি নিশ্চিত করার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাবে পুলিশ। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জনগণকে আশ্বস্ত করে জানালেন জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং। একইসঙ্গে ডিজিপি জানিয়েছেন, বিগত ৩ মাসে জম্মু-কাশ্মীরে নিকেশ হয়েছে ৪২ জন সন্ত্রাসবাদী। সোমবারই শ্রীনগরের লালচকের মাইসুমা এলাকায় সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারান সিআরপিএফ-এর একজন জওয়ান। মঙ্গলবার সকালে বদগাম জেলায় শহিদ সিআরপিএফ হেড কনস্টেবল বিশাল কুমারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিংও।

পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, বিগত ৩ মাসে জম্মু-কাশ্মীরে নিকেশ হয়েছে ৪২ জন সন্ত্রাসবাদী। তিনি বলেছেন, জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি নিশ্চিত করার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাবে পুলিশ। পাশাপাশি ভিন রাজ্যের নাগরিকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ডিজিপি বলেছেন, ’এই ধরনের হামলা আসলে বর্বরতা। সুশীল সমাজ-সহ সবাই এই ধরনের হামলার নিন্দা করেছে। আমরাও এই ধরনের হামলার নিন্দা জানাই।’

জীবন রক্ষাকারী ওষুধের অভাবে শ্রীলঙ্কায় স্বাস্থ্যে জরুরি অবস্থা জারি

কলম্বো, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট চলছে শ্রীলঙ্কায়। অর্থনৈতিক সংকট এভাবে চলতে থাকলে সামনের দিনগুলোতে ওষুধ সঙ্কট আরও ভয়ংকর রূপ নিতে পারে। তাই জীবন রক্ষাকারী ওষুধের অভাবে শ্রীলঙ্কায় স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর হয়েছে এই জরুরি অবস্থা।

সরকারি মেডিক্যাল অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংস্থাটির সাধারণ সম্পাদক শেনাল ফার্নান্দো বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত অনেক রোগীদের জীবন বাঁচাবে। ডা. ফার্নান্দো বলেন, ‘স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর, সরকারের উচিত হবে দেশজুড়ে প্রাণ রক্ষাকারী জরুরি ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করা। ’ প্রসঙ্গত, গত কয়েক দিনে বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে জ্বালানির ঘাটতি দেখা দেওয়ায় দেশটিতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে দৈনিক ১০-১২ ঘন্টা করে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দ্বীপরাষ্ট্রটির প্রশাসন। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসের সর্বদলীয় সরকার গঠনের ডাক ফিরিয়ে দিয়েছে বিরোধীরা। অন্যদিকে কলম্বোসহ বিভিন্ন শহরে গোতাবায়ার পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে।

চাম্পাহাওয়রে

● প্রথম পাতার পর

যুবককে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। দুই আগ্নেয়াস্ত্র পাচারকারীকে বিহারের মুঙ্গের জেলার বাসিন্দা সুমন কুমার (২৯) এবং শাপলা জেলার বিকাশ কুমার তিওয়ারি (৩২) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। পিস্তল সহ ধৃতদের বয়ান অনুযায়ী আগ্নেয়াস্ত্র কারবার ও পাচারের সঙ্গে ইন্দ্রজিতের যোগাযোগ রয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্র কারবারে যুক্ত বড় চক্রের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অসুস্থ

● প্রথম পাতার পর

তাঁকে বহিঃরাজ্যে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সে মোতাবেক আজ সন্ধ্যায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে কলকাতায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ দিল্লি থেকে আগরতলায় ফিরেই সোজা চলে যান হাসপাতালে। সেখানে রাজ্যপালের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন তিনি। এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, হাসপাতালে গিয়ে রাজ্যপালের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছি। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর কাছে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন।

একইদিনে

● প্রথম পাতার পর

অলক্ষ্যে ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

উদয়পুরের ছাতারিয়া এলাকায় এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। আত্মঘাতী যুবকের নাম কমল সরকার। স্ত্রীর সঙ্গে কলহের জেরে যুবক ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে জানা গেছে। আর কে পুর থানার পুলিশ ওই যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গোমতী জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

রাজ্যসভার

● প্রথম পাতার পর

করে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি আশ্বস্ত করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে মিলে ত্রিপুরার সামগ্রিক বিকাশ এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে অংশীদারিত্ব এবং প্রচেষ্টা জারি রাখবেন।

এদিন এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যসভার সদস্য পদে শপথ নেওয়ার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাথে তিনি লেখেন, আমি নিশ্চিত, সংসদের উচ্চকক্ষের অন্যান্যদের সাথে মিলে দেশের নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন এবং রাজ্যবাসীর উন্নতির জন্য ত্রিপুরার কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজের ছাপ রাখবেন।

বইমেলার সামাপ্তি দিনে

● প্রথম পাতার পর

দেবরায়। এই তিনজনকেই উত্তরীয়, স্মারক, মানপত্র ও পুরস্কারের অর্থমূল্য হিসেবে ১ লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়াও সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত জগতে বিশেষ অবদানের জন্য শচীন দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে মনোরঞ্জন দেবকে। ভাস্কর্য, চিত্রকলা, ফাইন আর্টস এবং গ্রামীণ চিত্রকলায় বিশেষ অবদানের জন্য ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন তাপসী দেববর্মা, বাংলা ও ককবরক সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন বিমান ধর, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতে বিশেষ অবদানের জন্য কালীকিংকর দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন জহর ব্যানার্জী, নাটক ও যাত্রাপালার বিকাশে বিশেষ অবদানের জন্য ত্রিপুরেশ মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন ননী দেব, বাংলা ও ককবরকে ছোটগল্পে বিশেষ অবদানের জন্য (এবছর বাংলা ভাষায় ছোটগল্পের জন্য) ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন মিলন কান্তি দত্ত।

লোকসংস্কৃতির বিকাশে বিশেষ অবদানের জন্য লালন পুরস্কার পেয়েছেন শান্তনু চৌধুরী, রাধামোহন ঠাকুর স্মৃতি পুরস্কার (শ্রেষ্ঠ বাংলা প্রকাশনা) পেয়েছে অববাহিকা (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ত্রিপুরা রক্তঝরা সোনালী দিন)। দৌলত আহমেদ স্মৃতি পুরস্কার (শ্রেষ্ঠ ককবরক প্রকাশনা) পেয়েছে ককবরক সাহিত্য সভা (তুতেন খামেন নি পিরামিড)। ভিজ্যুয়াল আর্টে বিশেষ অবদানের জন্য সুমঙ্গল সেন স্মৃতি পুরস্কার (যুব পুরস্কার) তুলে দেওয়া হয় সুপর্ণা দেবকে। সঙ্গীত জগতে বিশেষ অবদানের জন্য অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার (যুব পুরস্কার) পেয়েছে মেঘবালিকা (সাংস্কৃতিক দল), নাটকের বিকাশে বিশেষ অবদানের জন্য অজিত মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার (যুব পুরস্কার) পেয়েছেন নবনীতা রায়, নৃত্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সত্যরাম রিয়াং পুরস্কার (যুব পুরস্কার) পেয়েছেন জুস্মিতা রিয়াং।

বইমেলার সমাপ্তি দিনে সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বিশেষ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে সাহিত্যিক শ্যামল চৌধুরীকে। বিশেষ শিক্ষা সম্মাননা পেয়েছেন আব্দুল হামিদ, বিশেষ ক্রীড়া সম্মাননা পেয়েছেন রঞ্জিত ভট্টাচার্য, বিশেষ সাহিত্য সম্মাননা পেয়েছেন নকুল দাস, বিশেষ ভাষা ও সংস্কৃতি সম্মাননা পেয়েছেন কাকলি চাকমা। বইমেলায় শ্রেষ্ঠ মন্ডপ সজ্জার জন্য পারুল প্রকাশনী, পারুল লাইব্রেরি ও মৌমিতা প্রকাশনীকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে ৪০তম আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে ফটো গ্যালারিতে ছবি প্রদর্শনে অংশ নেওয়া চিত্র সাংবাদিকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা দেব সরকার, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

উন্নত সমাজ ব্যবস্থা

● প্রথম পাতার পর

সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এবারের বাজেটেও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের জন্য আগের তুলনায় অধিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য বাজেটে প্রতিবার আর্থিক বরাদ্দ সরকার বৃদ্ধি করে চলেছে। পূর্বতন সরকারের ৫টি বাজেটে বৃদ্ধি হয়েছিল ৪ হাজার কোটি টাকার উপর। আর বর্তমান সরকারের ৫টি বাজেটে বৃদ্ধি হয়েছে ১১ হাজার কোটি টাকার উপর। এটাই প্রমাণ করে ত্রিপুরার অর্থনীতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আগামী ২৫ বছরে ত্রিপুরা কোথায় যাবে সেই রূপরেখাও ইতিমধ্যেই নিরূপণ করা হয়েছে। ছেলেমেয়েরাও তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে অনেকটাই সুবিধা পাবে। কারণ তাদের সামনেও আগামী ২৫ বছরের রূপরেখা চলে এসেছে। এখন ত্রিপুরার যুবদের মধ্যে স্বরোজগারী মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এই চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে তারা নিজেরা আর্থিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জনের রাস্তা খুঁজে পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আলোচনাকালে বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মানুষের জন্য কাজ করছেন। মন কি বাত অনুষ্ঠানেও প্রধানমন্ত্রীর মুখে বার বার ত্রিপুরার নাম উঠে এসেছে। ত্রিপুরার কাঁঠাল কিংবা আপেল কুলের মাধ্যমে স্বরোজগারী ভাবনার কথা বলেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরা থেকে তিনজন পদ্মশ্রী পুরস্কার পাওয়ার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, কাজ করার মানসিকতা থাকতে হয়। সেই সঙ্গে কমিটমেন্ট থাকতে হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরার প্রায় ৬ লক্ষ পরিবারের কাছে বিনামূল্যে চাল সরবরাহ করেছেন। বিনামূল্যে গণবন্টন আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল বলেন, ত্রিপুরার মধ্যে বইমেলা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। দিন দিন এই মেলার আরও উন্নতি এবং সমৃদ্ধি হবে। ৪০তম আগরতলা বইমেলার সম্মাননা জ্ঞাপন ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, বইমেলা শহর থেকে দূরে হলেও আগরতলা বইমেলার জনপ্রিয়তায় কোনও ভাটা পড়েনি। জ্ঞানের যেমন কোনও পরিধি নেই তেমনি দূরত্ব কখনও জ্ঞান আহরণে বাধা হতে পারে না। তার প্রমাণ গত বছর বইমেলায় ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। এবার প্রথম ১১ দিনেই বই বিক্রি হয়েছে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার। ১২ তম দিনে অর্থাৎ শেষ দিনেও বিক্রির পরিমাণ আরও অনেকটাই বেড়ে যাবে। গতবারের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে এবারের বইমেলা।

তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে জ্ঞানের পরিধিকে আরও ছড়িয়ে দিতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। এজন্য জেলায় জেলায় বইমেলা আয়োজনের ব্যবস্থা করেছে সরকার। ইতিমধ্যেই উত্তর জেলা, ঊনকোটি জেলা, ধলাই জেলা ও খোয়াই জেলাতে বইমেলা করা হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে ক্রমান্বয়ে বইমেলার আয়োজন করা হবে। আগামীদিনেও এই বইমেলাকে যাতে আরও সফল করে তোলা যায় এজন্য সহযোগিতা কামনা করেছেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী।

বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। তিনি বলেন, এবছর বইমেলায় ১৬০টির অধিক স্টল অংশ নিয়েছে। আগামীদিনে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি বইমেলা আয়োজনের সাথে যুক্ত প্রতিটি সাবকমিটি ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন তিনি। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা দেব (সরকার), আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব অভিষেক চন্দ্রা, বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশন কার্যালয়ের সহকারি হাইকমিশনার আরিফ মোহাম্মাদ, ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ডের সম্পাদক শুভব্রত দেব, দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাখাল মজুমদার প্রমুখ।

অনিশ্চিত

● প্রথম পাতার পর

কারণে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না, বলেন তিনি। তিনি জানান, উপ-নির্বাচনে সুদীপ রায়বর্মণ ও আশিস কুমার সাহা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ৯৫ শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া, প্রদেশ কংগ্রেসও চাইছে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন। তবে উপ-নির্বাচনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা কংগ্রেস হাইকমান্ড থেকে হবে, প্রদেশ কংগ্রেস প্রস্তাব পাঠাবে।

কিন্তু, উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝক্কি আদৌ নিতে চাইবেন সুদীপ ও আশিস, কিছুটা হলেও অনিশ্চয়তা রয়েছে। কারণ, অতীতের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, উপ-নির্বাচনে জয়ের মুকুট শাসকের ঝুলিতেই গেছে। প্রসঙ্গত, সুদীপ রায়বর্মণ ও আশিস কুমার সাহা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিজেপি বিধায়কের পদ ছেড়েছেন। বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে পুরনো দল কংগ্রেসে ফিরে গেছেন তাঁরা। সাথে তাঁর বক্তব্য, বিজেপি-বিরোধী জোট নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। নির্বাচন ঘোষণা হলে জোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ক্রীড়াঙ্গন

১১ বলে ৪ উইকেট নেই, তবু জয় বেঙ্গালুরুর

ক্ষণে ক্ষণে চেহারা বদলাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও রাজস্থান রয়্যালসের ম্যাচটি। যখন মনে হচ্ছিল বেঙ্গালুরু জিততে যাচ্ছে, ঠিক তখনই তারা দ্রুত ৪ উইকেট হারিয়ে বসল (১১ বলের মধ্যে)। আবার যখন সম্ভাবনাটা রাজস্থানের জোরদার হচ্ছিল, তখনই ঝড় তুললেন দিনেশ কার্তিক। সঙ্গে শাহবাজ আহমেদও। এই দুইয়ের কল্যাণে প্রায় হেরে যাওয়া ম্যাচটি ৪ উইকেটে জিতেছে বেঙ্গালুরু। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমেছিল রাজস্থান। কিন্তু এ ম্যাচে শুরুটা ভালো হয়নি তাদের। দ্রুতই ফিরে যান যশস্বী জয়সওয়াল। ঠিক ছন্দে না থাকলেও দলের হালটা এরপর ঠিকই ধরেন ইংলিশ তারকা জস বাটলার। তিনি দেবদূত পাডিকালের সঙ্গে জুটি বাঁধেন। দুজন মিলে দলকে অনেকটা পথ এগিয়েও দেন। কিন্তু ৩৭ রান করে পাডিকাল ফেরেন হার্শল প্যাটেলের বলে রানআউট হয়ে। তিনি ২৯ বল খেলে, ২টি বাউন্ডারি আর ২টি ছক্কায় নিজের ইনিংসটি সাজিয়েছিলেন। ইনিংসের ১৫ ওভার খুব দ্রুত রান তুলতে পারেনি রাজস্থান। কিন্তু শেষ দুই ওভারে ৪২ রান তুলে তারাই নিজেদের সংগ্রহটাকে নিয়ে যায় ৩ উইকেটে ১৬৯—এ। ৪৭ বলে ৭০ রান করে

শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন বাটলার। তাঁর ইনিংসে ছিল কেবলই ছক্কার ছড়াছড়ি। মেরেছেন ৬টি ছয়। শেষের দিকে শিমরন হেটমায়ার ৩১ বলে ৪২ রান করেন ৪টি বাউন্ডারি ও ২টি ছক্কায়। বেঙ্গালুরুর পক্ষে ১টি করে উইকেট পেয়েছেন ডেভিড উইলি, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও হার্শাল প্যাটেল। ১৭০ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা ভালোই করেন বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি ও অনুজ রাওয়াত। ট্রেন্ট বোল্ট আর প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ পাওয়ারপ্লেতে ভালোই রান দিয়েছেন। উদ্বোধনী জুটিতে ওঠে ৫৫ রান। রাজস্থানকে প্রথম উইকেট উপহার দেন লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল। ডু প্লেসি ২০ বলে ২৯ রান করে আউট হন। তাঁর ইনিংসে ছিল ৫টি বাউন্ডারি। অনুজকে ফেরান প্রসিদ্ধ। তিনি অবশ্য ২৫ বলে ২৬ করেছেন। এরপর বেঙ্গালুরুর জন্য বিপর্যয় হয়ে আসে বিরাট কোহলির রানআউট। এরপর ডেভিড উইলিও ফেরেন। দারুণ শুরুর পর ১১ বলের ব্যবধানে তখন বেঙ্গালুরুর নেই ৪ উইকেট। স্কোরবোর্ডে উঠেছে ৮.৫ ওভারে ৬২। এর পরপরই বেঙ্গালুরুর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন শাহবাজ আহমেদ ও দিনেশ কার্তিক। ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে এ দুজন ৩৩ বলে ৬৭ রানের জুটি গড়ে বেঙ্গালুরুকে জয়ের দিকে এগিয়ে দেন। শাহবাজ ২৬ বলে ৪৫ আর দিনেশ কার্তিক ২৩ বলে ৪৪ করেন। দুজন মিলে মেরেছেন ১১টি বাউন্ডারি আর চারটি ছক্কা। শাহবাজ ট্রেন্ট বোল্টের বলে বোল্ড হলে কার্তিকের সঙ্গে মিলে বাকি কাজটা করে দেন হার্শাল প্যাটেল। তিনি ১টি ছক্কায় ৪ বলে ৯ রান করে কার্তিকের মতোই অপরাজিত থাকেন। রাজস্থানের বোল্ট আর চাহাল ২টি করে উইকেট নিয়েছেন। নবদীপ সাইনি নিয়েছেন ১ উইকেট।

মায়ের স্বপ্ন, তাসকিন একবার আইপিএল খেলবেন

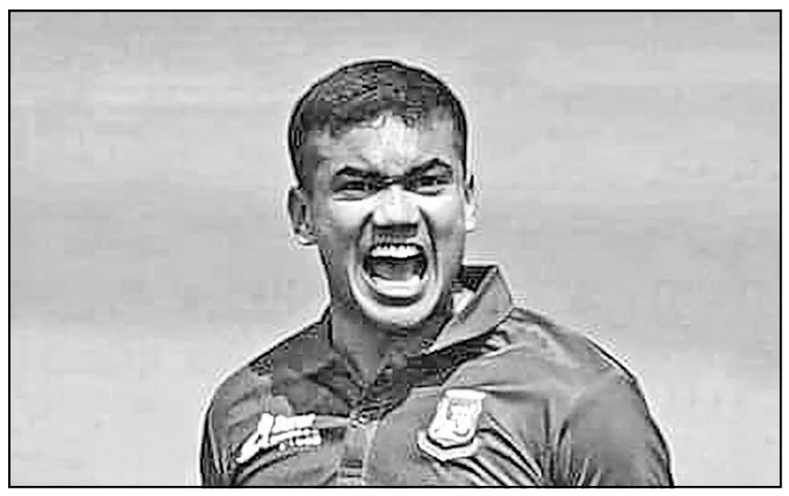

তাসকিনের লক্ষ্য এখন একটাইনিজেকে আরও ওপরে নিয়ে যাওয়া। এ লক্ষ্যেই আরও পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি। ধারাবাহিকভাবে ভালো করলে এবং নিজেকে আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে পারলে আইপিএলে খেলার সুযোগ আবার আসবে বলেই মনে করেন বাংলাদেশের পেসার। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৮ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি তাসকিন। ডারবানে টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ বড় ব্যবধানে হারলেও ভালো বোলিং করেছেন বাংলাদেশের পেসার। প্রথম ইনিংসে কোনো উইকেট পাননি। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে ১১ ওভার বোলিং করে নিয়েছেন ২ উইকেট। ডারবানেই চোট পেয়ে ছিটকে গেছেন সিরিজ থেকে। চোট নিয়ে দেশের বিমান ধরার আগে কথা বলেছেন বাংলাদেশের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর, নিজের আইপিএল---স্বপ্নসহ আরও অনেক কিছু নিয়ে। বাংলাদেশের ওয়ানডে সিরিজ চলাকালেই আইপিএলের একটি দলে সুযোগ পাওয়ার কথা উঠেছিল তাসকিনের। কিন্তু দেশের হয়ে খেলার জন্য সেই সুযোগে সাড়া দেননি তাসকিন। তবে কোনো একদিন আইপিএল খেলতে চান তিনি। বিষয়টি নিয়ে তাসকিন বলেছেন, 'একজন খেলোয়াড় হিসেবে আইপিএল খেলা তো সবারই স্বপ্ন। আমারও খুব ইচ্ছা এটি।' তবে নিজের ইচ্ছার চেয়েও বড় একটা ব্যাপার আছে। তাসকিন বলে চলেন সেই বড় ব্যাপারটি, 'আমার মায়ের অনেক বড় স্বপ্ন যে আমি একবার আইপিএল খেলব, আমিও চাই। রিজিকে থাকলে খেলতে পারব।' এবার কেন সুযোগ দুহাত বাড়িয়ে নিলেন না, এমন এক প্রশ্নের উত্তরে তাসকিন বলেছেন, 'সিরিজের মাঝখানে এটা তো অসম্ভবই ছিল। আমি টেস্ট দলের খেলোয়াড়। ব্যক্তিগতভাবে আমি টেস্ট খুব উপভোগও করি। যেহেতু সিরিজের মাঝখানে ছিল, কিছু করার ছিল না। ভাগ্যে থাকলে আবার হবে। কারণ, দেশের খেলা খেলেই তো আইপিএলে সুযোগ পেয়েছি। তাই সামনেও সুযোগ পাব বলে আশা করি।' একটা সময় ছিল, তাসকিনের বলে ধার হারিয়ে গিয়েছিল। গতি থাকলেও লাইন আর লেংথে ছিল সমস্যা। সেই তাসকিনই এখন অনেক গোছানো। বড় দলের বিপক্ষেও করছেন গোছানো আর ভালো বোলিং। কীভাবে নিজেকে বদলাতে পেরেছেন তাসকিন? শুনুন তাঁর কণ্ঠেই, 'নিজেকে খুব বেশি বদলাইনি, কিছু প্রক্রিয়া বদলেছি। শৃঙ্খলা আর প্রক্রিয়ার দিকে নজর দিয়েছি। আরেকটু সঠিকভাবে সবকিছু করার চেষ্টা করেছি।'

পর পর তিন হার, চেন্নাইকে ছন্দে ফেরাতে কী পরিকল্পনা অধিনায়ক জাডেজার

তিন ম্যাচ খেলার পরেও জয়ের মুখ দেখেনি চেন্নাই সুপার কিংস। এত খারাপ শুরু আইপিএলে কখনও হয়নি চার বারের চ্যাম্পিয়নদের। অধিনায়ক রবীন্দ্র জাডেজা অবশ্য আশা করছেন, তাঁর দল শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবে।পঞ্জাব কিংসের কাছে হারের জন্য দ্রুত উইকেট হারানোকেই দায়ী করছেন জাডেজা। বিশেষ করে পাওয়ার প্লে-র সময় দলের ব্যাটাররা উইকেট ছুড়ে দেওয়ায় খুশি নন চেন্নাই অধিনায়ক। রবিবার টস জেতার পর বোলিং নিয়েও গত বারের চ্যাম্পিয়নদের হার মেনে নিতে পারছেন না জাডেজা। জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ১৮১ রান তোলা অসম্ভব ছিল না বলেই মনে করেন তিনি ইনিংসের সাড়ে সাত ওভারেই চেন্নাইয়ের রান দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ৩৬। ৫ উইকেটের মধ্যে ছিলেন চেন্নাই অধিনায়ক নিজেও। হারের পর জাডেজা বলেছেন, "পাওয়ার প্লে-তে আমরা একটু বেশিই উইকেট হারিয়েছি। ইনিংসের প্রথম বল থেকেই আমরা ছন্দ পাইনি। আমাদের একটা পথ খুঁজতে হবে। যে পথে আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসতে পারব।" তিনি আরও বলেছেন, "অবশ্যই আমরা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। কঠিন পরিশ্রম করব এবং শক্তিশালী ভাবে ফিরে আসব।রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের খারাপ ছন্দ নিয়েও চিন্তিত নন জাডেজা। চেন্নাই অধিনায়কের বিশ্বাস রুতুরাজ ছন্দে ফিরবেন। জানিয়েছেন, দল তাঁর পাশেই থাকবে। জাডেজা বলেছেন, "আমরা ওকে আত্মবিশ্বাস দিতে চাই। ওর পাশে থাকা দরকার আমাদের। আমরা সকলেই জানি ও দুর্দান্ত খেলোয়াড়। তাই আমরা নিশ্চিত ভাবেই ওর সঙ্গে রয়েছি। আমার বিশ্বাস দ্রুত চেনা ছন্দে দেখতে পাব ওকে।"চেন্নাই অধিনায়কের মুখে শোনা গিয়েছে সতীর্থদের প্রশংসাও। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে শিবম দুবের ইনিংসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে জাডেজা বলেছেন, "শিবম সত্যিই দারুণ ব্যাট করছে। ওকে মানসিক ভাবে ভাল জায়গায় রাখতে পারাই লক্ষ্য।

৫৩ রানে শেষ বাংলাদেশ, মহারাজকীয় বোলিংয়ে ২২০ রানে জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা

দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের মাত্র দু'জন ব্যাটার দুই অঙ্কের সংখ্যায় পৌঁছতে পেরেছেন। পাঁচ জন করেছেন শূন্য রান। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার কেশব মহারাজের দাপটে মাত্র ৫৩ রানে শেষ হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংস। সাত উইকেট নিয়েছেন কেশব। ব্যাটিং ব্যর্থতায় ২২০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারতে হয়েছে মুশফিকুর রহিমদের।দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের সামনে জয়ের লক্ষ্য ছিল ২৭৪ রান। কিন্তু শুরুতেই দলের ব্যাটিং ভেঙে পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার দুই স্পিনার কেশব মহারাজ ও সিমোন হার্মারের দাপটে মাত্র ৮ রানের মধ্যে শাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান ও অধিনায়ক মোমিনুল হকের উইকেট হারায় তারা। চতুর্থ দিনের শেষে দলের রান ছিল ৩ উইকেটে ১১।

পঞ্চম দিন সকালেও সেই ছবিই দেখা গেল। পর পর উইকেট পড়ল। টপ অর্ডারে একমাত্র নাজমুল শান্ত ছাড়া আর কেউ রান পাননি। শান্ত ২৬ রান করে আউট হন। মুশফিকুর রহিম, লিটন দাসও ব্যর্থ। শান্ত ছাড়া এক মাত্র তাসকিন আহমেদ ১৪ রান করেন। পঞ্চম দিনের উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনারদের সামনে দাঁড়াতেই পারলেন না বাংলাদেশের ব্যাটাররা।মাত্র ১৯ ওভার ব্যাট করতে পারে বাংলাদেশ। দুই স্পিনার ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার আর কোনও বোলারকে বল করতে হয়নি। কেশব ৩২ রান দিয়ে ৭ উইকেট নেন। হার্মারের ঝুলিতে যায় ৩ উইকেট। এর আগে ২০১৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ৪৩ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। সেটাই তাদের টেস্ট ইতিহাসে এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান।

আম্পায়ারদের কাছে সাকিবকে ক্ষমা চাইতে বললেন প্রোটিয়া সাংবাদিক

'আম্পায়াররাও মানুষ'এই আপ্তবাক্য সবাই জানেন। ডারবান টেস্টের পর নতুন করে সেই কথাকেই আবারও সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার নামী ক্রিকেট সাংবাদিক টেলফোর্ড ভাইস। কথাটা সবাইকে মনে করিয়ে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার এক পত্রিকায় আস্ত একটা কলামই লিখে ফেলেছেন ভাইস। তাঁর হঠাৎ আম্পায়ারদের প্রতি দরদি হয়ে পড়ার কারণ আর কিছু নয়সাকিব আল হাসান। ডারবান টেস্টের চতুর্থ দিন আম্পায়ারিং নিয়ে একটা টুইট করেছিলেন বাংলাদেশের তারকা, সেখানে তিনি টেস্টে আবারও নিরপেক্ষ আম্পায়ার ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন। ডারবানে কিছু 'ক্লোজ কল' বাংলাদেশের বিপক্ষে গেছে, এ নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা। পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতার কারণে টেস্ট না খেলে দেশে ফিরে আসা সাকিবের টুইট সে আগুনেই ঘৃতাহুতি দিয়েছে। ভাইস এখন সাকিবকে সেই টুইটের জন্যই ক্ষমা চাইতে বলছেন। টেলফোর্ড ভাইস 'আম্পায়াররাও মানুষ' শিরোনামে লেখা নিজের কলামে ডারবান টেস্টের দুই প্রোটিয়া আম্পায়ার আড্রিয়ান হোল্ডস্টক ও ম্যারাইস এরাসমাসের প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, আম্পায়াররাও মানুষ, তাঁদের ভুল হতেই পারে। তিনি এই দুই আম্পায়ারের অতীত রেকর্ড তুলে ধরেছেন বেশ যত্ন করেই। তিনি সাকিবের 'নিরপেক্ষ আম্পায়ার'—সংক্রান্ত টুইটটি নিয়ে লিখেছেন, 'ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে চারটি ভুল সিদ্ধান্ত গেছে। চারটি গেছে তাদের পক্ষে। সাকিব আল হাসানের এটা জানা উচিত। এ ক্ষেত্রে সাকিবের উচিত এরাসমাস ও হোল্ডস্টকের কাছে ক্ষমা চাওয়া।' ভাইসের এই কলামের পর ডারবান টেস্টের আম্পায়ারিং নিয়ে বিতর্ক ভিন্ন মাত্রা নেবে, সন্দেহ নেই। তবে সোমবার টেস্টের পঞ্চম দিনে বাংলাদেশ জয়ের জন্য ২৭৪ রানের লক্ষ্যে গুটিয়ে গেছে মাত্র ৫৩ রানেই। পঞ্চম দিনে এক ঘণ্টাও খেলা হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার দুই স্পিনার কেশব মহারাজ

আর সাইমন হারমারই শেষ করে দিয়েছেন বাংলাদেশকে। চতুর্থ দিন দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে সাতটি সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়েছে দুই অনফিল্ড আম্পায়ারকে। উল্টো দিকে দুই দল মিলে ১০ বার রিভিউ নিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, এর মধ্যে আম্পায়ারের 'কল' ছিল ৪টিতে। 'ক্লোজ কল'গুলো নিয়েই আসলে আপত্তি ছিল বাংলাদেশের। বেশির ভাগই গেছে বাংলাদেশের বিপক্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসের ৪৪তম ওভার পর্যন্ত এলবিডব্লুর রিভিউয়ে চারটি আম্পায়ারস কল হয়েছে, এর তিনটিই বিপক্ষে গেছে বাংলাদেশের। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩টি উইকেটের ২টিই বাংলাদেশ পেয়েছে রিভিউ নিয়ে, তবে রিভিউ নিলে বাংলাদেশ পেতে পারত অন্তত আরেকটি উইকেট। দক্ষিণ আফ্রিকান অধিনায়ক ডিন এলগারের উইকেটটি বাংলাদেশ পেয়েছিল রিভিউ নিয়ে। প্রথমে তাঁর বিপক্ষে এলবিডব্লুর আবেদনে সাড়া দেননি আম্পায়ার। এর কারণ হতে পারে ওই মুহূর্তে দুটি শব্দ শোনা গিয়েছিল। আম্পায়ার হয়তো মনে করেছিলেন বল ব্যাটে লেগেছে। কিন্তু রিভিউয়ে আলট্রা এজে ব্যাটে বল লাগার কোনো প্রমাণ মেলেনি। ওই সময়ই সাকিব টুইট করেন, 'বেশির ভাগ ক্রিকেট খেলুড়ে দেশেই করোনা পরিস্থিতির অবস্থা স্বাভাবিক বলে আমার মনে হয়, আইসিসির উচিত এখন নিরপেক্ষ আম্পায়ার ফিরিয়ে আনা।'ভাইস আম্পায়ারদের অতীত রেকর্ড তুলে ধরে লিখেছেন, 'এরাসমাস খুব সম্ভবত এ প্রজন্মের অন্যতম সেরা আম্পায়ার। তিনি আইসিসির কাছ থেকে সেরা আম্পায়ার হিসেবে ডেভিড শেফার্ড ট্রফি জেতা আম্পায়ার। বেশ কয়েকবার জিতেছেন তিনি। ২০১৬, ২০১৭ আর ২০২১। যতবার তিনি জিতেছেন, আলিম দার আর রিচার্ড কেটেলবরোও ততবারই জিতেছেন এই পুরস্কার। পুরস্কারটি কেবল সাইমন টফেল ২০০৪ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত টানা পাঁচবার জিতেছেন।' এরাসমাসের ভালো আম্পায়ারিংয়ের পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন ভাইস, 'ডারবান টেস্টের আগে এরাসমাসের ২৬৪টি সিদ্ধান্তের রিভিউ হয়েছে। এর ৬৯টিতে তাঁর দেওয়া সিদ্ধান্ত বদলেছে। যেটি তাঁর সিদ্ধান্তের ২৬.১৪ শতাংশ। কিংসমিডে তাঁর সিদ্ধান্ত বদলে যাওয়ার হার ৫৫.৫৬ শতাংশ।' আড্রিয়ান হোলস্টক ডারবানে তাঁর পঞ্চম টেস্ট পরিচালনা করতে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাইস তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'এই টেস্টে হোল্ডস্টক আরও বেশি সফল। তাঁর বিপক্ষে আটটি রিভিউর পাঁচটিই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। একটি অবশ্য ছিল "আম্পায়ারস কল"। রোববার নাজমুল হোসেনের পক্ষে একটি সিদ্ধান্ত দেন, যেটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা রিভিউ নেয়নি।' ভাইস প্রশ্ন করেন, 'উদ্বেগের বিষয় না হলেও প্রশ্ন তোলার মতো কারণ তো আছেই। যেখানে গোটা টেস্টে ১১টি ভুল কলের ৩টি আম্পায়ার আর ফিল্ডিং দলকে বোকা বানিয়েছে, আর অন্য ৩টিতে আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত ঠিক হয়েছে কোনোমতে, প্রশ্ন সে কারণেই উঠছে। এরাসমাস আর হোল্ডস্টক দুজনই খুব ভালো আম্পায়ার। কেবল দক্ষিণ আফ্রিকান হওয়ার জন্যই কি এই দুই আম্পায়ারের বিরুদ্ধে তাঁদের দেশের পক্ষে সিদ্ধান্ত দেওয়ার কথা উঠছে? সাকিব আল হাসান খুব সম্ভবত সেটিই মনে করেন।'সাকিবের নিজের শৃঙ্খলার রেকর্ডের দিকে ইঙ্গিতটাও করতে ভোলেননি ভাইস। তিনি যেন দুই আম্পায়ারের কাছে ক্ষমা চান এমন আহ্বান জানিয়েও ভাইস লিখেছেন, এরাসমাস আর হোল্ডস্টক যেন এমন কিছু খুব দ্রুত প্রত্যাশা না করেন, 'এই টেস্টে দুই দলের পক্ষেই চারটি করে সিদ্ধান্ত রিভিউতে বদলে গেছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

TENDER NOTICE FOR HIRING OF VEHICLE

No.F. 7-5/FOR/NCE/ vehicle/2019 16 - 19
Dated: 04/04/2022

A sealed tender is invited for hiring of 1 (one) no vehicle, Maruti Ciaz for official use of the Director NTFP Centre of Excellence (NCE), Prakriti Bhawan, Gandhigram, Agartala from the reputed traders/ institutions/ organizations as per terms & condition.
The tender details along with terms & conditions can be downloaded from www.jica.tripura.gov.in or can be collected from the office.

Director NCE
ICA-C-058/22

CLAIMANT NOTICE

WHEREAS it has been brought to the notice of the undersigned by Sri Sunil Tripura, Foi ester, In-Charge, Wildlife Protection Unit, Joychandpur under Trishna Wildlife Sanctuary Vide his O.R. No. 381WLPU-Trishna/2021-22 dated, 17/02/2022 has seized a vehicle bearing Registration No. TR-03A-1894 (TATA Truck 907) Engine No-49TC94BRZ806404 & Chasis No-38655BRZ803244 from Belonia to Santirbazar Road area, South Tripura on 16/02/2022 at about 11:25 AM for illegally carried River sand over 5.00(five) cum. Upon enquires by the Forester along with the other staffs of Wildlife Protection Unit, Joychandpur it was found that the said vehicle was carrying illegally River sand over 5.00(five) cum without any permission of Forest Department and without GP / TP. Then the said vehicle had been detained without driver and brought in the safe custody as the said vehicle was involved in illegal carrying of Forest produce.

NOW THEREFORE, in exercise of power conferred u[lon me vide Notification No. F.7(310)/For/FP12016/ 25,701-747 dated, 15/11/2016 of Govt. of Tripura as an Authorized Officer for the purpose of above mentioned Indian Forest Act 1927, it is contemplated to confiscate the seized vehicle Registration No. TR-03A-1894 (TATA Truck 907) for the commission of offence under Section 41,42 of Indian Forest Act, 1927 and under Tripura Rules notified vide NotificOtion No.F.7 / 44. FP / 90 / 22,795 dt. 07.05.1990 of Government of Tripura.

NOW THEREFORE, now once again it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. TR-03A-1894 (TATA Truck 907) to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (Wildlife Warden, Trishna Wildlife Sanctuary, Joychandpur), within 25(twenty five) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original regarding ownership of the vehicle.

If the owner of the vehicle or their authorized representatives fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.

Issued under my seal & signature of this day on 28th March, 2022.

(A. Debnath, IFS)
Authorized Officer
Wildlife Warden
Trishna Wildlife Sanctuary
Joychandpur

ICA-D-040/22

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মঙ্গলবার বইমেলার সমাপ্তি দিনে সাংবাদিক সঞ্জীব দেবকে সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য অটল বিহারী বাজপেয়ী আজীবন স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ধর্মনগরে ড্রেন নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত উভয় পক্ষের আটজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ এপ্রিল ।। ড্রেন নির্মাণকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েতের ভেতর লংকা কান্ড। দা লাঠি ও রডের আঘাতে আহত উভয় পক্ষের সাত থেকে আট জন।ঘটনা উত্তরের ধর্মনগর মহকুমাধীন ঢুপিরবন্ধ গ্রাম পাঞ্চায়েতে।জানা গেছে মঙ্গলবার (৫ এপ্রিল) দুপুরে ঢুপিরবন্ধ গ্রাম পঞ্চায়েতে পাকা ড্রেইন নির্মাণকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মাঝে বচসা বাঁধে।

তখন উপস্থিত ছিলেন যুবরাজ নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীপদ দাস, পঞ্চায়েত প্রধান আজিম উদ্দিন সহ সানীয়রা।এক পক্ষ দাবি রাখে, সরকারি পাকা ড্রেইনটি নিচের যায়গাতে করলে কৃষকদের কাজে আসবে। কিন্তু অপর পক্ষ তা মানতে নারাজ।একটা সময় সরকারি অফিসের ভিতর অপর পক্ষ ফয়জুল হক উপর আক্রমণ চালায়।ঘটনা চাউর হতেই আক্রমণকারী জামাদ উদ্দিনের খুঁজে বের হয় ফরিজ উদ্দিনের অনুগামীরা।তখন ঢুপিরবন্ধ গ্রামপাঞ্চায়েত এলাকার চার নং ওয়ার্ড এলাকায় দলবল নিয়ে জড়ো হলে উভয়পক্ষের মধ্যে শুরু হয় মারপিঠ।তাতে আহত হন নাজির উদ্দিন, জাহির উদ্দিন ও বদরুল হক।সাথে আহত হন অপর পক্ষের আরো তিন জন।

উভয়পক্ষের আহত সাত থেকে আট জন বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসক সূত্রে জানা গেছে।খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ অকুস্থলে ছুটে গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও বর্তমানে ঐ এলাকায় পুলিশ ও সিআরপিএফ মোতায়েন রয়েছে।তবে এ কান্ডে পঞ্চায়েত প্রধান অথবা পঞ্চায়েত সমিতি চেয়ারম্যানের কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এদিকে সানীয়দের কাছ থেকে জানা যায়,শাসকদলের গুষ্টি কোন্দলের কারনেই এমন কান্ড প্রকাশ্যে।যুরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীপদ দাসের সামনে মাইনরিটি মোর্চার সহ সভাপতি জামাদ উদ্দিনের মারে আক্রান্ত মাইনরিটি মোর্চার সদস্য ফয়জুল ও তার আত্মীয়রা।এলাকাজুড়ে তীব্র উত্তেজনা।

কল্যাণপুরের বৈষ্ণব কলোনীতে টিএসআর ক্যাম্প বসানোর জন্য জায়গা পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৫ এপ্রিল ।। কল্যাণপুরের প্রমোদনগর পঞ্চায়েতের বৈষ্ণব কলোনী এলাকায় ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস এর ক্যাম্প এর জন্য জমি পরিদর্শন করেন খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। সাথে ছিলেন কল্যাণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি সুভরাংশু ভট্টাচার্য, দশ ও বারো নাম্বার টি এস আর ব্যাটেলিয়ন এর কমান্ডেন্ট সঞ্জয় রায়, সমাজকর্মী জীবন দেবনাথ প্রমুখ। উল্লেখ্য দীর্ঘ্য বাইশ বছর আগে ঐ এলাকা থেকে উদ্বাস্তু হন ৪১৭ পরিবার। তারা পরে বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন। টি এস আর ক্যাম্প স্থাপন হলে শরণার্থীরা নিজভূমে ফিরতে ইচ্ছুক। জানা গেছে গ্রাম বাসীদের সুবিধার জন্য বৈষ্ণবকলোনীতে প্রথমেই নজর দেওয়া হবে বিদ্যুৎ ও পানীয় জল পরিষেবায়। জঙ্গিপনার কারনে অসহায় পরিবারগুলো আশ্রয় নিয়েছিল দাও চোরা শিবির অমর কলোনী শিবির অথবা তেলিয়ামুড়া কৃষ্ণপুর খোয়াই সহ অন্যত্র স্থানে। তাই এই পরিবারগুলোকে যাতে আগের স্থানে ফিরে আনা যায় সেই ভাবে কাজ করে চলছে রাজ্য সরকার। এই কারণেই আজকের পরিদর্শন। টিএসআর ক্যাম্প বসানোর জন্য জায়গা দেখা বলে জানান এস পি ভানুপদ চক্রবর্তী।

সামাজিক দায়বদ্ধতা পুরণে রক্তদানের বিকল্প নেই : ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণে রক্তদানের বিকল্প নেই। রক্তদানের মাধ্যমে আমরা দেশ ও মানবিকতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে পারি। আজ ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাজা বীরবিক্রম শতবার্ষিকী অডিটোরিয়ামে এন এস এস কর্তৃক আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবির এবং অ্যান্টি ড্রাগ কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। উল্লেখ্য রক্তদান শিবিরে এদিন ৭৭ জন রক্তদান করেন।

অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, নবপ্রজন্মকে নিজের ভবিষ্যত গড়ার পাশাপাশি একজন দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক হিসেবেও নিজেকে তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিমত প্রকাশ করেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

তাঁর কথায়, কৃত্রিম উপায়ে রক্ত উৎপাদন করা সম্ভব নয়। এজন্য রক্ত গ্রহীতাদের সম্পূর্ণভাবে দান করা রক্তের উপরই নির্ভরশীল হতে হয়। তাই ক্রীড়ামন্ত্রী অডিটোরিয়ামে উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের কাছে সুযোগ মতো রক্তদান করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের এন এস এস ইউনিট রক্তদান শিবির আয়োজনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। তাই ক্রীড়ামন্ত্রী তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ক্রীড়ামন্ত্রীর বক্তব্য, বর্তমান যুব সমাজকে যেকোন ধরণের ড্রাগের নেশা থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ এর ফলে নিজের পাশাপাশি পরিবার, সমাজ ও দেশও বিনষ্ট হয়ে যায়। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বর্তমান রাজ্য সরকার যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে দূরে রাখতে যে সকল পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করছে তাতে তারা সর্বোতভাবে অংশীদার হবে। কারণ সরকারের একার পক্ষে ড্রাগ মুক্ত ত্রিপুরা গড়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে রাজ্যের আপামর জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিগত বছবগুলির তুলনায় এবছর লিচুর উৎপাদন অনেকটাই কম হওয়ার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া ৫ এপ্রিল ।। গ্রীষ্ম কালীন রসালো ফল লিচুর বাজার এবছর মন্দা হতে পারে। চড়া হতে পারে লেচুর দাম। এমনটাই অভিমত ব্যাক্ত করলেন তেলিয়ামুড়া কৃষি তত্ত্বাবধায়কের অধীনে থাকা উত্তরগোকুল নগর এলাকার লিচু গাছ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা জৈনক এক লিচু চাষী।

জানা যায়, বিগত বছর গুলোর তুলনায় এবছর লিচুর উৎপাদন অনেকটাই হ্রাস পাবে। তার কারণ স্বরূপ উত্তর গোকুলনগর লিচু বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা জনৈক এক লিচু চাষী জানিয়েছেন, একদিকে যেমন বৃষ্টির দেখা নেই ঠিক উল্টোদিকে প্রচন্ড রোদের তাপ। ফলে এবছর রসালো ফল লিচুর ফুল ঝরে পড়ছে, আর তাতেই চিন্তিত লিচু চাষীরা।

বিগত বছরগুলোতে সময় মতো বৃষ্টিপাত হওয়াতে লিচুর উৎপাদন ও বেশ ভালোই হয়েছিল। বাজারজাত করার পর লিচুর দামও তুলনামূলকভাবে ভালোই পেয়েছিল বিক্রেতারা। কিন্তু এ বছর সুমিষ্ট রসালো ফল লিচু চাষ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কৃষকদের, এর প্রধান কারণ হিসেবে কম বৃষ্টিপাত এবং প্রখর রোদের তাপকেই দায়ী করেছেন কৃষকেরা। তেলিয়ামুড়া মহাকুমা কৃষির তত্ত্বাবধায়কের অধীনে উত্তর গোকুলনগর এলাকার লিচু বাগানে উৎপাদিত লিচু ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন বাজারগুলিতে বেশ চাহিদা রয়েছে। বিক্রেতারা সুমিষ্ট রসালো ফল লিচু নিয়ে প্রতিবছর ভালই বিক্রি করতো, মুনাফাও হতো বেশ। এবং বাজারে এই সুমিষ্ট লিচুর যেমন কদর ছিল ঠিক তেমনি লিচুর দাম ও সাধারণ ক্রেতাদের সাধ্যের মধ্যেই ছিল। কিন্তু এবছরও প্রতিবছরের মতো বাজারে লিচুর যথেষ্ট চাহিদা থাকবে। কিন্তু ফলন কম হওয়ার কারণে চড়া দামে বিক্রি হতে পারে লেচু এমনটাই আশঙ্কা করছে লিচু চাষীরা।

জিবি হাসপাতাল চত্বরে শববাহী গাড়ি থেকে ব্যাটারি চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। জিবি হাসপাতাল চত্বরে শববাহী গাড়ি থেকেও ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শববাহী গাড়ি চালক বিশ্বজিৎ দত্ত অন্যান্য দিনের মতোই জিবি চত্বরে গাড়ি রেখে বাড়িতে চলে যায়। কোথাও মৃতদেহ নিয়ে যেতে হলে ফোন করলে সে পরিষেবা দিতে চলে আসে বলে জানায়। সে অনুযায়ী মঙ্গলবার এক ব্যক্তি শব নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে ফোন করেন। ফোন পাওয়ার পর তিনি জি বি হাসপাতালে ছুটে আসেন। মৃতদেহটি ক্যান্সার হাসপাতাল থেকে বটতলা নিয়ে যাওয়ার জন্য ফোন করা হয়েছিল।

শব গাড়িতে তোলার আগেই বিশ্বজিৎ দত্ত দেখতে পান তার গাড়িতে ব্যাটারি নেই। চোরেরা ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে গেছে। শববাহী গাড়িতে ব্যাটারি চুরির ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, জিবি হাসপাতাল চত্বর এলাকা থেকে প্রায় সময়ই গাড়ির ব্যাটারি সহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে।

উদয়পুরে প্রতারককে আটক করে পুলিশে দিলেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। উদয়পুরের এলানবাড়ি এলাকা থেকে এক প্রতারককে আটক করেছেন স্থানীয় জনগণ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই প্রতারক নিজেকে ব্লকের একজন কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দিয়ে এলাকার জনজাতি অংশের মানুষকে সরকারি সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে অর্থ আদায় করার চেষ্টা করছিল। ইতিপূর্বে এলাকার বহু মানুষের কাছ থেকে এ ধরনের প্রলোভন দিয়ে ওই ব্যক্তি প্রচুর টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ।

টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেওয়ার পর ওইসব জনগণকে কোন ধরনের সরকারের সাহায্য-সহায়তা দিতে পারেনি বলে জানা যায়। মঙ্গলবার ওই প্রতারক ব্যক্তিটি এলাকায় গেলে স্থানীয় জনগণ তাকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেন। তাকে আটকে রেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে আরকে পুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং সেখান থেকে প্রতারককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

তদন্তে জানা গেছে, ওই ব্যক্তি নিজেকে ব্লক অফিসের একজন কর্মকর্তা বলেন জনজাতি গ্রামবাসীদের কাছে পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে ব্লক অফিসের কোনো কর্মী বা আধিকারিক নয় ওই প্রতারক। তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন প্রতারণার শিকার গ্রামবাসীরা।

সেচের পাম্প বিকল, দপ্তরের উদাসীনতায় মার খাচ্ছে কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া ৫ এপ্রিল ।। এম ই দপ্তরে খামখেয়ালিপনায় মার খাচ্ছে কৃষকরা। বিগত কয়েক বছর ধরে পাম্প মেশিন বিকল হওয়ার কারণে বিপাকে কৃষকরা। এই ঘটনা তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের অধীনস্থ দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭নং ওয়ার্ড তথা বাইশঘড়িয়া এলাকায়। দিবা নিদ্রায় আচ্ছন্ন এম.আই দপ্তর।

খবরে জানা যায়, বিগত কয়েক বছর ধরে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মূল-কৃষিপ্রধান এলাকা বলে পরিচিত বাইশঘড়িয়া এলাকায় কৃষকরা মহা বিপাকে। কারণ, তাদের রুটি-রুজির মূল উৎস কৃষিকাজ আর এই কৃষি কাজ করতে গিয়েই পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের অভাবে তাদের বেগ পেতে হচ্ছে। প্রতি ঘণ্টায় ৪০০ টাকা করে খোয়াই নদী থেকে পাম্প মেশিনের মাধ্যমে জল ক্রয় করে নিজেদের কৃষিজমিতে প্রদান করছে। ফলে লাভের থেকে ব্যায়ের বহর গুনতে হচ্ছে হত দরিদ্র কৃষকদের। এলাকায় একটি পাম্প মেশিন থাকলেও দীর্ঘ প্রায় এক বছর যাবত বিকল হয়ে পড়ে থাকলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই পাম্প মেশিনটি মেরামত করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

তবে দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা যায়, এই পঞ্চায়েতের খোদ গ্রাম-প্রধান জলের পাম্প মেশিন"টি সংস্কার করার জন্য তেলিয়ামুড়া স্থিত এম.আই দপ্তরের অফিস কার্যালয়ে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেছিল কয়েকবার। কিন্তু অফিস কর্তৃপক্ষ কোনো এক অজ্ঞাত কারণে গ্রামপ্রধানের আবেদনটিকে কোন প্রকার কর্ণপাতই করলো না। ফলে কৃষকদের দুর্ভোগে চরমে পৌঁছেছে।

পঞ্চভূতে বিলীন বিলোনীয়ার বিশিষ্ট সমাজসেবক জগদীশ মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৫ এপ্রিল ।। চারদিন কফিন বন্দি থাকার পর আজ দুই ছেলে এবং অগনিত জনগণের উপস্থিতিতে পঞ্চভূতে বিলীন হলেন বিলোনীয়ার বিশিষ্ট সমাজসেবক তথা দক্ষিণ জেলার একমাত্র সাইবাবা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জগদীশ মজুমদার। গত রবিবার ভোর ৪টা ১৫ মিনিটে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

দুই ছেলে কর্মসূত্রে রাজ্য ও দেশের বাইরে থাকায় অন্তিম সৎকারের জন্য কফিন বন্দি করে রাখা হয় উনার দেহ। আজ দুপুর বারোটা নাগাদ এক ছেলে সুদুর আমেরিকা থেকে বিলোনীয়া স্থিত মাইছড়া,কলাবাড়িয়া এলাকায় পৌছামাত্র শুরু হয় অন্তিম যাত্রার কাজ।

গত তিনদিন ধরে রাজ্যর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা সাঁই বাবার আশ্রম প্রাঙ্গণে এসে তাদের সকলের প্রিয় বাবার মন্দির প্রতিষ্টাতা জগদীশ বাবু কে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হাজির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধী শিবিরে ভাঙন তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া ৫ এপ্রিল ।। তেলিয়ামুড়ায় আবারো বিরোধী শিবিরে বড় ভাঙ্গন। আসন্ন ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে বিরোধী সি.পি.আই.এম দলে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে বিজেপি দল দিনের পর দিন নিজেদের সংগঠন -কে মজবুত করছে। মঙ্গলবার সি.পি.আই.এম দল ছেড়ে বিপুল সংখ্যক ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টি -তে যোগদান করেছে। বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাট স্থিত ভূমিহীন কলোনি এলাকায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। যোগদান সভায় ৫৫ টি পরিবারের ১২৬ জন ভোটার সি.পি.আই.এম দল ছেড়ে শাসক বিজেপি দলে যোগদান করে।

সংবাদে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাটের ভূমিহীন কলোনি এলাকার বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয় সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ। এদিনের এই যোগদান সভাতে উপস্থিত ছিলেন ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের সভাপতি টুটন দেব সহ মন্ডলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা। বিগত ২৫ বছরের বামফ্রন্ট শাসন ব্যবস্থায় ওই এলাকায় তথা ভূমিহীন কলোনিতে যেমন ছিল পানীয় জলের অব্যবস্থাপনা তেমনি ছিল রাস্তাঘাটের অভাব। তাদের জন্য বর্তমান বিজেপি সরকারের উন্নয়নমুখী কাজকর্ম দেখে ভূমিহীন কলোনির ৫৫ টি পরিবারের ১২৬ জন ভোটার শাসক দলের গেরুয়া শিবিরে সামিন হয়। দলত্যাগ কারীদের বিজেপি দলের পক্ষ থেকে বিজেপির গেরুয়া শিবিরে বরণ করে নেন ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

বিশালগড়ে বাইক সহ আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ এপ্রিল ।। বিশালগড় থানার পুলিশ সোমবার গভীর রাতে পেট্রোলিং এ বেরিয়ে বিশালগড় স্থিত ঘনিয়ামাড়া কাঁঠালবাড়ি এলাকায় হাতে নাতে এক যুবক সহ টিআর ০১ এ ৭২৯৫ নম্বরের একটি বাইক আটক করে। পরবর্তী সময়ে বিশালগড় থানার পুলিশ বাইক সহ অভিযুক্ত যুবককে আটক করে নিয়ে আসে বিশালগড় থানায়।

এদিকে মঙ্গলবার সকালে বিশালগড় থানার পুলিশ জানতে পারে রাজধানী আগরতলার বোধজংনগর থানার অন্তর্গত কান্ত কোবরা এলাকার সমীর দেববর্মার মোটরবাইক সোমবার গভীর রাতে চুরি হয়। জানা যায় বাড়ির বারান্দার তালা ভেঙে চুরের দল বাইকটি চুরি করেছে। যদিও বাইকটি বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে আটক হয়। মঙ্গলবার দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট নাগাদ বিশালগড় থানার পুলিশ বোধজং নগর থানার পুলিশের হাতে উক্ত বাইকটি সহ আটককৃত যুবক এলেমপু দেববর্মাকে তুলে দেয়।

তবে বলা বাহুল্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বিশালগড় থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায়ও দিনের পর দিন বাইক চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, চোরেরদল বাইক গুলি চুরি করে নিয়ে বাংলাদেশের বর্ডারের মধ্যে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পাচার করছে। সূত্রের খবর বর্ডারে দায়িত্বপ্রাপ্ত বি এস এফ জওয়ানরা মোটা অঙ্কের বিনিময়ে পাচারকারীদের সাহায্য করছে। যার ফলে চোরের দল বাইক, গরু সহ বিভিন্ন জিনিস বাংলাদেশে পাচার করতে পারছে খুব সহজে।

রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সোপান হলো উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল ।। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সোপান হলো উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। রাজ্য সরকার চায় রাজ্যের ভিতর, বহির্রাজ্য ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত এবং আধুনিক করতে। সে লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় আজ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে মিটার অটোরিক্সা, ই-চালান এবং ইন্টিগ্রেটেড রোড অ্যাক্সিডেন্ট ডাটাবেস প্রকল্পের উদ্বোধন করে একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় প্রদীপ জ্বেলে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। পরে তিনি পতাকা নেড়ে মিটার অটোরিক্সা, বৈদ্যতিন বোতাম টিপে ই-চালান এবং ইন্টিগ্রেটেড রোড অ্যাক্সিডেন্ট ডাটাবেস'র আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

উদ্বোধকের ভাষণে পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, আগামীকাল থেকে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় মিটার অটোরিক্সা চালু হচ্ছে। এতে জনজট কমবে। যাত্রী, ড্রাইভার ও মালিক উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, বর্তমানে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় মোট ৬, ৫৪৫টি রেজিষ্ট্রিকৃত অটো রয়েছে। এর মধ্যে মিটার অটো রয়েছে ১, ৫৭১টি। যারা মিটার অটো করাননি অবশিষ্টদের আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে করিয়ে নিতে তিনি পরিবহণ দপ্তরকে নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন, রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন আগের মত নেই। রাজ্যের তিনদিক যেখানে বাংলাদেশ পরিবেষ্টিত তারপরও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উদ্যোগে রাজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সংযোগ ক্রমান্বয়ে রেলের সাথে যুক্ত হচ্ছে। পার্শবর্তী রাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাথেও রেল সংযোগ সম্প্রসারিত হবে।

তিনি বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে এ রাজ্য আজ বহির্রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়েছে। মানুষের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এটাকে লক্ষ্যরেখে ২০১৯ সালে পরিবহণ দপ্তর মিটার অটো চালু করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু কোভিড-১৯ এর জন্য আগে তা করা সম্ভব হয়নি। পর্যটনের বিষয়ে তিনি বলেন, আগের তুলনায় রাজ্যে তিনগুণ পর্যটক আগমণ বেড়েছে। পর্যটন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, আগরতলা পুর নিগম আগরতলা শহরকে জনযাট মুক্ত ও স্বচ্ছ ও সুন্দর করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক পুনীত রাস্তোগী। স্বাগত ভাষণ দেন পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব এল এইচ ডার্লং।

উল্লেখ্য, মিটার অটোতে ভাড়া প্রতি যাত্রী পিছু ২ কিলোমিটার পর্যন্ত ২০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। ২ কিলোমিটার পর প্রতি ১০০ মিটারে ১ টাকা বাড়বে। ৫ মিনিট অপেক্ষার জন্য ৫ টাকা দিতে হবে। রাত ৯টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত মিটার রিডিং-এর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ হারে টাকা দিতে হবে।

যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য রাখেন পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।